বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২৩-২০২৪

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক)

শিল্প মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২৩-২০২৪

সম্পাদনা উপদেষ্টা

জনাব আশরাফ উদ্দীন আহাম্মদ খান, চেয়ারম্যান, বিসিক

প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশনা কমিটি

জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন বিশ্বাস, পরিচালক (অর্থ), বিসিক	- আহবায়ক
জনাব কাজী মাহবুবুর রশিদ, পরিচালক (দক্ষতা ও প্রযুক্তি), বিসিক	- সদস্য
জনাব মোঃ আবদুল মতিন, পরিচালক (প্রকৌশল ও প্রকল্প বাস্তবায়ন), বিসিক	- সদস্য
ড. মোঃ ফরহাদ আহম্মেদ, মহাব্যবস্থাপক, পরিকল্পনা ও গবেষণা বিভাগ, বিসিক	- সদস্য
জনাব সরোয়ার হোসেন, উপ-মহাব্যবস্থাপক (লবণ সেল প্রধান), বিসিক	- সদস্য
জনাব মোঃ রাহাত উদ্দিন, প্রধান নকশাবিদ, নকশা কেন্দ্র, বিসিক	- সদস্য
জনাব মোঃ কামরুজ্জামান, ব্যবস্থাপক, ঋণ প্রশাসন শাখা, বিসিক	- সদস্য
জনাব রোকসানা বেগম, উপব্যবস্থাপক, দক্ষতা ও প্রযুক্তি বিভাগ, বিসিক	- সদস্য
জনাব মোছাঃ পারুল আক্তার কেয়া, জনসংযোগ কর্মকর্তা, জনসংযোগ শাখা, বিসিক	- সদস্য
জনাব মোঃ তানভীর ইসলাম, প্রকাশনা কর্মকর্তা, এমআইএস বিভাগ, বিসিক	- সদস্য
জনাব মোঃ রাকিবুল হাসান, উপমহাব্যবস্থাপক, এমআইএস বিভাগ, বিসিক	- সদস্য সচিব

প্রচ্ছদ

জনাব চন্দ্রনাথ ধর
উর্ধ্বতন নকশাবিদ, নকশা কেন্দ্র, বিসিক

কম্পোজ

জনাব মোঃ আরিফুর রহমান
উচ্চমান সহকারী, এমআইএস বিভাগ, বিসিক

প্রকাশকাল

অক্টোবর ২০২৪
আশ্বিন ১৪৩১

প্রকাশক ও কপিরাইট

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক)
মেয়র আনিসুল হক সড়ক, ৩৯৮, তেজগাঁও শিল্প এলাকা,
ঢাকা-১২০৮।

ডিজাইন ও মুদ্রণ

সূচিপত্র

ক্র.	বিষয়	পৃষ্ঠা
	প্রথম অধ্যায় : বিসিক পরিচিতি	০-০
১.১	পটভূমি	০
১.২	রূপকল্প	০
১.৩	অভিলক্ষ্য	০
১.৪	মূল উদ্দেশ্য	০
১.৫	বিসিকের কর্মকান্ড	০
১.৬	বিসিকের কার্যক্রম	০
১.৬.১	উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম	০
১.৬.২	নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম	০
১.৬.৩	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)'র আওতায় উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন	০
	দ্বিতীয় অধ্যায় : জনবল ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো	০-০
২.১	জনবল কাঠামো	০
২.২	প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো	০
	তৃতীয় অধ্যায় : বিসিকের সম্পাদিত কার্যক্রম	০-০
৩.১	বিসিকের কার্যক্রম	০
৩.২	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) বাস্তবায়ন	০
৩.৩	লবণ শিল্পের উন্নয়ন	০
৩.৩.১	লবণ উৎপাদন	০
৩.৩.২	সর্বজনীন আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন কার্যক্রম	০
৩.৪	মৌমাছি পালন কর্মসূচি	০
৩.৫	প্রযুক্তি বিভাগের কার্যক্রম	০
৩.৫.১	সাবকন্ট্রাক্টিং লিংকেজ স্থাপন	০
৩.৬	নকশা কেন্দ্রের কার্যক্রম	০
৩.৭	বিপণন বিভাগের কার্যক্রম	০
৩.৮	বিসিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিটিআই)-এর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	০
৩.৯	পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান) কুটির ও গ্রামীণ শিল্পের উন্নয়ন	০
	চতুর্থ অধ্যায় : অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম	০-০
৪.১	বিসিক শিল্পনগরী স্থাপন ও উন্নয়ন কার্যক্রম	০
৪.২	বিসিক শিল্পনগরীর সুবিধাদি	০
৪.৩	বিসিক শিল্পনগরীসমূহের প্লট সংক্রান্ত তথ্য	০
৪.৪	বিসিকের বাস্তবায়িত ৮২টি শিল্পনগরী	০
৪.৫	বিসিক শিল্পনগরীসমূহে উৎপাদিত উল্লেখযোগ্য পণ্য	০
৪.৬	জাতীয় অর্থনীতিতে বিসিক শিল্পনগরীসমূহের অবদান	০
৪.৭	কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি (সিএমএসএমই) শিল্পের বর্তমান অবস্থা ও জিডিপিতে অবদান	০
৪.৮	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধির ধারা	০

ক্র.	বিষয়	পৃষ্ঠা
	পঞ্চম অধ্যায় : মানবসম্পদ উন্নয়নে বিসিকের ভূমিকা	০-০
৫.১	বিসিকের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি	০
৫.২	উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	০
৫.৩	উদ্যোক্তাদের ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	০
৫.৪	বিসিকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ	০
৫.৫	৬ মাসব্যাপী জামদানি বুনন প্রশিক্ষণ	০
৫.৬	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী রাখাইন সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়নে মাশরুম চাষ ও তাঁত প্রশিক্ষণ	০
৫.৭	বিদেশফেরত প্রবাসী শ্রমিকদের অংশগ্রহণে শিল্প উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	০
	ষষ্ঠ অধ্যায় : উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন	০-০
৬.১	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)	০
৬.২	এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তব অগ্রগতির সারসংক্ষেপ	০
৬.৩	বাস্তবায়িত ৩টি প্রকল্পের অগ্রগতির বিবরণ	০
৬.৪	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে চলমান ৭টি প্রকল্পের অগ্রগতির বিবরণ	০
৬.৪.১	বিসিক শিল্পপার্ক, টাঙ্গাইল	০
৬.৪.২	বিসিক কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, মুন্সিগঞ্জ	০
৬.৪.৩	বিসিক মুদ্রণ শিল্পনগরী স্থাপন প্রকল্প, মুন্সিগঞ্জ	০
৬.৪.৪	বিসিক প্লাস্টিক শিল্পনগরী, মুন্সিগঞ্জ	০
৬.৪.৫	বিসিকের ৮টি শিল্পনগরী মেরামত ও পুনর্নির্মাণ	০
৬.৪.৬	বিসিক খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পনগরী, ঠাকুরগাঁও	০
৬.৪.৭	Poverty Reduction Through Inclusive and Sustainable Market (PRISM)	০
৬.৫	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহ	০
৬.৬	বিসিকের বাস্তবায়িত মনোটাইপ শিল্পনগরীসমূহ	০
৬.৬.১	হোসিয়ারি শিল্পনগরী, পঞ্চবটি, নারায়ণগঞ্জ	০
৬.৬.২	জামদানি শিল্পনগরী, তারাবো, নারায়ণগঞ্জ	০
৬.৬.৩	চামড়া শিল্পনগরী, সাভার, ঢাকা	০
৬.৬.৪	এপিআই শিল্পপার্ক, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ	০
৬.৬.৫	বিসিক বৈদ্যুতিক পণ্য উৎপাদন ও হালকা প্রকৌশল শিল্পনগরী, মুন্সিগঞ্জ	০
	সপ্তম অধ্যায় : ঋণ সহায়তা কার্যক্রম	০-০
৭.১	বিসিকের নিজস্ব তহবিল (বিনিত) ঋণ কর্মসূচি	০
৭.২	আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজ ঋণ কর্মসূচি (১০০ কোটি টাকা)	০
৭.৩	আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মৌচাষ উন্নয়ন কর্মসূচি	০

ক্র.	বিষয়	পৃষ্ঠা
	অষ্টম অধ্যায় : মেলা আয়োজন ও অংশগ্রহণ	০-০
৮.১	বিসিক কর্তৃক আয়োজিত মেলা	০
৮.২	বিসিকের বিভিন্ন কার্যালয় কর্তৃক মেলায় অংশগ্রহণের তথ্য	০
৮.৩	বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মেলায় উদ্যোক্তাদের পণ্য বিক্রয়/প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে শুল্কমুক্ত প্রবেশের সুপারিশ প্রদান	০
৮.৪	২৮তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় সংরক্ষিত স্টল ক্যাটাগরিতে বিসিকের ২য় পুরস্কার অর্জন	০
৮.৫	কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশে পর্যটন শিল্পের গুরুত্ব বিষয়ক সেমিনার	০
৮.৬	বিসিক জামদানি মেলা	০
৮.৭	মতিঝিলস্থ নকশা কেন্দ্রে মৃৎশিল্প প্রদর্শনী কেন্দ্র	০
৮.৮	কারুশিল্পী পুরস্কার ১৪৩০	০
	নবম অধ্যায় : টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নে বিসিক	০-০
	দশম অধ্যায় : কতিপয় উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বিসিকের অর্জনসমূহ	০-০
১০.১	ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) পণ্য	০
১০.২	চামড়া সংরক্ষণে বিসিকের কার্যক্রম	০
১০.৩	উদ্ভাবনী কার্যক্রম	০
১০.৪	গবেষণা কার্যক্রম	০
১০.৫	বিসিকের আর্থিক অনুদান তহবিল হতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আর্থিক অনুদান মঞ্জুর	০
১০.৬	জীবন বীমা কর্পোরেশনকে গোষ্ঠীবীমা চুক্তির প্রিমিয়াম প্রদান ও বীমাদাবীর অর্থ আদায়	
১০.৭	২০২২-২৩ অর্থবছরে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের মধ্যে এপিএ'তে বিসিকের ৩য় স্থান অর্জন	০
	একাদশ অধ্যায় : বিসিকের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা ও চ্যালেঞ্জসমূহ	০-০
১১.১	পদ্মা সেতুকেন্দ্রিক বিসিকের টেকসই শিল্পায়নের উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা	০
১১.২	বিসিকের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা	০
১১.৩	বিসিকের চ্যালেঞ্জসমূহ	০
১১.৪	সুপারিশসমূহ	০
১১.৫	উপসংহার	০
পরিশিষ্ট-ক	বিসিক পরিচালনা পর্ষদ	০

বিসিক পরিচিতি

প্রথম অধ্যায়

বিসিক পরিচিতি

১.১ পটভূমি

তৃণমূল পর্যায়ে শ্রমঘন শিল্পায়নের ধারা বেগবান করা এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত স্বপ্নের সোনার বাংলা গঠনের লক্ষ্যে ১৯৫৭ সালে East Pakistan Small and Cottage Industries Corporation (EPSCIC) Act. XVII of 1957-এর মাধ্যমে ইপসিক প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতা-উত্তরকালে (১৯৭২ সালে) প্রতিষ্ঠানটি রাষ্ট্রপতির Order No. 156 (2nd Amendment)-এর মাধ্যমে EPSCIC-এর উত্তরসূরী হিসেবে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) নামে আত্মপ্রকাশ করে। বিসিক দেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারি খাতের মুখ্য প্রতিষ্ঠান। বিসিক সরকারি সিদ্ধান্তের আলোকে উন্নয়নমুখী ও জনকল্যাণমুখী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। বিসিকের উদ্যোগে সারা দেশে নতুন নতুন শিল্প গড়ে উঠেছে এবং জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১.২ রূপকল্প (Vision)

শিল্পসমৃদ্ধ উন্নত বাংলাদেশ গঠনে পরিবেশবান্ধব শিল্পায়ন।

১.৩ অভিলক্ষ্য (Mission)

বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় সক্ষম শিল্পের বিকাশ, দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য নিরসন।

১.৪ মূল উদ্দেশ্য

- শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি ও দেশের শিল্পায়নে অবদান রাখা;
- কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
- দারিদ্র্য দূরীকরণ;
- শিল্পায়নের মাধ্যমে ভারসাম্যপূর্ণ আঞ্চলিক উন্নয়ন;
- দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন।

১.৫ বিসিকের কর্মকাণ্ড

১.৬ বিসিকের কার্যক্রম

কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি (সিএমএসএমই) শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য বিসিক কর্তৃক প্রধানত নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়:

১.৬.১ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম

- কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপনে বিনিয়োগপূর্ব, বিনিয়োগকালীন ও বিনিয়োগোত্তর সেবা প্রদান;
- পরিবেশবান্ধব ও স্থায়ী অবকাঠামো বিশিষ্ট (রাস্তা, পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস ইত্যাদি সুবিধা সংবলিত) শিল্পনগরী ও শিল্পপার্ক স্থাপন এবং বেসরকারি শিল্পোদ্যোক্তাদের শিল্প স্থাপনের জন্য প্লট বরাদ্দ প্রদান;
- উদ্যোক্তাদের শিল্প স্থাপন উপযোগী প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন ও মূল্যায়ন, প্রজেক্ট প্রোফাইল প্রণয়ন, উন্নতমানের নকশা উদ্ভাবন ও বিতরণ;
- কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি (সিএমএসএমই) শিল্প ইউনিট স্থাপন, পণ্য উৎপাদন, মানোন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে কারিগরি ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান;
- কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি (সিএমএসএমই) শিল্প খাতের উপযোগী যথাযথ প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত তথ্য সংগ্রহ ও বিতরণ, বিশেষত বিনিয়োগ, উৎপাদন ও বিপণন সংক্রান্ত ধারণা প্রদান করা;
- দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান;
- শিল্পোদ্যোক্তা সৃষ্টিসহ কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি (সিএমএসএমই) শিল্পের পণ্য বিপণনের লক্ষ্যে মেলা, সেমিনার, কর্মশালা ও ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মেলন আয়োজন;
- বিসিকের নিজস্ব ঋণ কর্মসূচি ও সরকার ঘোষিত বিভিন্ন প্রণোদনাসহ বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের ঋণ ব্যবস্থাকরণ ও বিতরণে সহায়তাকরণ;
- ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণা সমীক্ষা এবং জরিপ ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা;
- উন্নত পদ্ধতি ও প্রযুক্তিনির্ভর লবণ উৎপাদনে লবণচাষিদের উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রশিক্ষণ প্রদান;
- বৃহৎ শিল্পের খুচরা যন্ত্রপাতি উৎপাদনকারী সাব-কন্ট্রাক্টিং ইউনিট তালিকাভুক্তিকরণ এবং বৃহৎ শিল্পের সাথে তালিকাভুক্ত ইউনিটের সাব-কন্ট্রাক্টিং সংযোগ স্থাপন;
- শিল্পপ্লটের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে খালি/অব্যবহৃত প্লট বরাদ্দের নিমিত্ত পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ, প্লট বরাদ্দ কমিটির সভা আয়োজন, রুগ্ন/বন্ধ প্লটের বরাদ্দ বাতিলকরণ ও সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তার অনুকূলে প্লট বরাদ্দকরণ।

১.৬.২ নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম

- ক্ষুদ্র, কুটির, মাইক্রো ও মাঝারি শিল্পের নিবন্ধন প্রদান;
- কর, শুল্ক, কর অবকাশ ইত্যাদি মওকুফ বিষয়ে সুপারিশ প্রদান;
- শিল্পের কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রী আমদানি/রপ্তানির সুপারিশ প্রদান;
- আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন শিল্পের রেজিস্ট্রেশন প্রদান;
- সাব-কন্ট্রাকটিং সংযোগ স্থাপন।

১.৬.৩ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)'র আওতায় উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন

দেশের জাতীয় পরিকল্পনায় কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি (সিএমএসএমই) শিল্পখাতের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিসিক আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বিসিক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে।

বিসিকের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এডিপিভুক্ত বাস্তবায়নাধীন ছিল এমন ১০টি প্রকল্প:

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বিসিকের এডিপিভুক্ত ১০টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল যার মধ্যে ৩টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পগুলো হলো ১) বিসিক শিল্পপার্ক, সিরাজগঞ্জ; ২) বিসিক শিল্পনগরী, রাউজান, চট্টগ্রাম ও ৩) বরিশাল বিসিক শিল্পনগরীর অনুন্নত এলাকা উন্নয়ন এবং উন্নত এলাকার অবকাঠামো মেরামত ও পুনর্নির্মাণ।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.	**প্রকল্পের নাম**	**মেয়াদকাল**	**মোট প্রকল্প ব্যয় (প্রকল্প সাহায্য)**
০১.	বিসিক শিল্পপার্ক, সিরাজগঞ্জ (৩য় সংশোধিত)	জুলাই ২০১০ - জুন ২০২৪	৭১,৯২১.৪৫
০২.	বিসিক শিল্পপার্ক, টাঙ্গাইল (২য় সংশোধিত)	জুলাই ২০১৫ - জুন ২০২৫	৩৪,৫৪৭.০০
০৩.	বিসিক প্লাস্টিক শিল্পনগরী, মুন্সীগঞ্জ (২য় সংশোধিত)	জুলাই ২০১৫ - ডিসেম্বর ২০২৫	৫০,৯০০.০০
০৪.	Poverty Reduction through Integrated & Sustainable Markets (PRISM)	জানুয়ারি ২০১৫ - ডিসেম্বর'২৪	৩২,৪৯০.০০ (জিওবি ২,৪৯০.০০) (প্রকল্প সাহায্য (৩০,০০০.০০)
০৫.	বিসিক মুদ্রণ শিল্পনগরী, মুন্সীগঞ্জ (১ম সংশোধিত)	জানুয়ারি ২০১৬ - ডিসেম্বর'২৪	২৬,৪৫৫.০০
০৬.	বিসিক শিল্পনগরী, রাউজান, চট্টগ্রাম (১ম সংশোধিত)	জুলাই ২০১৬ - জুন ২০২৩	৯,৩৬৬.০০
০৭.	বরিশাল বিসিক শিল্পনগরীর অনুন্নত এলাকা উন্নয়ন এবং উন্নত এলাকার অবকাঠামো মেরামত ও পুনর্নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	জানুয়ারি ২০১৭ - জুন ২০২৪	৭,১৫৪.০০
০৮.	বিসিক কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, মুন্সীগঞ্জ	জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২৫	১,৪৫,৪৮০.০০
০৯.	বিসিকের ৮টি শিল্পনগরী মেরামত ও পুনর্নির্মাণ	জানুয়ারি ২০২০ - জুন ২০২৪	৮,১৪২.০০
১০.	বিসিক খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পনগরী, ঠাকুরগাঁও	জুলাই ২০২১ - জুন ২০২৬	৯,৮৬১.০০

" ক্ষুদ্র শিল্প ক্ষুদ্র নয়, দিনে দিনে বড় হয় "

জনবল ও
প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

দ্বিতীয় অধ্যায়

জনবল ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

২.১ জনবল কাঠামো

উন্নয়ন প্রকল্প ব্যতীত বিসিকের সামগ্রিক কার্যক্রম রাজস্ব বাজেটের আওতায় পরিচালিত হয়ে থাকে। রাজস্ব বাজেটে অনুমোদিত জনবলের সংখ্যা হচ্ছে ২৪২১ জন। তন্মধ্যে কর্মকর্তা ৯৪৫ জন এবং কর্মচারী ১৪৭৬ জন। বর্তমানে ৬২৬ জন কর্মকর্তা ও ৮৫৭ জন কর্মচারীসহ মোট ১৪৮৩ জন কর্মরত আছেন। জনবলের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, বিভিন্ন প্রকার দেনা-পাওনা সম্পর্কিত প্রশাসনিক অনুমোদন, গ্রেডেশন তালিকা প্রণয়ন, সংস্থাপন প্রতিবেদন, জনবলের ডাটাবেজকরণ ইত্যাদি কার্যাদি পরিচালক (প্রশাসন), বিসিকের নিয়ন্ত্রণাধীন কর্মীব্যবস্থাপনা শাখার মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়ে থাকে।

ক্র.	বিবরণ	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট
১.	অনুমোদিত জনবল	৯৪৫	১৪৭৬	২৪২১
২.	বিদ্যমান জনবল	৬২৬	৮৫৭	১৪৮৩
৩.	শূন্যপদ	৩১৯	৬১৯	৯৩৮

- বিদ্যমান কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীর মধ্যে ১২১৮ জন পুরুষ এবং ২৬৫ জন নারী;
- মোট শূন্য পদ ৯৩৮টি। এর মধ্যে প্রকৃত পূরণযোগ্য শূন্যপদ ৮০৫টি (৬১১টি সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণযোগ্য ও ১৯৪টি পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য);
- অপূরণযোগ্য শূন্যপদ ১৩৩টি (১০% সংরক্ষণ হিসেবে ৩২টি, প্রবিধানমালায় অন্তর্ভুক্ত নেই ৬২টি ও অস্থায়ী পদোন্নতিযোগ্য শূন্য পদ ৩৯টি);
- বিসিক কর্তৃক ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ১৯৬ জনকে নিয়োগ ও ১২৪ জনকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

২.২ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

বিসিক সারাদেশে মোট ১৯০টি কার্যালয়ের মাধ্যমে কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের (সিএমএসএমই) উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। নিম্নে কার্যালয়সমূহের বিবরণ দেয়া হলো :

ক্র.	কার্যালয়ের নাম	সংখ্যা
১.	প্রধান কার্যালয়	১টি
২.	আঞ্চলিক কার্যালয়	৪টি
৩.	জেলা কার্যালয়	৬৪টি
৪.	শিল্পনগরী কার্যালয়	৮২টি
৫.	লবণ শিল্পের উন্নয়ন কার্যালয়, বিসিক, কক্সবাজার	১টি
৬.	বিসিক লবণ কেন্দ্র, কক্সবাজার	১২টি
৭.	প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান :	
	ক) বিসিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা	১টি
	খ) নকশা কেন্দ্র	১টি
	গ) দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	১৫টি
	ঘ) মৌচাষে কারিগরি সহায়তা প্রদান ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	৬টি
	ঙ) সিআইডিপি (বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি)	৩টি
	মোট	**১৯০টি**

বিসিকের সম্পাদিত কার্যক্রম

তৃতীয় অধ্যায়

বিসিকের সম্পাদিত কার্যক্রম

৩.১ বিসিকের কার্যক্রম

বিসিক সারাদেশে ১৯০টি কার্যালয়ের মাধ্যমে শিল্পোন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বিসিক উদ্যোক্তা চিহ্নিতকরণ থেকে শুরু করে পণ্য বিপণন পর্যন্ত উদ্যোক্তাদের সেবা প্রদান করে থাকে। বিসিকের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রমের অগ্রগতি নিম্নরূপ:

ক্র.	কর্মকাণ্ডের নাম			বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা	বছরের ক্রমপুঞ্জিত	
					অগ্রগতি	অগ্রগতির হার
০১	০২			০৩	০৫	০৬
০১	শিল্পোদ্যোক্তা চিহ্নিতকরণ		মাঝারী শিল্প	৪৩৬০	২৬৯৭	৬২%
			ক্ষুদ্র শিল্প	১০৩২০	৯১৮৪	৯১%
			কুটির শিল্প	১৩০৮০	১৪০০৪	১০০%
০২	ক) শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ *		ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন	১০১৫০	১০৩৭৪	১০০%
			দক্ষতা উন্নয়ন	৭০২৫	৭৬৬২	১০০%
	খ) কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রশিক্ষণ		-	৮৭৫	১২৮৪	১০০%
০৩	প্রজেক্ট প্রোফাইল প্রণয়ন (নতুন)		মাঝারী শিল্প	২০	১৮	৯০%
			ক্ষুদ্র শিল্প	২২৬	২৪৯	১০০%
০৪	প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন ও মূল্যায়ন		মাঝারী শিল্প	৬৮	৪৯	৭২%
			ক্ষুদ্র শিল্প	২২৮০	২৩৭৫	১০০%
			কুটির শিল্প	৫৮১০	৬০৭৩	১০০%
০৫	ঋণ-ব্যবস্থাকরণ/সহায়তাকরণ	মাঝারী শিল্প	নতুন	৩৪	২১	৬২%
			বিদ্যমান	৩৪	১৪	৪১%
		ক্ষুদ্র শিল্প	নতুন	৯২২	১১০৮	১০০%
			বিদ্যমান	১০৬০	১১৬৪	১০০%
		কুটির শিল্প	নতুন	২৩৬০	২৬২১	১০০%
			বিদ্যমান	২৫১০	২৮২৬	১০০%
০৬	উদ্যোক্তার নিজস্ব বিনিয়োগে শিল্প স্থাপন		মাঝারী শিল্প	৫০	৩৬	৭২%
			ক্ষুদ্র শিল্প	৯৬৮	১০৭৩	১০০%
			কুটির শিল্প	১৮৪০	২০১০	১০০%
০৭	প্রকল্প নিবন্ধীকরণ		মাঝারী শিল্প	১৪০	৪৮	৩৪%
			ক্ষুদ্র শিল্প	৬৪৮০	১৬৪৯	২৫%
			কুটির শিল্প	৮৫২০	৪২৩৭	৫০%
০৮	ক) ঋণ বিতরণকৃত প্রকল্পের বাস্তবায়ন তদারকিকরণ		ক্ষুদ্র শিল্প	২০৩০	২৩৬৪	১০০%
			কুটির শিল্প	৫৩২০	৫৭০৬	১০০%
	খ) ঋণ আদায়ের জন্য শিল্প ইউনিট পরিদর্শন		ক্ষুদ্র শিল্প	৬১৫০	৬৪১৭	১০০%
			কুটির শিল্প	১৫৮২০	১৬২৫৪	১০০%
০৯	পণ্যের শুল্ক রেয়াত সুবিধা প্রদান		ইউনিট সংখ্যা	১১০	২৩	২১%
			আমদানি স্বত্ব (কোটি টাকায়)	৩০০.০০	১১৮.৮৫	৪০%
১০	নকশা নমুনা উন্নয়ন ও বিতরণ		উন্নয়ন	৪০০	২১৮	৫৪%
			বিতরণ	২৫১০	২৬৮২	১০০%
১১	কারিগরী তথ্য সংগ্রহ ও বিতরণ		সংগ্রহ	৬২	২০	৩২%
			বিতরণ	১০৭২	১০৮২	১০০%
১২	সাব-সেক্টর স্ট্যাডি প্রণয়ন ও প্রকাশ			৪৬	৪৪	৯৬%

ক্র.	কর্মকাণ্ডের নাম			বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা	বছরের ক্রমপুঞ্জিত	
					অগ্রগতি	অগ্রগতির হার
১৩.	বিপণন সমীক্ষা প্রণয়ন/বিপণন সম্ভাব্যতা প্রতিবেদন প্রণয়ন			২২৫	২২১	৯৮%
১৪.	ক) মেলা আয়োজন/অনলাইন মেলা আয়োজন			৩২	৩২	১০০%
	খ) মেলায় অংশগ্রহণ (দেশে/বিদেশে)			৭৫	২৩	৩১%
১৫.	বার্ষিক প্রতিবেদন/নকশা ও বিপণন সংক্রান্ত পুস্তিকা/প্রযুক্তি বার্তা প্রণয়ন ও প্রকাশ (সংখ্যা)			১০	৮	৮০%
১৬.	সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন			১৪	১৫	১০০%
১৭.	কোর্স মূল্যায়ন			৫০	৫০	১০০%
১৮.	গবেষণা কার্যক্রম			২	-	০%
১৯.	ক) সাব-কন্ট্রাক্টিং ইউনিট তালিকাভুক্তিকরণ			৫৫	৫৫	১০০%
	খ) সাব-কন্ট্রাক্টিং সংযোগ স্থাপন			৬৬	৬৬	১০০%
	গ) পণ্য সরবরাহের পরিমাণ (কোটি টাকায়)			১৫.০০	১৫.০০	১০০%
২০.	ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মেলন আয়োজন			৪	-	০%
২১.	লবণ উৎপাদন (লক্ষ মেট্রিক টন) *			১৬.৫০	২৪.৩৮	১০০%
২২.	মধু উৎপাদন (মেট্রিক টন)			৭০০০.০০	৭৪৪৯.৪০	১০০%
২৩.	বিসিক কর্তৃক সরাসরি ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকায়)			২৩৮৫.০০	১৭৩০.৪০	৭৩%
২৪.	নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ			১২৬	১৭	১৩%
২৫.	কর্ম-সংস্থান সৃষ্টি	মাঝারী শিল্প	ঋণের মাধ্যমে	৫৪৪০	৩৯৬৯	৭৮%
			উদ্যোক্তার নিজস্ব বিনিয়োগে	৮০০০	৪৭০৩	৬৩%
			মোট মাঝারী শিল্প	১৩৪৪০	**৮৬৭২**	৬৯%
		ক্ষুদ্র শিল্প	ঋণের মাধ্যমে	২৩০৫০	১৮২৭৭	৭৯%
			উদ্যোক্তার নিজস্ব বিনিয়োগে	১৪৫২০	১৫৭৯৭	১০০%
			মোট ক্ষুদ্র শিল্প	**৩৭৫৭০**	**৩৪০৭৪**	৯১%
		কুটির শিল্প	ঋণের মাধ্যমে	৪৭২০	৯০৩৩	১০০%
			উদ্যোক্তার নিজস্ব বিনিয়োগে	৩৬৮০	৬৩৩৫	১০০%
			মোট কুটির শিল্প	**৮৪০০**	**১৫৩৬৮**	**১০০%**
		মোট মাঝারী, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প		**৫৯৪১০**	**৫৮১১৪**	**৯৮%**

মন্তব্য : কোর্স মূল্যায়ন প্রশিক্ষণ কোর্সের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

৩.২ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়ন

- প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর থেকে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) কার্যক্রম শুরু হয়। এই কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বছরভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক সিনিয়র সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে বিসিক চেয়ারম্যানের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত হয়।

- ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বিসিকের স্ব-মূল্যায়িত এপিএ'তে অর্জিত নম্বর ৯৯.৮৭, যেখানে কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রের ৭০ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত নম্বর ৭০ এবং সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রের ৩০ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত নম্বর ২৯.৮৭।

৩.৩ লবণ শিল্পের উন্নয়ন

আয়োডিনযুক্ত লবণ আইন, ২০২১ এবং জাতীয় লবণনীতি, ২০২২ অনুযায়ী শিল্প মন্ত্রণালয়ের দিকনির্দেশনায় বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) লবণ শিল্পের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকে। লবণ মাঠ পর্যায়ে লবণ উৎপাদন, লবণ মিল পর্যায়ে লবণ প্রক্রিয়াজাত ও আয়োডিনযুক্তকরণ এবং বিক্রেতা ও ভোক্তা পর্যায়ে লবণ সরবরাহে বিসিক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

৩.৩.১ লবণ উৎপাদন

বিসিকের মাধ্যমে ১৯৬১ সাল থেকে দেশে পরিকল্পিতভাবে লবণ উৎপাদন কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে কক্সবাজারে অবস্থিত বিসিকের লবণ শিল্পের উন্নয়ন কর্মসূচি কার্যালয়ের আওতাধীন ১২টি লবণ কেন্দ্রের মাধ্যমে কক্সবাজার জেলার সকল উপজেলায় এবং চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে লবণ চাষের জন্য লবণ চাষিদের প্রশিক্ষণ, ঋণ প্রদান এবং প্রযুক্তি সম্প্রসারণসহ সার্বিক সহায়তা প্রদান করা হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের লবণ মৌসুমে লবণ উৎপাদন হয় **২৪ লক্ষ ৩৭ হাজার ৮৯০ মে.টন।** যা বিগত ৬৩ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ উৎপাদন।

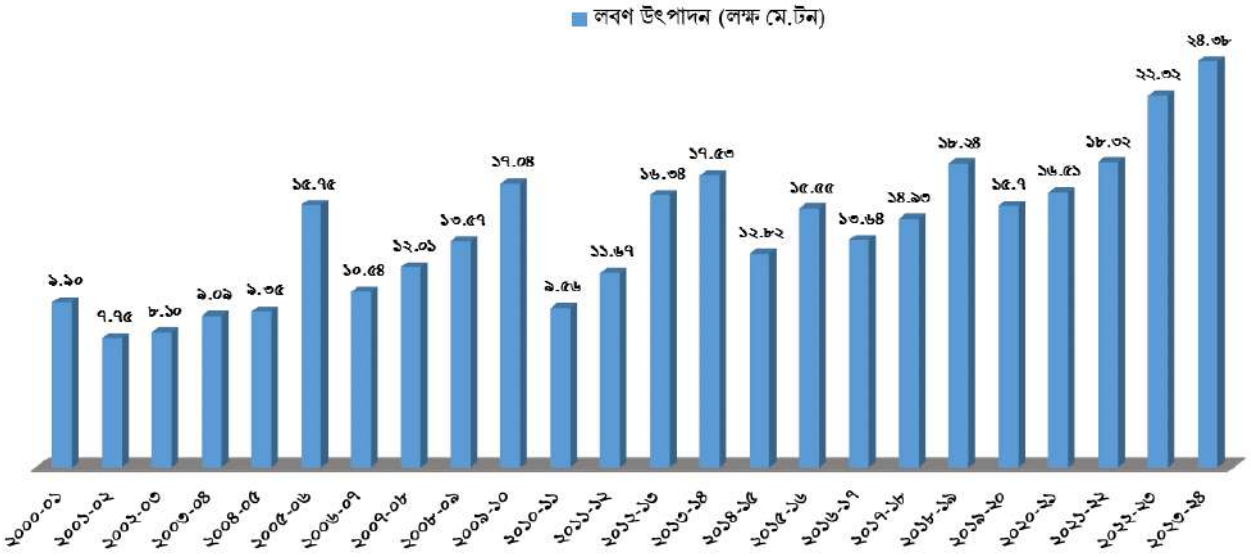

বছরভিত্তিক লবণ উৎপাদনের চিত্র

৩.৩.২ সর্বজনীন আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন কার্যক্রম

আয়োডিন একটি অত্যাবশ্যকীয় অনুপুষ্টি। মানুষের স্বাভাবিক, মানসিক ও শারীরিক বৃদ্ধির জন্য আয়োডিন অপরিহার্য। দেশে অনুপুষ্টির অভাবজনিত সমস্যাগুলোর মধ্যে আয়োডিন ঘাটতিজনিত সমস্যা অন্যতম। আয়োডিনের অভাবজনিত সমস্যা নিরসনকল্পে বিসিকের মাধ্যমে ১৯৯০ সাল হতে দেশে সর্বজনীন আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিসিক আয়োডিনযুক্ত লবণ আইন, ২০২১ অনুযায়ী ভোজ্য লবণ উৎপাদনকারী লবণ মিলসমূহকে নিবন্ধন প্রদান, পটাশিয়াম আয়োডেট ও আয়োডিনযুক্তকরণ মেশিন সরবরাহ, কারিগরি সহায়তা এবং মাননিয়ন্ত্রণ বিষয়ে প্রশিক্ষণসহ সার্বিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। এছাড়াও ভোক্তা পর্যায়ে আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্যবহারে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এ কার্যক্রমের ফলে বর্তমানে দৃশ্যমান গলগন্ড নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে। দেশে আয়োডিনযুক্ত লবণ উপাদন কার্যক্রম শুরুর দিকে অর্থাৎ ১৯৯৩ সালে আয়োডিনের অভাবজনিত সমস্যার হার ছিল ৬৮.৯০% যা বিসিকের কার্যক্রমের ফলে ২০১৯-২০২০ এ কমে দাঁড়িয়েছে ২৪.৬%-তে।

৩.৪ মৌমাছি পালন কর্মসূচি

বিসিক মৌমাছি পালন কর্মসূচি নামক স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় উদ্যোক্তাদের আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মৌচাষ ও মধু উৎপাদনের ওপর প্রশিক্ষণ ও সহায়তা প্রদান করে। মৌমাছি পালন কর্মসূচি দারিদ্র্য বিমোচনের পাশাপাশি মৌমাছির সহায়তায় ভালোভাবে পরাগায়নের মাধ্যমে শস্য/ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সহায়ক। বিসিকের উন্নয়ন বিভাগ ৬টি মৌমাছি উৎপাদন-কাম-প্রদর্শনী কেন্দ্র ও ৬৪ জেলায় স্থাপিত বিসিক জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে মৌ পালন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বিসিক কর্তৃক ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ৪৩৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে ৭৪৪৯.৪০ মে. টন মধু উৎপাদিত হয়েছে যার আনুমানিক বাজারমূল্য ২৯৭ কোটি ৯৭ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা (কেজিপ্রতি ৪০০ টাকা দরে)।

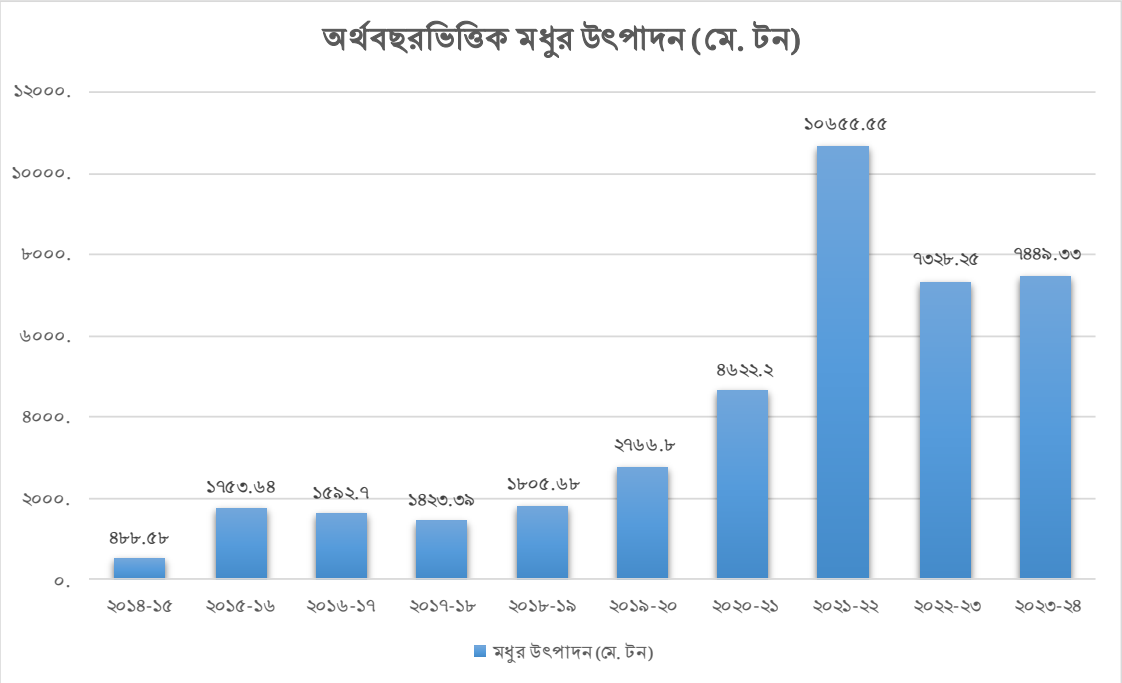

বিসিকের দিনাজপুর মৌমাছি পালন কেন্দ্রের সরিষা ফুলের মধু উৎপাদন কার্যক্রমের স্থিরচিত্র

৩.৫ প্রযুক্তি বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

বিসিক প্রযুক্তি বিভাগ দেশের বিভিন্ন জেলায় দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজনের মাধ্যমে শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মপোযোগী দক্ষ ও প্রশিক্ষিত কর্মী তৈরির মাধ্যমে দেশে কর্মসংস্থানের নিত্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি করে যাচ্ছে। এছাড়া কারিগরি তথ্য সংগ্রহ এবং তথ্য বিতরণসহ সাব-কন্ট্রাক্টিং বিষয়ক সেমিনার আয়োজনের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের মধ্যে সচেতনতা তৈরির পাশাপাশি দেশের কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের (সিএমএসএমই) উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও উন্নয়নে অবদান রাখছে।

ক্র.	বিষয়	২০২৩-২০২৪ অর্থবছর	
		লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
১.	প্রযুক্তি বিভাগে আওতাধীন ১৫টি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক প্রশিক্ষণ প্রদান	৩৯৮০ জন	৩৪৭৯ জন
২.	স্বল্প মেয়াদী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	৭৫০ জন	৭৫০ জন
৩.	কারিগরি তথ্য সংগ্রহ	৬২টি	২০টি
৪.	কারিগরি তথ্য বিতরণ	১০৭২টি	১০৮২টি

৩.৫.১ সাবকন্ট্রাক্টিং লিংকেজ স্থাপন

বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের কারখানায় উৎপাদন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে প্রতিবছর প্রচুর পরিমাণ খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয় করে। এ সমস্ত যন্ত্রাংশ দরপত্রের মাধ্যমে ঠিকাদার/সরবরাহকারীদের নিকট থেকে ক্রয় করে। মধ্যস্বত্বভোগী সরবরাহকারীরা কার্যাদেশপ্রাপ্ত যন্ত্রাংশের অধিকাংশ বিদেশ থেকে আমদানি করে এবং স্বল্প পরিমাণ স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করে ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করে থাকে। এ মধ্যস্বত্বভোগী নামের সরবরাহকারীকে পরিহার করে স্থানীয় ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে সীমিত দরপত্র ও সরাসরি দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ ক্রয় করতে পারে সে লক্ষ্যে সরকার ১৯৮৯ সালে সাবকন্ট্রাক্টিং বিধিমালা প্রণয়ন করে। উক্ত বিধিমালার আওতায় বিসিক বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের লিংকেজ স্থাপন করে থাকে।

ক্র.	বিষয়	২০২৩-২০২৪ অর্থবছর	
		লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
১.	সাব-কন্ট্রাক্টিং ইউনিট তালিকাভুক্তিকরণ	৫৫টি	৫৫টি
২.	সাব-কন্ট্রাক্টিং সংযোগ স্থাপন	৬৬টি	৬৭টি
৩.	পণ্য সরবরাহের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	১৫.০০	১৫.০০
৪.	ক্রয়কারী বৃহৎ শিল্পের সাথে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের সাবকন্ট্রান্টিং সংযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন শীর্ষক সেমিনার আয়োজন	৬টি	৬টি

৩.৬ নকশা কেন্দ্রের কার্যক্রম

ঐতিহ্যবাহী সর্বজন বিদিত পৃথিবী বিখ্যাত মসলিন, জামদানি ও অন্যান্য হস্তশিল্পজাত সামগ্রী প্রস্তুতকারী বাংলার কারুশিল্পীদের সমকালীন যুগের সাথে তাল মিলিয়ে পণ্যের মান অক্ষুন্ন রেখে বিলুপ্ত প্রায় কারুশিল্পকে পুনঃজীবিত করা এবং প্রাচীন গৌরবময় বিভিন্ন ধরনের ঐতিহ্যগত মাটির, কাঠের (দারুশিল্প), রেশম ও তাঁতের কাপড়সহ বিশ্ববাজারে সমাদৃত করে তোলার উদ্দেশ্যে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন কুটির শিল্পের গবেষণাকেন্দ্র হিসাবে 'নকশাকেন্দ্র' স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৫৯ সালে প্রকল্পটি অনুমোদন লাভ করে। অতঃপর প্রকল্পটিকে তৎকালীন সরকার আর্ট কলেজের সহযোগী

প্রতিষ্ঠান হিসাবে না করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থার তত্ত্বাবধানে ১৯৬০ সালে প্রখ্যাত শিল্পী পটুয়া কামরুল হাসানকে প্রধান নকশাবিদ করে বিসিক নকশা কেন্দ্রের কার্যক্রম শুরু করা হয়।

বিসিকের নকশা কেন্দ্র ক্ষুদ্র, কুটির, হস্ত ও কারুশিল্প পণ্যের নকশা-নমুনা উন্নয়ন ও গবেষণা কাজের দায়িত্বে নিয়োজিত একটি প্রতিষ্ঠান। এই কেন্দ্র বিভিন্ন শিল্প পণ্যের নকশা উদ্ভাবন ও নমুনা উন্নয়ন এবং উদ্ভাবিত নকশা ও নমুনা উদ্যোক্তাদের মধ্যে বিতরণের দায়িত্ব পালন করে আসছে। পাশাপাশি উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং তাদের উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মানোন্নয়নের জন্যও কেন্দ্র কাজ করছে।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বিসিকের নকশা কেন্দ্র কর্তৃক ২১৮টি নকশা-নমুনা উন্নয়ন করা হয়েছে এবং ২৬৮২টি নকশা-নমুনা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ৪৫০ জনকে কারুশিল্পের উপর বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ট্রেডসমূহ হচ্ছে- বাটিক প্রিন্ট, স্ক্রীণ প্রিন্ট, ব্লক প্রিন্ট, মৃৎ শিল্প, ধাতব, বাঁশ-বেত, চামড়াজাত শিল্প, বুনন শিল্প, কাপড়ের পুতুল, প্যাকেজিং শিল্প, কৃত্রিম ফুল, পাটজাত শিল্প ও ফ্যাশন ডিজাইন ও পোষাক তৈরি।

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের কারুশিল্পীদের উদ্ভাবিত শিল্পকর্ম জনসাধারণের মাঝে প্রচার ও নান্দনিক কারুপণ্য উদ্ভাবনে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে নকশা কেন্দ্র ১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে 'কারুশিল্পী পুরস্কার' প্রদান শুরু করে। শিল্পক্ষেত্রে এই স্বীকৃতি কারুশিল্পীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করে আসছে। শুরু থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত কারুশিল্পের বিভিন্ন শাখায় সর্বমোট ৩০৪ জন কারুশিল্পীকে 'কারুশিল্পী পুরস্কার' প্রদান করা হয়েছে।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কারুশিল্পীদের সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী দক্ষতার স্বীকৃতি স্বরূপ বিসিকের পরিচালক (বিপণন, নকশা ও কারুশিল্প)-এর নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদের শিক্ষক, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, বাংলা ক্রাফট, বাংলাদেশ জাতীয় কারুশিল্প পরিষদের হস্ত ও কারুশিল্পে পান্ডিত্যধারী ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত বিচারকমন্ডলী ১১৫ জন কারুশিল্পীর মধ্য থেকে ৯ জনকে দক্ষ কারুশিল্পী "কারুগৌরব" এবং শ্রেষ্ঠ কারুশিল্পী "কারুরত্ন" হিসেবে ১ জনকে নির্বাচিত করেন। এসব কার্যক্রম দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য রক্ষণাবেক্ষণে ভূমিকা রাখবে।

৩.৭ বিপণন বিভাগের কার্যক্রম

দেশের কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের (সিএমএসএমই) উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের প্রচার-প্রসার ও বাজারজাতকরণে সহায়তার জন্য বিসিকের বিপণন বিভাগের মাধ্যমে দেশব্যাপী মেলা আয়োজন, প্রদর্শনী ও ক্রেতা বিক্রেতা সম্মিলন আয়োজন, দেশ ও বিদেশে আয়োজিত মেলা/প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ, বিদেশী মেলায় উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে শুল্ক-কর অব্যাহতি ও পণ্য প্রবেশাধিকার বিষয়ক সুপারিশসহ অন্যান্য সহায়তা প্রদান, বিসিক অনলাইন মার্কেট এবং ফেসবুক ভিত্তিক 'বিসিক উদ্যোক্তা পরিবার' নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পণ্যের বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদান, সম্ভাবনাময় পণ্যের ওপর বিপণন সমীক্ষা প্রণয়ন, দেশের ঐতিহ্যবাহী ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন পণ্যসমূহকে চিহ্নিত করে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য হিসেবে নিবন্ধন কার্যক্রম পরিচালনা, বিপণন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও প্রশিক্ষণের আয়োজন এবং বিপণন বিষয়ক বিভিন্ন পুস্তক-পুস্তিকা যেমন পণ্য ডাইরেক্টরি, ম্যানুয়াল প্রভৃতি প্রণয়ন করে থাকে। এছাড়াও বিসিক উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য অনলাইনের মাধ্যমে বাজারজাতকরণে সহায়তার জন্য বিসিক অনলাইন মার্কেটিং প্লাটফর্ম চালু করেছে। বিসিক অনলাইন মার্কেট প্ল্যাটফর্মে সহজেই নিজস্ব শপ খুলে উদ্যোক্তাগণ তাদের উৎপাদিত পণ্য অনলাইনে বিপণন করতে পারছেন।

গত ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বিসিক সারা দেশে ৩২টি মেলা আয়োজন করেছে ও ২৩টি মেলায় অংশগ্রহণ করেছে। উদ্যোক্তাদের শিল্প স্থাপন ও বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তার জন্য বিপণন বিভাগ হতে সম্ভাবনাময় সিএমএসএমই পণ্যের ওপর বিপণন সমীক্ষা/সম্ভাব্যতা প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। বিসিকের বিপণন বিভাগ কর্তৃক গত ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ২২১টি বিপণন সমীক্ষা/সম্ভাব্যতা প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

এছাড়াও ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) পণ্যসমূহ আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের মৌলিকতা, গুণগত মান, উৎপত্তিস্থল, সঠিক মূল্য প্রভৃতি বিষয়ে প্রতিযোগী পণ্যসমূহের তুলনায় অধিক সুরক্ষা ও সুবিধা লাভ করে থাকে। এসকল পণ্য চিহ্নিতকরণ ও নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পাদনের জন্য বিপণন বিভাগ কাজ করে থাকে।

বিসিকের উদ্যোগ ও আবেদনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী জামদানি (২০১৬), রংপুরের শতরঞ্জি (২০২১) ও বাংলাদেশের শীতলপাটি (২০২৩) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য হিসেবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির সনদ লাভ করেছে।

৩.৮ বিসিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিটিআই)-এর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দক্ষতা ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের নিমিত্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বিসিকের আওতাধীন একটি বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ায় বিসিক "ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (স্কিটি)" প্রকল্প গ্রহণ করে। এই প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয় জানুয়ারি ১৯৮৫ সাল থেকে। পরবর্তীতে ০১-০৭-২০০০ তারিখে প্রকল্পটি জনবলসহ রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত হয় যা বর্তমানে বিসিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিটিআই) হিসেবে পরিচিত।

বেসরকারী খাতের শিল্পোদ্যোক্তাদের ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ও কুটির খাতে সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারী সংগঠনসমূহে নিয়োজিত জনশক্তির ব্যবস্থাপনা দক্ষতা উন্নয়ন; ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্প খাতের শিল্পোদ্যোক্তা ও শিল্প সম্প্রসারণ উন্নয়ন, বিসিকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ব্যবস্থাপনা দক্ষতা উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উন্নয়ন গবেষণা ও পরামর্শ কর্মসূচি; প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালা বিষয়ে সহযোগিতামূলক কর্মসূচি আয়োজনের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিসিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিটিআই) কাজ করে যাচ্ছে।

গত ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বিসিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিটিআই) কর্তৃক শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়ন, সাধারণ ব্যবস্থাপনা, শিল্প ব্যবস্থাপনা, অর্থ ব্যবস্থাপনা, বিপণন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত মোট ৫০টি কোর্স আয়োজনের মাধ্যমে ১২৫০ জনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৩৪৫ জনকে ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

৩.৯ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান) কুটির ও গ্রামীণ শিল্পের উন্নয়ন

বিসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের কুটির ও গ্রামীণ শিল্পের উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং আয়ের সংস্থানের ব্যবস্থা করে আসছে। এই কর্মসূচির আওতায় তাদের উৎপাদিত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প পণ্যের বিপণন সহায়তা প্রদানসহ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উদ্যোক্তা সৃষ্টি, তাদেরকে উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রদান, যন্ত্রপাতি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির ব্যবস্থা করে থাকে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে পার্বত্য অঞ্চলের ৩ জেলায় তাঁতবস্ত্র বুনন, পোশাক সেলাই, কাঠের কাজ, বাঁশ ও বেত, বাটিক ছাপা, কম্পিউটার অফিস এপ্লিকেশন এন্ড ইন্টারনেট ব্রাউজিং এবং ব্লক বিষয়ে ৪৮০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

গত ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সিআইডিপি, বিসিক, রাঙ্গামাটি কার্যালয়ে আয়োজিত ০৩ মাসব্যাপী সেলাই প্রশিক্ষণ কোর্স এবং সিআইডিপি, বিসিক, বান্দরবান কার্যালয়ে আয়োজিত ০৬ মাসব্যাপী কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্সের স্থিরচিত্র

অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম

চতুর্থ অধ্যায়

অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম

৪.১ বিসিক শিল্পনগরী স্থাপন ও উন্নয়ন কার্যক্রম

বিসিক ১৯৬০ সাল থেকে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে শিল্প কারখানা স্থাপনে সহায়তা করার লক্ষ্যে শিল্পনগরী স্থাপন কার্যক্রম শুরু করে। এর ফলে উদ্যোক্তারা অবকাঠামো সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে সহজেই শিল্প স্থাপনে সুযোগ পেয়ে থাকেন। বিসিক প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত সময়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৮২টি শিল্পনগরী বাস্তবায়ন করেছে। এসব শিল্পনগরীতে মোট ১২,৩৬০টি প্লট আছে। এর মধ্যে ১১,২৭১টি প্লট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ৬,২০০টি শিল্প ইউনিট স্থাপিত হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে নতুন আরো ৩টি শিল্পনগরী প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পগুলো হলো ১) বিসিক শিল্পপার্ক, সিরাজগঞ্জ; ২) বিসিক শিল্পনগরী, রাউজান, চট্টগ্রাম ও ৩) বরিশাল বিসিক শিল্পনগরীর অনুন্নত এলাকা উন্নয়ন এবং উন্নত এলাকার অবকাঠামো মেরামত ও পুনর্নির্মাণ।

৪.২ বিসিক শিল্পনগরীর সুবিধাদি

- শিল্পনগরীতে শিল্প স্থাপন উপযোগী শিল্প প্লট আগ্রহী উদ্যোক্তাদের মধ্যে বরাদ্দ প্রদান;
- শিল্প পরিচালনার জন্য অবকাঠামো সুবিধাদি অর্থাৎ বিদ্যুৎ, গ্যাস, ড্রেন, কালভার্ট, রাস্তাঘাট বিদ্যমান;
- অধিকাংশ শিল্পনগরী মহাসড়কগুলোর পার্শ্বে অবস্থিত হওয়ায় কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা বিদ্যমান;
- নারী উদ্যোক্তাদের নীতিমালা অনুযায়ী বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হয়;
- শিল্পনগরীতে স্থাপিত শিল্প ইউনিটসমূহ পরিচালনার জন্য বন্ধক রেখে ব্যাংক ঋণ প্রাপ্তির সুবিধা গ্রহণ করতে পারে।

বিসিকের বগুড়া শিল্পনগরীতে হালকা প্রকৌশল পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত শ্রমিকগণ

৪.৩ বিসিক শিল্পনগরীসমূহের প্লট সংক্রান্ত তথ্য

উদ্যোক্তাদের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনে অবকাঠামোগত সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিসিক কর্তৃক জুন ২০২৪ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৮২টি শিল্পনগরী স্থাপিত হয়েছে। ফলে উক্ত খাতে বিনিয়োগ, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে। শিল্পনগরীসমূহে স্থাপিত শিল্প ইউনিটগুলো পণ্য উৎপাদন এবং জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বিদ্যমান শিল্পনগরীসমূহের বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিম্নে দেওয়া হলো :

শিল্পনগরীর কার্যক্রমের অগ্রগতি (প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত)

অঞ্চলের নাম	শিল্পনগরীর সংখ্যা	শিল্প প্লটের সংখ্যা	বরাদ্দকৃত প্লটের সংখ্যা	অবরাদ্দকৃত প্লটের সংখ্যা	শিল্প ইউনিটের বিবরণ				কর্মসংস্থান		
					উৎপাদনরত	নির্মাণাধীন	রুগ্ন/বন্ধ	মোট শিল্প ইউনিট সংখ্যা	পুরুষ (জন)	মহিলা (জন)	মোট (জন)
১	২	৩ (৪+৫)	৪	৫	৬	৭	৮	৯ (৬+৭+৮)	১০	১১	১২
ঢাকা	২৭	৪৮৩৯	৪৩৩৭	৫০২	২১৮৬	৫২৫	১৫৮	২৮৬৯	১৯০৯৬৯	১৯২৪৪৬	৩৮৩৪১৫
চট্টগ্রাম	২৩	২৬৪৬	২৫৩৬	১১০	১০২২	২৮০	১২৬	১৪২৮	৭৬৬৫২	৯১৭৯৭	১৬৮৪৪৯
রাজশাহী	১৮	২৭৯০	২৫৪৯	২৪১	৯১৫	১০৭	৪২	১০৬৪	৩০৮৭২	১৪৮৩৮	৪৫৭১০
খুলনা	১৪	২০৮৫	১৮৪৯	২৩৬	৫৮১	২২৭	৩১	৮৩৯	২৩৬০৪	৮৫৯৮	৩২২০২
মোট	**৮২**	**১২৩৬০**	**১১২৭১**	**১০৮৯**	**৪৭০৪**	**১১৩৯**	**৩৫৭**	**৬২০০**	**৩২২০৯৭**	**৩০৭৬৭৯**	**৬২৯৭৭৬**

কুমিল্লা বিসিক শিল্পনগরীতে ওষুধ উৎপাদন কার্যক্রম

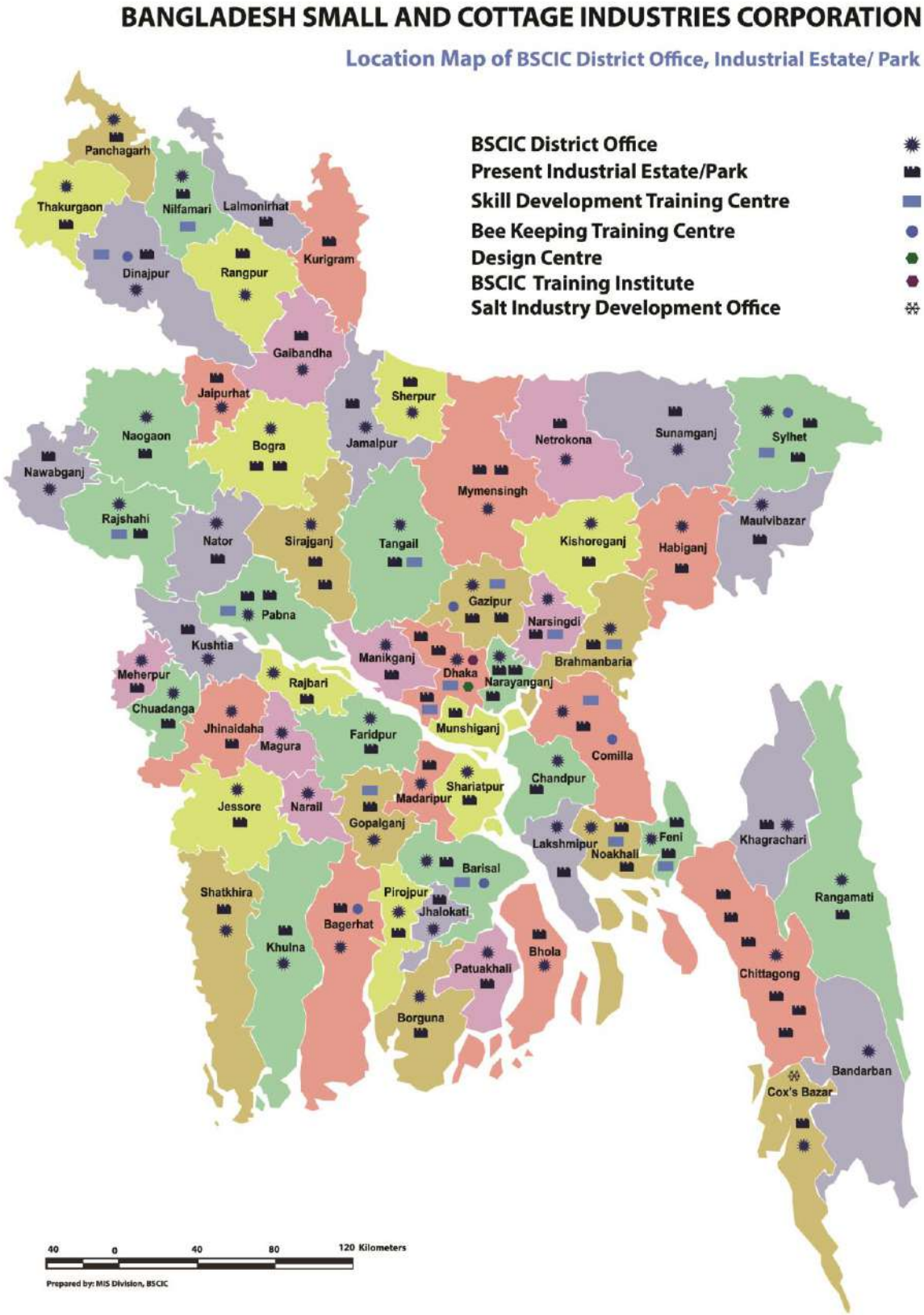

বিসিক শিল্পনগরীসমূহ ও অন্যান্য কার্যালয়ের অবস্থান

৪.৪ বিসিকের বাস্তবায়িত ৮২টি শিল্পনগরী

ক্র.	শিল্পনগরীর নাম	ক্র.	শিল্পনগরীর নাম	ক্র.	শিল্পনগরীর নাম
০১	বিসিক হোসিয়ারি শিল্পনগরী, নারায়ণগঞ্জ	২৯	বিসিক শিল্পনগরী, কালুরঘাট, চট্টগ্রাম	৫৬	বিসিক শিল্পনগরী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
০২	বিসিক শিল্পনগরী, জামদানি, নারায়ণগঞ্জ		বিসিক শিল্পনগরী, কালুরঘাট (সম্প্রসারণ), চট্টগ্রাম	৫৭	বিসিক শিল্পনগরী, পাবনা
০৩	বিসিক শিল্পনগরী, কাঁচপুর, নারায়ণগঞ্জ	৩০	বিসিক শিল্পনগরী, ফৌজদারহাট, চট্টগ্রাম		বিসিক শিল্পনগরী, পাবনা (সম্প্রসারণ)
০৪	বিসিক শিল্পনগরী, নরসিংদী			৫৮	বিসিক শিল্পনগরী, সিরাজগঞ্জ
০৫	বিসিক শিল্পনগরী, নরসিংদী (সম্প্রসারণ)	৩১	বিসিক শিল্পনগরী, ষোলশহর, চট্টগ্রাম		
০৬	বিসিক শিল্পনগরী, ময়মনসিংহ	৩২	বিসিক শিল্পনগরী, পটিয়া, চট্টগ্রাম	৫৯	বিসিক শিল্পনগরী, বগুড়া
	বিসিক শিল্পনগরী, ময়মনসিংহ (সম্প্রসারণ)	৩৩	বিসিক শিল্পনগরী, মীরসরাই, চট্টগ্রাম		বিসিক শিল্পনগরী, বগুড়া (সম্প্রসারণ)
০৭	বিসিক শিল্পনগরী, টাঙ্গাইল	৩৪	বিসিক শিল্পনগরী, নোয়াখালী	৬০	বিসিক শিল্পনগরী, জয়পুরহাট
০৮	বিসিক শিল্পনগরী, জামালপুর	৩৫	বিসিক শিল্পনগরী, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী	৬১	বিসিক শিল্পনগরী, রংপুর
০৯	বিসিক শিল্পনগরী, শেরপুর	৩৬	বিসিক শিল্পনগরী, চাড়িপুর, ফেনী	৬২	বিসিক শিল্পনগরী, গাইবান্ধা
১০	বিসিক শিল্পনগরী, কিশোরগঞ্জ	৩৭	বিসিক শিল্পনগরী, নিজকুঞ্জরা, ফেনী	৬৩	বিসিক শিল্পনগরী, কুড়িগ্রাম
১১	বিসিক শিল্পনগরী, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ	৩৮	বিসিক শিল্পনগরী, লক্ষীপুর		
১২	বিসিক শিল্পনগরী, নেত্রকোণা	৩৯	বিসিক শিল্পনগরী, কুমিল্লা	৬৪	বিসিক শিল্পনগরী, লালমনিরহাট
১৩	বিসিক শিল্পনগরী, ফরিদপুর	৪০	বিসিক শিল্পনগরী, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা	৬৫	বিসিক শিল্পনগরী, সৈয়দপুর, নীলফামারী
১৪	বিসিক শিল্পনগরী, রাজবাড়ী	৪১	বিসিক শিল্পনগরী, চাঁদপুর	৬৬	বিসিক শিল্পনগরী, দিনাজপুর
১৫	বিসিক শিল্পনগরী, মাদারীপুর	৪২	বিসিক শিল্পনগরী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৬৭	বিসিক শিল্পনগরী, ঠাকুরগাঁও
১৬	বিসিক শিল্পনগরী, মাদারীপুর (সম্প্রসারণ)	৪৩	বিসিক শিল্পনগরী, কক্সবাজার	৬৮	বিসিক শিল্পনগরী, পঞ্চগড়
১৭	বিসিক শিল্পনগরী, গোপালগঞ্জ	৪৪	বিসিক শিল্পনগরী, রাঙ্গামাটি	৬৯	বিসিক শিল্পনগরী, শিরোমনি, খুলনা
১৮	বিসিক শিল্পনগরী, গোপালগঞ্জ (সম্প্রসারণ)	৪৫	বিসিক শিল্পনগরী, খাগড়াছড়ি	৭০	বিসিক শিল্পনগরী, বাগেরহাট
১৯	বিসিক শিল্পনগরী, শরীয়তপুর	৪৬	বিসিক শিল্পনগরী, গোটাটিকর, সিলেট	৭১	বিসিক শিল্পনগরী, সাতক্ষীরা
২০	বিসিক শিল্পনগরী, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা	৪৭	বিসিক শিল্পনগরী, খাদিমনগর, সিলেট	৭২	বিসিক শিল্পনগরী, যশোর
২১	বিসিক শিল্পনগরী, ধামরাই, ঢাকা	৪৮	বিসিক শিল্পনগরী, হবিগঞ্জ	৭৩	বিসিক শিল্পনগরী, ঝিনাইদহ
	বিসিক শিল্পনগরী, ধামরাই (সম্প্রসারণ), ঢাকা	৪৯	বিসিক শিল্পনগরী, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার	৭৪	বিসিক শিল্পনগরী, কুষ্টিয়া
২২	বিসিক চামড়া শিল্পনগরী, সাভার			৭৫	বিসিক শিল্পনগরী, মেহেরপুর
২৩	বিসিক এপিআই শিল্পপার্ক, মুন্সীগঞ্জ	৫০	বিসিক শিল্পনগরী, মৌলভীবাজার	৭৬	বিসিক শিল্পনগরী, বরিশাল
২৪	বিসিক শিল্পনগরী, টঙ্গী, গাজীপুর	৫১	বিসিক শিল্পনগরী, সুনামগঞ্জ	৭৭	বিসিক শিল্পনগরী, স্বরূপকাঠি, পিরোজপুর
২৫	বিসিক শিল্পনগরী, কোনাবাড়ী, গাজীপুর	৫২	বিসিক শিল্পনগরী, রাজশাহী	৭৮	বিসিক শিল্পনগরী, পটুয়াখালী
২৬	বিসিক শিল্পনগরী, মুন্সীগঞ্জ	৫৩	বিসিক শিল্পনগরী, রাজশাহী-২	৭৯	বিসিক শিল্পনগরী, ভোলা
২৭	বিসিক বৈদ্যুতিক পণ্য উৎপাদন ও হালকা প্রকৌশল শিল্পনগরী, মুন্সীগঞ্জ	৫৪	বিসিক শিল্পনগরী, নাটোর	৮০	বিসিক শিল্পনগরী, ঝালকাঠি
				৮১	বিসিক শিল্পনগরী, বরগুনা
২৮	বিসিক শিল্পনগরী, মানিকগঞ্জ	৫৫	বিসিক শিল্পনগরী, নওগাঁ	৮২	বিসিক শিল্পনগরী, চুয়াডাঙ্গা

৪.৫ বিসিক শিল্পনগরীসমূহে উৎপাদিত উল্লেখযোগ্য পণ্য

বাংলাদেশে তৈরি পোশাক, নিটওয়্যার সর্বপ্রথম রপ্তানি শুরু হয় বিসিক হোসিয়ারি শিল্পনগরী, নারায়ণগঞ্জ থেকে যা ১৯৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিসিক টঙ্গী, কোনাবাড়ি, চট্টগ্রাম, বরিশালসহ বিসিক শিল্পনগরীসমূহে নিট ফেব্রিক্স ও অন্যান্য নিট গার্মেন্টস সামগ্রীসহ চামড়াজাত পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানি হয়ে থাকে।

- দেশের প্রায় সকল ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ বিসিক শিল্পনগরীগুলোতে অবস্থিত। শীর্ষস্থানীয় ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান যেমন-স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস, বায়ো ফার্মা, রেডিয়েন্ট ফার্মা, জেনিথ ফার্মা, গ্লোব ফার্মাসিউটিক্যাল, ওয়ান ফার্মাসহ স্বনামধন্য ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বিসিক শিল্পনগরীসমূহে অবস্থিত। দেশীয় বাজারে ঔষধ সরবরাহ করা ছাড়াও এসব ফার্মাসিউটিক্যালসগুলো আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা ও আসিয়ানভুক্ত দেশসমূহে ঔষধ রপ্তানি করে থাকে।
- বিসিকের শিল্পনগরীসমূহ হতে ফিনিশড লেদার, ওয়েট ব্লু, ক্রাস্ট চীন, ইতালি, ভিয়েতনাম, ভারত, পর্তুগাল, স্পেন, জুতা ফ্রান্স ও তুরস্কে, তৈরি পোষাক, টি-শার্ট, পলো শার্ট, অন্যান্য নীট গার্মেন্টস জার্মানী, ফ্রান্স, ইতালি, আমেরিকা, ব্রাজিল, ভিয়েতনাম, সিঙ্গাপুর, রাশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে; বাঁশ ও বেতের পণ্য থাইল্যান্ড, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, আমেরিকা, কানাডা; প্লাস্টিক পণ্য ভারতে, পলি, হ্যাঙ্গার ফ্রান্স, তুরস্ক, আমেরিকা ও ইউরোপ ও ভারতে, টেরি টাওয়েল ইউরোপে, বস্ত্রজাত পণ্য ইউরোপ-আমেরিকায়সহ বিশ্বের নানা দেশে রপ্তানি করা হচ্ছে।
- বিসিক শিল্পনগরীসমূহে বিভিন্ন ধরনের কৃষিজাত খাদ্যপণ্য প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। যেমন-চাল, ডাল, তেল, আটা, ময়দা, সুজি, চিড়া, মুড়ি, বিস্কুট, পাউরুটি, নুডলস, কেক, সেমাই ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।
- বিসিকের উদ্যোগে হালকা প্রকৌশল শিল্পের উন্নয়নে ঢাকার ধোলাইখাল ও জিঞ্জিরা, যশোর, পাবনা, বগুড়া, নাটোরসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বহুমুখী শিল্প-কারখানা স্থাপিত হয়েছে। বগুড়া শিল্পনগরীতে কৃষি যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ যেমন-সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প, পিস্টন, টিউবওয়েল, সিএনজি অটোরিকশা ও জুটমিলের খুচরা যন্ত্রাংশ, মোটর সাইকেলের ব্রেক ড্রাম, নাট, বল্টুসহ অন্যান্য হালকা প্রকৌশল পণ্য উৎপাদিত হয়।
- বিসিক শিল্পনগরীর শিল্পইউনিটসমূহে করোনা প্রতিরোধমূলক পণ্য হিসেবে পিপিই, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, মাস্ক, মেডিক্যাল অক্সিজেন, সাবান, ডিটারজেন্ট পাউডার, জীবাণুনাশক ফ্লোর ক্লিনার ইত্যাদি নিয়মিতভাবে তৈরি হচ্ছে। টাঙ্গাইলের তারটিয়ায় অবস্থিত বিসিক শিল্পনগরীতে জরুরি চিকিৎসায় ব্যবহৃত মেডিকেল অক্সিজেন উৎপাদিত হয়।
- দেশের ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্পের উন্নয়নে বিসিকের ভূমিকা অনস্বীকার্য। চাহিদা অনুযায়ী নকশা ও নমুনা সরবরাহের মাধ্যমে আধুনিক সময়োপযোগী মৃৎশিল্পসামগ্রী পণ্য উৎপাদন যেমন-কলসি, বালতি, পাতিল, পুতুল, ঘোড়া, হাতি, ফুলের টব ইত্যাদি তৈরি করা হয়।

৪.৬ জাতীয় অর্থনীতিতে বিসিক শিল্পনগরীসমূহের অবদান

জাতীয় অর্থনীতিতে বিশেষ করে শিল্প খাতের উৎপাদন, রপ্তানি বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বিসিকের শিল্পনগরীগুলো গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বিসিকের শিল্পনগরীসমূহের অবদান সংক্রান্ত অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হলো :

ক্র.	বিষয়	সাফল্য
১.	বাস্তবায়িত শিল্পনগরী	৮২টি
২.	শিল্পপ্লট	১২,৩৬০টি
৩.	বরাদ্দকৃত প্লট	১১,২৭১টি
৪.	বরাদ্দকৃত প্লটের বিপরীতে শিল্প কারখানা	৬,২০০টি
৫.	উৎপাদনরত শিল্প কারখানা	৪,৭০৪টি

৬.	নির্মাণাধীন/নির্মাণের অপেক্ষায় থাকা শিল্প কারখানা	১১৩৯টি
৭.	রুগ্ন/বন্ধ শিল্প কারখানা	৩৫৭টি
৮.	শিল্প কারখানাসমূহে মোট বিনিয়োগ (জুন ২০২৪ পর্যন্ত)	৫৬,৪৫৫.৯৮ কোটি টাকা
৯.	শিল্পনগরীসমূহে কর্মরত মোট জনবল (জুন ২০২৪ পর্যন্ত)	৮.২৫ লক্ষ জন
১০.	শিল্প কারখানাসমূহে উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয় মূল্য (২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে)	৬৩,৫৭১.৭৫ কোটি টাকা
১১.	রফতানিমুখী শিল্প কারখানা (জুন ২০২৪ পর্যন্ত)	৮৮৭টি
১২.	রফতানিকৃত পণ্যের মোট মূল্য (২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে)	৩১,৭৫৭.০২ কোটি টাকা
১৩.	বিসিকের শিল্পনগরীসমূহ থেকে সরকারকে প্রদত্ত শুল্ক, কর, ভ্যাট ইত্যাদি (২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে)	৪,৪২৮.৬৭ কোটি টাকা

৪.৭ কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি (সিএমএসএমই) শিল্পের বর্তমান অবস্থা ও জিডিপিতে অবদান

কুটির শিল্পের সংখ্যা	৬৮,৪২,৮৮৪টি
মাইক্রো শিল্পের সংখ্যা	১,০৪,০০৭টি
ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা	৮,৫৯,৩১৮টি
মাঝারি শিল্পের সংখ্যা	৭,১০৬টি
২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে স্থিরমূল্যে জিডিপি'তে শিল্পখাতের অবদান	৩৭.৯৫%
২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে স্থিরমূল্যে জিডিপি'তে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান ক) বৃহৎ শিল্প খ) ক্ষুদ্র, মাঝারি ও মাইক্রো শিল্প গ) কুটির শিল্প	২৫.০৭% ১৩.১০% ৭.৬০% ৪.৩৬%
২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে স্থিরমূল্যে জিডিপি'তে শিল্পখাতের প্রবৃদ্ধির হার ক) বৃহৎ শিল্প খ) ক্ষুদ্র, মাঝারি ও মাইক্রো শিল্প গ) কুটির শিল্প	৬.৫৮% ৬.৬০% ৬.৮৪% ৬.০৮%

সূত্র : অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ ও Gross Domestic Product (GDP) of Bangladesh 2023-2024(p), Bangladesh Bureau of Statistics (BBS)

৪.৮ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধির ধারা

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন ১৯৬২ সালে প্রথমবারের মতো ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ওপর জরিপ পরিচালনা করে। এই জরিপ অনুযায়ী তখন দেশে ১৬,৩৩১টি ক্ষুদ্র এবং ২,৩৪,৯৩৪টি কুটির শিল্প ছিল।

বিসিক ১৯৭৮ সালে ক্ষুদ্র শিল্প এবং ১৯৮০ সালে কুটির শিল্পের ওপর দ্বিতীয় দফা জরিপ পরিচালনা করে। এই জরিপ থেকে দেখা যায় ক্ষুদ্র শিল্প ২৪,০০৫টি এবং কুটির শিল্প ৩,২১,৭৪৫টিতে উন্নীত হয়েছে।

পরবর্তী সময়ে ১৯৮৫-৮৯ মেয়াদে বিসিকের সর্বশেষ জরিপ পরিচালিত হয় যা ১৯৯১ সালে প্রকাশিত হয়। তাতে দেখা যায় দেশে ক্ষুদ্র শিল্প ৩৮,২৯৪টি এবং কুটির শিল্প ৪,০৫,৪৭৮টিতে উন্নীত হয়েছে, এর মধ্যে হস্তচালিত তাঁত শিল্পকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

মানবসম্পদ উন্নয়নে বিসিকের ভূমিকা

পঞ্চম অধ্যায়

মানবসম্পদ উন্নয়নে বিসিকের ভূমিকা

৫.১ বিসিকের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের (সিএমএসএমই) উদ্যোক্তাদেরকে দক্ষ ও সফল উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিসিক উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। উদ্যোক্তাদের সাধারণত ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ঢাকার উত্তরায় অবস্থিত বিসিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং প্রতিটি জেলায় অবস্থিত বিসিক জেলা কার্যালয়সমূহে ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় যার মনিটরিংয়ে উন্নয়ন বিভাগ কাজ করছে। অন্যদিকে, ঢাকার মতিঝিলস্থ বিসিক ভবনে অবস্থিত নকশা কেন্দ্র, পার্বত্য তিনটি জেলা এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ১৫টি দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্রের বিভিন্ন ট্রেডে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বিসিকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ শাখা, বিসিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও আইসিটি সেলের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকে। প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য নিম্নে দেয়া হলো :

৫.২ উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

বিসিক কর্তৃক গত ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ৭৫৩৫ জন উদ্যোক্তাকে উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় এবং ৭৬৬২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তন্মধ্যে দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র (১৫টি), সাবকন্ট্রাকটিং ও যৌথ উদ্যোগে ৪২২৯ জনকে, নকশা কেন্দ্রের উদ্যোগে ৪৫০ জনকে, রাজস্বখাতে মৌমাছি পালন কর্মসূচির আওতায় ৪৩৫ জনকে, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সিআইডপি কার্যালয়সমূহের মাধ্যমে ৪৮০ জনকে এবং লবণ শিল্পের উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ২০২২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী রাখাইন সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়নে ৩০ জনকে মাশরুম চাষ ও তাঁত শিল্পের প্রশিক্ষণ এবং ১৬ জনকে জামদানি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

৫.৩ উদ্যোক্তাদের ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

বিসিক কর্তৃক গত ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ১০,১৫০ জন উদ্যোক্তাকে ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় এবং ১০,৩৭৪ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তন্মধ্যে উত্তরাস্থ বিসিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে ১৩৪৫ জন; বিসিক আঞ্চলিক কার্যালয়, ঢাকার আওতাভুক্ত ১৭টি বিসিক জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে ২৪২৫ জন, বিসিক আঞ্চলিক কার্যালয়, চট্টগ্রামের আওতাভুক্ত ১৫টি বিসিক জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে ২২৬৩ জন, বিসিক আঞ্চলিক কার্যালয়, রাজশাহীর আওতাভুক্ত ১৬টি বিসিক জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে ২২৭৬ জন এবং বিসিক আঞ্চলিক কার্যালয়, খুলনার আওতাভুক্ত ১৬টি বিসিক জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে ২০৬৫ জন উদ্যোক্তাকে ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

৫.৪ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ হচ্ছে একটি পরিকল্পিত কার্যক্রম। আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি ও পেশাদারি মনোভাব তৈরির লক্ষ্যে বিসিক প্রশিক্ষণ শাখার মাধ্যমে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পেশাভিত্তিক ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে চাহিদা মাফিক ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান এবং দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সাধনের জন্য বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদানের আয়োজন করে থাকে। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য বিসিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও আইসিটি সেল সীমিত পরিমাণে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ আয়োজন করে থাকে। গত ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ২৫৩৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ক্র.	কার্যালয়		লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি	
		প্রশিক্ষণের ধরন	**কোর্স (সংখ্যা)**	**প্রশিক্ষণার্থী (জন)**	**কোর্স (সংখ্যা)**	**প্রশিক্ষণার্থী (জন)**
১।	প্রশিক্ষণ শাখা	ইন-হাউজ	১৯	৭০০	২১	৮০৩
		স্থানীয়	৫২	৫৫	৪৯	১০৬
		বৈদেশিক	৩	৩	৬	৬
		মোট	৭৪	৭৫৮	৭৬	৯১৫
২।	আইসিটি সেল		-	২৫০	-	২৭৫
৩।	বিসিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট		৫০	১২৫০	৫০	১৩৪৫
	মোট		**১২৪**	**২২৫৮**	**১২৬**	**২৫৩৫**

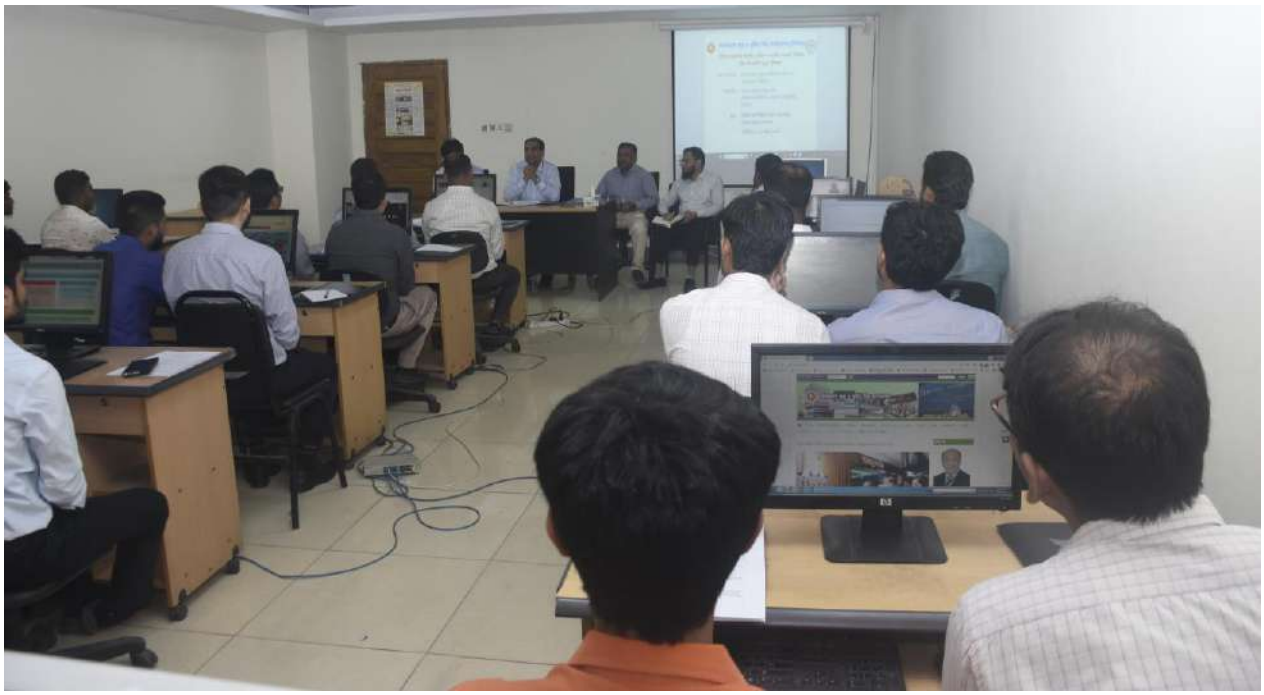

গত ১৯-২১ মার্চ ২০২৪ তারিখে বিসিক কম্পিউটার ল্যাবে “বিসিক অনলাইন মার্কেট : বেসিক ও এডমিন লেভেল” বিষয়ক ৩ দিন ব্যাপী ToT প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়

৫.৫ ৬ মাসব্যাপী জামদানি বুনন প্রশিক্ষণ

নারায়ণগঞ্জে অবস্থিত বিসিকের জামদানি শিল্পনগরীতে ১১ মার্চ ২০২৪ হতে শুরু করে ৬ মাসব্যাপী (১২০ দিন) প্রশিক্ষণ কোর্সে ১৬ জন প্রশিক্ষণার্থীকে জামদানি বুনন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

জামদানি বুনন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীগণ

৫.৬ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী রাখাইন সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়নে মাশরুম চাষ ও তাঁত প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু মাশরুম চাষের জন্য উপযোগী। মাশরুম চাষের উপকরণ হলো খড়, কাঠের গুঁড়া, আখের ছোবড়া ইত্যাদি। এসব উপকরণ অত্যন্ত সস্তা ও সহজে পাওয়া যায়। মাত্র ১০-১৫ দিনেই এটি খাবার উপযোগী হয়ে ওঠে। এটি চাষের জন্য আবাদি জমির প্রয়োজনও হয় না। বেকার যুবক-যুবতী ও নারীরা ঘরে বসে এর চাষ করতে পারেন। অন্যান্য সবজির তুলনায় বাজারে এর দাম অনেক বেশি, ফলে এর চাষ অত্যন্ত লাভজনক। দেশে মাশরুম চাষের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে বিসিক জেলা কার্যালয়, বরগুনার উদ্যোগে তালতলী উপজেলায় বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী রাখাইন সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়নে ৩০ নভেম্বর ২০২৩ থেকে ৩০জনকে মাশরুম চাষ ও তাঁত শিল্পের প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়।

তাঁতশিল্পের মাধ্যমে রাখাইন সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়নে বিসিক জেলা কার্যালয়, বরগুনার উদ্যোগে আয়োজিত মাশরুম চাষ ও তাঁত বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের স্থিরচিত্র

৫.৭ বিদেশফেরত প্রবাসী শ্রমিকদের অংশগ্রহণে শিল্প উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

গত ২-৬ জুন ২০২৪ অনুষ্ঠিত ৫ দিনব্যাপী শিল্প উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণে ২৫ জন বিদেশ ফেরত প্রবাসী শ্রমিককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণের সমাপনীতে প্রধান অতিথি হিসেবে জেলা প্রশাসক, নীলফামারী উপস্থিত হয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণ করেন। উল্লেখ্য, ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বিসিক জেলা কার্যালয়, নীলফামারীতে মোট ৪টি উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন

ষষ্ঠ অধ্যায়
উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন

৬.১ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)

কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও শিল্প উন্নয়নের জাতীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট ১০টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল যার মধ্যে ৩০ জুন ২০২৪ তারিখ ০৩টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ০৬টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং একটি কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের Project Completion Report (PCR) তৈরির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৬.২ এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তব অগ্রগতির সারসংক্ষেপ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (প্রকল্প সাহায্য)	২০২৩-২০২৪ অর্থবছর				শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (প্র.সা.)
			আরএডিপি বরাদ্দ (প্র.সা.)	অবমুক্ত অর্থ (প্র.সা.)	মোট ব্যয় (প্র.সা.)	অবমুক্তকৃত অর্থের আলোকে অগ্রগতির হার	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
০১.	বিসিক শিল্পনগরী, রাউজান (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১৬-জুন ২০২৪)	৯৩৬৬.০০	২৫১৬.০০	২৫১৫.৬২	২৪৩১.৩২	৯৬.৬৫%	৮৮৫৬.২৬
০২.	বিসিক শিল্পপার্ক, টাঙ্গাইল (২য় সংশোধিত) (জুলাই ২০১৫-জুন ২০২৫)	৩৪৫৭৪.০০	২৯২০.০০	২৯১৯.৫৯	২৬৯৮.৬৪	৯২.৪৩%	২৬২৫৭.৮৫
০৩.	বিসিক প্লাস্টিক শিল্প নগরী (৩য় সংশোধিত) (জুলাই ২০১৫-ডিসেম্বর ২০২৫)	৫০৯০০.০০	৫৩.০০	৫২.৫০	৪৯.৪৭	৯৪.২২%	২১৯৮২.৭০
০৪.	বিসিক মুদ্রণ শিল্পনগরী স্থাপন প্রকল্প (জানুয়ারি ২০১৬-জুন ২০২৭)	৪৪৮১৮.০০	৩১২৫.০০	৩১২৪.০৯	৩১১৯.৮৭	৯৯.৮৬%	১২৩৪৩.৪৫
০৫.	বিসিক শিল্পপার্ক, সিরাজগঞ্জ (৩য় সংশোধিত) (জুলাই ২০১০-জুন ২০২৪)	৭১৯২১.৪৫	১৯২৮৪.০০	১৯২৮১.৩৬	১৯১২৮.০২	৯৯.২০%	৭১৭৫৮.১১
০৬.	বরিশাল বিসিক শিল্পনগরীর অনুন্নত এলাকা উন্নয়ন এবং উন্নত এলাকার অবকাঠামো মেরামত ও পুনর্নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি ২০১৭-জুন ২০২৪)	৭১৫৪.০০	১৬৭০.০০	১৬৭০.০০	১৫৫৯.৫৫	৯৩.৩৮%	৫৫১৮.১১
০৭.	বিসিক কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, মুন্সিগঞ্জ (২য় সংশোধিত) (জুলাই ২০১৮- ডিসেম্বর ২০২৫)	১৪৫৪৮০.০০	১১২২৫.০০	১১২২৩.৮৭	১১১৪২.০৭	৯৯.২৭%	৮৯৩৩১.২৬
০৮.	বিসিকের ৮টি শিল্পনগরী মেরামত ও পুনর্নির্মাণ (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি ২০২০-ডিসেম্বর ২০২৫)	৮১৪২.০০	৭০০.০০	৭০০.০০	৩৪৭.৪৫	৪৯.৬৪%	৪২৩৮.০৭
০৯.	বিসিক খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পনগরী, ঠাকুরগাঁও (জুলাই ২০২১-জুন, ২০২৬)	১১৬৭৩.০০	৫০.০০	৪০.০০	৩৬.০১	৯০.০০%	৪৭৮১.৪৮

ক্র.	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (প্র.সা.)	২০২৩-২০২৪ অর্থবছর				শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (প্র.সা.)
			আরএডিপি বরাদ্দ (প্র.সা.)	অবমুক্ত অর্থ (প্র.সা.)	মোট ব্যয় (প্র.সা.)	অবমুক্তকৃত অর্থের আলোকে অগ্রগতির হার	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১০.	Poverty Reduction through Inclusive & Sustainable Markets (PRISM) (জানুয়ারি ২০১৫-ডিসেম্বর ২০২৪)	৩২৪৯০.০০ (জিওবি ২৪৯০.০০) (প্রকল্প সাহায্য (৩০০০০.০০)	১.০০ (জিওবি)	-	-	-	২৪০০২.৮৬ (জিওবি ১৩৫.৫০) (প্রকল্প সাহায্য ২৩৮৬৭.৩৬)
	মোট	**৩৯৬৩১৬.৪৫**	**৪১৫৪৪.০০**	**৪১৫২৭.০৩**	**৪০৫১২.৪০**	**৯৭.৫৫%**	**২৬৯০৬৯.৮৯**
	জিওবি	**৩৬৬৩১৬.৪৫**	**৪১৫৪৪.০০**	**৪১৫২৭.০৩**	**৪০৫১২.৪০**	**৯৭.৫৫%**	**২৪৫২০২.৫৩**
	প্রকল্প সাহায্য	**৩০০০০.০০**	**-**	**-**	**-**	**-**	**২৩৮৬৭.৩৬**

এডিপি/আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	প্রকল্প সংখ্যা	এডিপি বরাদ্দ	আরএডিপি বরাদ্দ	ব্যয়িত অর্থ	অগ্রগতির হার
২০১৪-২০১৫	১৮	৬৮৩.২৮	৩৬৪.৬৩	৩২৩.১৪	৮৯%
২০১৫-২০১৬	২২	৮০৯.৫৮	৬৩৯.০৮	৩১৪.৩৯	৪৯%
২০১৬-২০১৭	২৮	৮৭৮.০৯	৩৯২.৭৬	৩২৫.২৩	৮৩%
২০১৭-২০১৮	২৬	৮৪০.৪১	৬২১.৮২	৪৫১.২৭	৭২%
২০১৮-২০১৯	২৭	৫৭৭.৯০	৭৬২.০৬	৭৬৭.৭৫ (প্র: সা-৫.৬৯)	১০০%
২০১৯-২০২০	২৪	৬১৬.৮১	৮৬৮.৯২	৭৫৬.৪০ (প্র: সা-৪.৩২)	৮৭%
২০২০-২০২১	২০	৬০৬.৭৫	৭৩৫.৩৬	৬৩৪.৭৯	৮৬%
২০২১-২০২২	১৪	৫৬৭.৮৭	৫৬৭.৮৭	৫৩০.৪১	৯৩.৪৩%
২০২২-২০২৩	১০	৩২৫.০০	৪১৩.০১	২১৮.৯০	৫৩.০০%
২০২৩-২০২৪	১০	৩০০.০০	৪১৫.৪৪	৪০৫.১৩	৯৭.৫২%

৬.৩ বাস্তবায়িত ৩টি প্রকল্পের বিবরণ

৬.৩.১ বিসিক শিল্পপার্ক, সিরাজগঞ্জ (প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই ২০১০-জুন ২০২৪)

'বিসিক শিল্প পার্ক, সিরাজগঞ্জ' প্রকল্পটি শিল্প মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারভূক্ত একটি প্রকল্প যেখানে অবকাঠামো সুবিধা (উন্নত রাস্তা, ড্রেন, বিদ্যুৎ ও গ্যাস) ও উপযোগসমূহ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিল্প স্থাপনের পরিবেশ সৃষ্টি করে দেশে শিল্পায়নের গতি ত্বরান্বিতকরণ এবং শিল্পায়নের মাধ্যমে অর্থনীতি পুনরুজ্জীবিতকরণের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় ৪০০ একর আয়তনবিশিষ্ট 'বিসিক শিল্প পার্ক, সিরাজগঞ্জ' প্রকল্পটি ৭১৭৫৮.১১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত হয়েছে। বাস্তবায়িত প্রকল্পটিতে ০৩ শ্রেনীর ৮২৯ টি প্লটের সংস্থান রয়েছে যেখানে রপ্তানিমুখী ও আমদানি বিকল্প দেশজ শিল্প কারখানা গড়ে উঠবে এবং এর মাধ্যমে আনুমানিক ১ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, দারিদ্র্য হ্রাস ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে সামগ্রীকভাবে দেশের মোট জিডিপি বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে ।

গত জুন ২০২৪ মাসে বাস্তবায়িত বিসিক শিল্পপার্ক, সিরাজগঞ্জ-এর শিল্পপার্ক কার্যালয়

৬.৩.২ বিসিক শিল্পনগরী, রাউজান, চট্টগ্রাম (প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই ২০১৬-জুন ২০২৪)

শিল্পাদ্যোক্তাদের উন্নত শিল্প প্লটের ক্রমবর্ধমান চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে উন্নত রাস্তা, ড্রেন, বিদ্যুৎ ও গ্যাস ইত্যাদি অবকাঠামোগত সুবিধা সম্পন্ন প্রকল্পটি চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলায় ৮৮৫৬.২৬.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মোট ৩৫ একর জমিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে। বাস্তবায়িত প্রকল্পটিতে ১৮৪টি শিল্পপ্লটের সংস্থান রয়েছে যেখানে শিল্প কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে আনুমানিক ৭,৫০০ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। প্রকল্পটি স্থানীয় জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়নসহ দেশে শিল্পায়নের বিকাশ এবং রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

৬.৩.৩ বরিশাল বিসিক শিল্পনগরীর অনুন্নত এলাকা উন্নয়ন এবং উন্নত এলাকার অবকাঠামো মেরামত ও পুনর্নির্মাণ (প্রকল্প মেয়াদ : অনুমোদিত জানুয়ারি ২০১৭-জুন ২০২৪)

ক্রমবর্ধমান শিল্পায়নের পরিপ্রেক্ষিতে বিসিক বরশাল শিল্পনগরীর উন্নত এলাকার অবকাঠামো মেরামত ও পুনর্নির্মাণ এবং অনুন্নত এলাকা উন্নয়নের মাধ্যমে ১০০টি নতুন শিল্পপ্লট নির্মাণের লক্ষ্যে ৫৫১৮.১১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পটিতে ১০০ টি শিল্পপ্লটের সংস্থান রয়েছে যেখানে প্রতক্ষ আনুমানিক ১০০টি শিল্প ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে আনুমানিক ২,৫০০ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

শিল্পনগরীতে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন ও স্থানীয় মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হবে এবং দেশের সামগ্রীক জিডিপি প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে।

গত জুন ২০২৪ মাসে বাস্তবায়িত বরিশাল বিসিক শিল্পনগরীর অনুন্নত এলাকা উন্নয়ন এবং উন্নত এলাকার অবকাঠামো মেরামত ও পুনর্নির্মাণ প্রকল্পের স্থিরচিত্র

৬.৪ চলমান ৭টি প্রকল্পের অগ্রগতির বিবরণ

৬.৪.১ বিসিক শিল্পপার্ক, টাঙ্গাইল (প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই ২০১৫-জুন ২০২৫)

টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর উপজেলায় বিসিক শিল্পপার্ক, টাঙ্গাইল' শীর্ষক প্রকল্পটি ৩৪,৫৪৭.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৪৯.৩৫ একর জমিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ছিলো ২৯২০.০০ লক্ষ টাকা যার মধ্যে ২৬৯৮.৬৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে করা হয়। প্রকল্পের শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২৬২৫৭.৮৫ লক্ষ টাকা। শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৭৬.০১% এভং ভৌত অগ্রগতি ৭৬.৫২% ।

প্রকল্পের ১ম সংশোধিত ডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী মাটি ভরাট কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় অধিগ্রহণকৃত জায়গায় বিদ্যমান গাছপালা নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় করে বিক্রয়কৃত অর্থ চালানের মাধ্যমে বিসিক তহবিলে জমা দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পের জমিতে অবস্থিত ঘরবাড়ি ও অন্যান্য স্থাপনাসমূহ অপসারণ করা হয়েছে। শিল্পনগরী বাস্তবায়িত হলে প্রতক্ষ ২৭১টি শিল্পপ্লটে শিল্প কারখানা স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি হবে যার মাধ্যমে আনুমানিক ৬৫০০ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৬.৪.২ বিসিক কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, মুন্সিগঞ্জ (প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই ২০১৮- ডিসেম্বর ২০২৫)

ঢাকা মহানগরীর বিশেষ করে পুরাতন ঢাকার কেমিক্যাল কারখানা ও গোডাউনসমূহ একটি পরিবেশ বান্ধব এবং অপেক্ষাকৃত কম জনবহুল স্থানে স্থানান্তর/স্থাপনের লক্ষ্যে সকল প্রকার অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা সম্বলিত একটি কেমিক্যাল পল্লি গড়ে তোলার লক্ষে মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলায় ১,৪৫,৪৮০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩০৮.৩৩ একর জমিতে “বিসিক কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, মুন্সিগঞ্জ (২য় সংশোধিত)' প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ছিলো ১১২২৫.০০ লক্ষ টাকা যার মধ্যে ১১১৪২.০৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। প্রকল্পের শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৮৯৩৩১.২৬লক্ষ টাকা। শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৬১.৪০% এভং ভৌত অগ্রগতি ৬৫% ।

প্রকল্পের ৩০৮.৩৩ একর জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের চলমান কাজের মধ্যে ভূমি উন্নয়ন কাজ ৭০% এবং বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ কাজ ৫৫% সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্রতক্ষ ১৪৮৩টি শিল্পপ্লটে শিল্প ইউনিট স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি হবে যার মাধ্যমে আনুমানিক ৫০,০০০ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৬.৪.৩ বিসিক মুদ্রণ শিল্পনগরী স্থাপন প্রকল্প মুন্সিগঞ্জ (প্রকল্প মেয়াদ : জানুয়ারি ২০১৬- জুন ২০২৭)

ঢাকা ও অন্যান্য শহরে অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠা মুদ্রণ শিল্প কারখানাসমূহ একটি সুবিধাজনক পরিবেশবান্ধব স্থানে স্থানান্তরসহ শিল্প স্থাপনে যাবতীয় সহযোগিতা প্রদানের লক্ষে বিসিক মুদ্রণ শিল্পনগরী স্থাপন প্রকল্প, মুন্সিগঞ্জ (২য় সংশোধিত) প্রকল্পটি মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলায় ৪৪৮ কোটি ১৮ লক্ষ টাকায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নকাল জানুয়ারি ২০১৬- জুন ২০২৭।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ছিলো ৩১২৫.০০ লক্ষ টাকা যার মধ্যে ৩১১৯.৮৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। প্রকল্পের শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১২৩৪৩.৪৫ লক্ষ টাকা। শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৪৬.৬৬%। প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন কাজের দরপত্র আহব্বান করত NOA ইস্যু করা হয়েছে। প্রকল্পের জন্য চিঠি মোতাবেক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়েছে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে শিল্পপ্লট স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি হবে যার মাধ্যমে আনুমানিক ৩০,০০০ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৬.৪.৪ বিসিক প্লাস্টিক শিল্পনগরী, মুন্সিগঞ্জ (প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই ২০১৫-ডিসেম্বর ২০২৫)

মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলায় বিসিক প্লাস্টিক শিল্পনগরী, মুন্সিগঞ্জ (৩য় সংশোধিত) প্রকল্পটি ৫০৯০০.০০ লক্ষ টাকায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন মেয়াদ জুলাই ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত। প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের প্রশাসনিক আদেশ জারির জন্য মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ছিলো ৫৩.০০ লক্ষ টাকা যার মধ্যে ৫২.১০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়। প্রকল্পের শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২১৯৮২.৭০ লক্ষ টাকা। শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৪৩.১৯%। প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন না হওয়ায় কোন ভৌত অগ্রগতি নেই।

প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন কাজের চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়েছে। শিল্পনগরীটি স্থাপিত হলে প্রত্যক্ষ ৩৯১টি প্লটে শিল্প কারখানা স্থাপিত হবে যার মাধ্যমে আনুমানিক ১৮,০০০ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৬.৪.৫ বিসিকের ৮টি শিল্পনগরী মেরামত ও পুনর্নির্মাণ (জানুয়ারি ২০২০-ডিসেম্বর ২০২৫)

বিসিকের ৮টি শিল্প নগরী মেরামত ও পুনর্নির্মাণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্পটি ৮১৪২.০০ লক্ষ টাকায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন মেয়াদ জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ রয়েছে ৭০০.০০ লক্ষ টাকা যার মধ্যে ৩৪৫.৪৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়। প্রকল্পের শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৪২৩৮.০৭ লক্ষ টাকা।শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৫২.০৫% এবং ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি ৬৫%।

প্রকল্পের অধীন ময়মনসিংহ ও জামালপুর শিল্প নগরী কাজ শেষ পর্যায়ের কাজ চলমান রয়েছে। নরসিংদির পাম্প ড্রাইভার কোয়ার্টার ও কুমিল্লার অফিস ভবন ও অন্যান্য স্থাপনার কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। নরসিংদী, কুমিল্লা ও সিলেটে নিলাম কার্যক্রম চলমান। সাতক্ষীরার ও কক্সবাজারের অফিস ভবন ও অন্যান্য স্থাপনার নিমান কাজ চলমান রয়েছে। বগুড়ার অফিস ভবন ও অন্যান্য স্থাপনার নির্মাণ ৬০%কাজ শেষ হয়েছে।

৬.৪.৬ বিসিক খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পনগরী, ঠাকুরগাঁও (১ম সংশোধিত, জুলাই ২০২১-জুন ২০২৬)

ঠাকুরগাঁও জেলার সদর উপজেলার আকচা এলাকায় বিসিক খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পনগরী, ঠাকুরগাঁও প্রকল্পটি ১১৬ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন মেয়াদ জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৬ পর্যন্ত।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ রয়েছে ৫০.০০ লক্ষ টাকা যার মধ্যে ৩৬.০১ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। প্রকল্পের শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৪৭৮১.৪৮ লক্ষ টাকা। শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৪৮.৪৯ % । প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন না হওয়ায় কোন ভৌত অগ্রগতি নেই।

প্রকল্পে জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে অধিগ্রহণের চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়া গেছে। জেলা প্রশাসক, ঠাকুরগাঁও থেকে জমির মূল্যের ডিমান্ড নোট ১১ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখ পাওয়া গেছে এবং ২৮ মার্চ জেলা প্রশাসন, ঠাকুরগাঁও হতে ৮ ধারা নোটিশ জারি করা হয়েছে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ২৫১ টি শিল্পপ্লটে শিল্প ইউনিট স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি হবে যার মাধ্যমে আনুমানিক ২৫,০০০ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৬.৪.৭ Poverty Reduction Through Inclusive and Sustainable Market (PRISM)

(প্রকল্প মেয়াদ : জানুয়ারি ২০১৫ ডিসেম্বর ২০২৪)

প্রকল্পটি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং বাংলাদেশ সরকারের একটি যৌথ উদ্যোগ। ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্প ও এর উদ্যোক্তাদের জন্য বাজার তৈরি, বাজার সম্প্রসারণ, টেকসই উন্নয়নের জন্য একটি যথাযথ কর্মকৌশল তৈরির লক্ষ্যে প্রিজম প্রকল্পটির সূচনা। বর্তমানে প্রকল্পটির কার্যক্রম চলমান নেই। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) সভায় প্রকল্পটি সমাপ্তির সুপারিশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখ প্রকল্পটি সমাপ্ত হবে।

৬.৫ ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে আরএডিপি'র সবুজপাতায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহ

ক্র.	প্রকল্পের নাম
১.	লবণ গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
২.	বিসিক আইসিটি ভবন, নলগোলা, ঢাকা
৩.	বিসিক আগ্রাবাদ মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্স, চট্টগ্রাম
৪.	বিসিক উত্তরাঞ্চল কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পপার্ক, বগুড়া
৫.	বিসিক ফাউন্ড্রি, অটোমোবাইল ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পপার্ক, যশোর
৬.	বিসিক মাল্টিসেক্টরাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, ধামরাই
৭.	বিসিক লেদার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, ঢাকা
৮.	বিসিক শিল্পপার্ক, শিবচর, মাদারীপুর
৯.	বেলাবো বিসিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, নরসিংদী
১০.	বিসিক মতিঝিল মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্স, ঢাকা
১১.	বিসিক খাদ্য এবং কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প পার্ক, নাটোর

৬.৬ বিসিকের বাস্তবায়িত মনোটাইপ শিল্পনগরীসমূহ

৬.৬.১ হোসিয়ারি শিল্পনগরী, পঞ্চবটি, নারায়ণগঞ্জ

প্রাচ্যের ডান্ডি হিসেবে খ্যাত নারায়ণগঞ্জ শহরের ভগবানগঞ্জ নামক স্থানে হিন্দুধর্মীয় মন্দিরকে ঘিরে হোসিয়ারি শিল্পের উত্থান ঘটে। গেঞ্জি, টি-শার্ট, পলো শার্ট ইত্যাদি হচ্ছে হোসিয়ারি শিল্পের উৎপাদিত অন্যতম পোশাক। ১৯৮৫ সালে সম্পূর্ণ মনোটাইপ হোসিয়ারি শিল্পনগরী স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। হোসিয়ারি শিল্পের সম্প্রসারণ, উৎপাদিত পণ্যের বহুমুখীকরণ, বাজারজাতকরণ এবং অবকাঠামো উন্নয়নসহ কর্মসংস্থানের পথ সুগম করা ছিল এর মূল উদ্দেশ্য। দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে বিসিক কর্তৃক ১৯৯০ সালে নারায়ণগঞ্জস্থ এনায়েত নগর ইউনিয়নের শাসনগাঁও নামক গ্রামের হরিহরপাড়া মৌজায় ৫৮.৫২ একর জায়গা অধিগ্রহণ করে শিল্পনগরীটি স্থাপন করা হয়। বর্তমানে হোসিয়ারি শিল্পনগরীতে ৭৪১টি শিল্পপ্লটে ৭৪০টি শিল্প ইউনিট স্থাপিত হয়েছে। নারায়ণগঞ্জের বিসিক হোসিয়ারি শিল্পনগরী স্থাপন এ দেশের শিল্পায়ন তথা অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

নারায়ণগঞ্জের পঞ্চবটিতে স্থাপিত বিসিকের হোসিয়ারি শিল্পনগরী

৬.৬.২ জামদানি শিল্পনগরী, তারাবো, নারায়ণগঞ্জ

ঢাকা থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার পূর্বে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার নোয়াপাড়ায় ২০ একর জমিতে অবস্থিত এ শিল্পনগরী ১৯৯১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। জামদানি শিল্পনগরীতে ৪০৭টি শিল্পপ্লটে স্থাপিত কারখানাগুলোতে মসলিনের উপর নকশা করে জামদানি কাপড় তৈরি করা হয়। জামদানি হলো কার্পাস তুলা দিয়ে প্রস্তুত একধরনের পরিধেয় বস্ত্র যার বয়ন পদ্ধতি অনন্য। ২০১৩ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর বাংলাদেশের জামদানি শিল্প জাতিসংঘের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কোর ইন্টেনজিবল কালচারাল হেরিটেজ অব হিউম্যানিটির তালিকায় স্থান পায়। এছাড়া সরকার ২০১৬ সালে জামদানিকে একটি ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

বাংলাদেশের প্রথম ভৌগলিক নির্দেশক (জিআই) পণ্য বাঙালির ঐতিহ্যবাহী জামদানি শাড়ি

৬.৬.৩ চামড়া শিল্পনগরী, সাভার, ঢাকা

শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) কর্তৃক চামড়া শিল্পের উন্নয়নে সাভারের হেমায়েতপুরে ১৯৯.৪০ একর জমিতে 'চামড়া শিল্পনগরী, ঢাকা (৪র্থ সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্প জানুয়ারি ২০০৩ থেকে জুন ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হয়। উক্ত শিল্পনগরীর ১৯৯.৪০ একর জমির মধ্যে ১২১.৬৩ একর জমিতে ১৬২টি ট্যানারি শিল্প ইউনিটের অনুকূলে ২০৫টি শিল্পপ্লট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৪১টি ইউনিট উৎপাদনরত রয়েছে, ১০টি ট্যানারি নির্মাণাধীন এবং নির্ধারিত শর্ত পূরণে ব্যার্থ হওয়ায় ১১টি ট্যানারির প্লট বরাদ্দ বাতিল করা হয়েছে। প্রকল্পের অবশিষ্ট জমির মধ্যে ১৭.৩০ একরে কেন্দ্রীয় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (সিইটিপি), সিইটিপি সংশ্লিষ্ট ৩টি ইপিএস ও ৩টি সিসিআরইউ এবং ৬০.৪৭ একর জমিতে রাস্তা, ড্রেন, কালভার্ট, ফায়ার স্টেশন, পুলিশ ফাঁড়ি অবকাঠামোগত সুবিধাদি নির্মিত হয়েছে। আধুনিক কেন্দ্রীয় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (সিইটিপি) স্থাপনের ফলে হাজারীবাগ ও বুড়িগঙ্গা নদীসহ তৎসংলগ্ন এলাকার পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের ব্যাপক উন্নতি হয়েছে এবং চামড়া শিল্পের ক্ষতিকর দূষণ প্রায় দূরীভূত হয়েছে। এছাড়াও শিল্পনগরীর অভ্যন্তরে সবুজায়ন কর্মসূচির অংশ হিসাবে বিভিন্ন সময় বৃক্ষরোপণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। চামড়া শিল্পনগরীতে ১৬২টি শিল্প ইউনিটের মধ্যে মোট ৪৬টি ট্যানারি লিজ ডিড সম্পন্ন করেছে। আরও ২৭টি ট্যানারি প্লটের সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করেছে যাদের লিজ ডিড সম্পাদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়াও ১০টি ট্যানারি প্লটের আংশিক মূল্য বাবদ মোট ১.৮২ কোটি টাকা পরিশোধ করেছে। বর্তমানে ট্যনারিসমূহের কাছে বিসিকের মোট পাওনা ১৬০.৯৭ কোটি টাকা। ২০১৭ সাল থেকে নির্মিত ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের মাধ্যমে চামড়া শিল্পনগরী, ঢাকাস্থ সকল ট্যানারিসমূহকে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন করে তা থেকে আয়রন ও অন্যান্য অপদ্রব্য দূরীভূত ও পরিশোধিত করে সরবরাহ দেয়া হচ্ছে। ২০১৭ সালের ৮ই এপ্রিল হাজারীবাগস্থ ট্যানারিসমূহকে আধুনিক ও পরিকল্পিত শিল্পাঞ্চল 'চামড়া শিল্পনগরী, ঢাকাতে স্থানান্তরিত করা বর্তমান সরকারের একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য। চামড়া শিল্পনগরী, ঢাকা প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২৫ হাজারেরও অধিক স্থায়ী কর্মসংস্থান, সংশ্লিষ্ট এলাকার ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্র সম্প্রসারণসহ জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে। 'চামড়া শিল্পনগরী, ঢাকা প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ট্যানারি শিল্পের মতো একটি দূষণপ্রবণ শিল্পে পরিবেশ সুরক্ষা নিশ্চিত করে চামড়া খাতকে আর সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

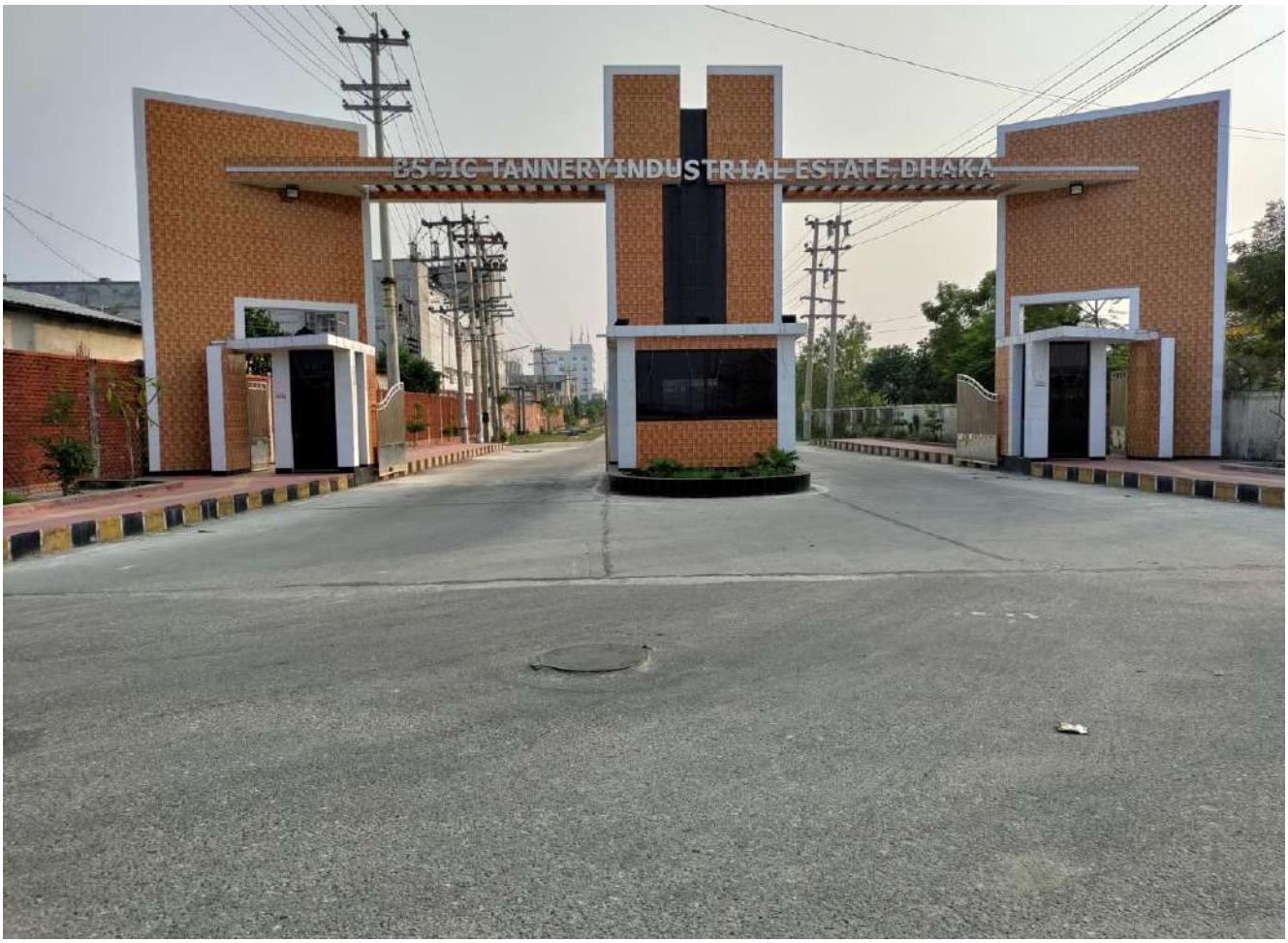

কেন্দ্রীয় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (সিইটিপি)-এর উন্নয়নে গৃহীত উদ্যোগ

বিসিক চামড়া শিল্পনগরী, ঢাকার পশ্চিম পাশে ধলেশ্বরী নদীর ধারে ১৭.০০ একর জায়গায় শিল্পনগরীস্থ ট্যানারিসমূহ হতে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর কঠিন ও তরল বর্জ্য পরিশোধনের লক্ষ্যে দৈনিক ২৫,০০০ ঘনমিটার পরিশোধন ক্ষমতাসম্পন্ন কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার (সিইটিপি) স্থাপন করা হয়।

গত ১৩/০৬/২০১৯ খ্রি. তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক Dhaka Tannery Industrial Estate Wastage Treatment Plant Company Limited (DTIEWTPCL) গঠিত হয় এবং জুলাই ২০২১ হতে চামড়া শিল্পনগরীর সিইটিপি পরিচালনা, সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে যাচ্ছে। উক্ত সিইটিপি গত ৫ বছরেরও অধিক সময় ধরে চলমান থাকায় ট্যানারি থেকে উৎপন্ন তরল বর্জ্য পরিশোধনপূর্বক নদীতে নিষ্কাশন করা সম্ভব হচ্ছে। কারিগরি দিক থেকে জটিল এই সিইটিপি ও এর সংশ্লিষ্ট অঙ্গের নির্মাণ কাজ শেষ করে প্রকল্পে দুইটি আধুনিক ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণ করা হয় যেগুলোতে এখন কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (সিইটিপি) ও সংশ্লিষ্ট অঙ্গসমূহের ট্রিটমেন্ট প্রসেসের কারণে বর্তমানে ট্যানারির তরল বর্জ্য সরাসরি ধলেশ্বরী নদীতে গিয়ে পড়ছে না। সিইটিপির মাধ্যমে ট্যানারির তরল বর্জ্য পরিশোধিত হয়ে নদীতে পড়ছে। ট্যানারিসমূহ ও সিইটিপি হতে দৈনিক গড়ে প্রায় ২০০টন বা বার্ষিক প্রায় ৬৪ হাজার টন কঠিন বর্জ্য (ক্রোমযুক্ত ও ক্রোমবিহীন) উৎপন্ন হয় যা মূলত শিল্পনগরীর ৩টি ডাম্পিং ইয়ার্ডে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। ক্রোম সেপারেশন প্রক্রিয়ার ক্রোমযুক্ত ফিল্টার কেক নিরাপদে আবদ্ধ ডাম্পিং ইয়ার্ডে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। সিইটিপি সংক্রান্ত বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মধ্য রয়েছে কারিগরি ও ব্যবস্থাপনাগত দুর্বলতা, ক্যাপাসিটির তুলনায় দূষণ লোড বেশি থাকা, আর্থিক সংকট, যন্ত্রপাতির লাইফটাইম শেষ পর্যায়ে থাকা, ট্যানারি প্রান্ত প্রি-ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা না থাকা, কঠিন বর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনাগত দুর্বলতা প্রভৃতি।

বিদ্যমান সিইটিপিকে পরিপূর্ণরূপে কার্যকর করা, সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ কারিগরি ও ব্যবস্থাপনাগত বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় পিপিপি ভিত্তিক সিইটিপি Upgradation ও Rectification, ট্যানারিভিত্তিক নিজস্ব ইটিপি স্থাপন, সিইটিপি'র যন্ত্রাংশ ক্রয়, মেরামত ও প্রতিস্থাপন নিয়মিত টেন্ডার আহ্বান, DTIEWTPCL এর সাংগাঠনিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ ও ল্যাবের মানোন্নয়ন, বিএবি' র সহায়তায় ল্যাব এক্রিডিটেশন, সিসিটিভি ক্রয়ের টেন্ডার আহ্বান, র-কাটিং রপ্তানি, কঠিন বর্জ্য হতে উপজাত তৈরি, 'বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট'-এর সহায়তায় কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, শিল্পনগরীর ড্রেনেজ পরিষ্কার রাখার

লক্ষ্যে পরিচ্ছন্নতাকর্মী নিয়োগ প্রভৃতি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। চামড়া শিল্পের উন্নয়নে বিসিক লেদার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, ঢাকা প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

চামড়া শিল্পনগরী, সাভার, ঢাকার সিইটিপি

৬.৬.৪ এপিআই শিল্পপার্ক, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ

বাংলাদেশ ঔষধ শিল্পে বর্তমানে দেশীয় চাহিদার প্রায় ৯৭ শতাংশের বেশি ঔষধ স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হচ্ছে। পাশাপাশি ৪৩টি কোম্পানির বিভিন্ন প্রকারের ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামাল যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের প্রায় ৯২টি দেশে রপ্তানি হচ্ছে। দেশের অন্যতম সম্ভাবনাময় ও রপ্তানিমুখী ঔষধ শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদনের লক্ষ্যে মুন্সীগঞ্জ জেলাধীন গজারিয়া উপজেলার বাউশিয়া এলাকায় ২০০.১৬ একর জমিতে সিইটিপি এবং অত্যাধুনিক ফায়ার ফাইটিং ব্যবস্থাসহ সকল অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা সংবলিত অ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্টস (এপিআই) শিল্পপার্ক বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এই শিল্পপার্কে এ-টাইপ (৩.২৭ একর) ৩০টি, বি-টাইপ (২.৩৫ একর) ০৫টি, এস-টাইপ (বিভিন্ন সাইজের) ০৭টিসহ মোট ৪২টি উন্নত শিল্পপ্লট তৈরি করে তা বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতির সুপারিশক্রমে ২৭টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বরাদ্দপ্রাপ্ত শিল্প উদ্যোক্তাগণ শিল্প-কারখানার নির্মাণ কাজ শুরু করেছে।

এপিআই শিল্পপার্কটি সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হলে ঔষধ শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদন করে দেশীয় চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও রপ্তানি করা সম্ভব হবে। ফলে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়সহ নতুন করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

মুন্সীগঞ্জের গজারিয়া উপজেলায় স্থাপিত বিসিকের অ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্টস (এপিআই) শিল্পপার্ক

৬.৬.৫ বিসিক বৈদ্যুতিক পণ্য উৎপাদন ও হালকা প্রকৌশল শিল্পনগরী, মুন্সীগঞ্জ

প্রকল্পটি ৩০৯ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মুন্সীগঞ্জ জেলার টঙ্গীবাড়ী উপজেলায় ৫০ একর জমিতে জুলাই ২০১৬ থেকে জুন ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পটিতে ৩৬২টি শিল্পপ্লটে ২৫০টি শিল্প ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে প্রায় ১০,৬৫০ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। জুন ২০২৪ পর্যন্ত ১৬টি প্লট ১৬টি শিল্প ইউনিটের অনুকূলে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

বিসিক বৈদ্যুতিক পণ্য উৎপাদন ও হালকা প্রকৌশল শিল্পনগরী

ঋণ সহায়তা কার্যক্রম

সপ্তম অধ্যায়

ঋণ সহায়তা কার্যক্রম

বিসিক ১৯৮৬ সাল হতে ২০১৫ পর্যন্ত ১৭টি ঋণ কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে। বর্তমানে বিসিক কর্তৃক ৩টি ঋণ কর্মসূচির আওতায় ঋণ দান কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ সকল ঋণ কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে সরাসরি শিল্পোদ্যোক্তাদের ঋণ আবেদনের প্রেক্ষিতে বিসিকের ৬৪টি জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে ঋণ বিতরণ করা হয়।

বিসিক কর্তৃক ১৯৮৬ সাল হতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত মোট ২২৫.১২ কোটি টাকার মূল ঋণ তহবিল বিতরণ করা হয়েছে। উক্ত মূল তহবিলের বিপরীতে গঠিত আবর্তক তহবিলের মাধ্যমে জুন ২০২৪ পর্যন্ত মূল তহবিলসহ মোট ৪০২.৫৩ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। বিসিকের চলমান ঋণ কর্মসূচিসমূহের তথ্যাদি সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

বিসিকের চলমান ঋণ কর্মসূচি **(হিসাব কোটি টাকায়)**

ক্র.	ঋণ কর্মসূচির নাম	শুরু	মূল তহবিল	আবর্তকসহ মোট তহবিল	শিল্প ইউনিট সংখ্যা	মন্তব্য
০১	বিসিক নিজস্ব তহবিল (বিনিত) ঋণ কর্মসূচি	২০১৫-১৬ অর্থবছর	৩২.২৬ কোটি	১১৪.৭৮ কোটি	৭৫৮৬টি	হালকা প্রকৌশলসহ সিএমএসএমই সকল শিল্পের জন্য
০২	আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজ ঋণ কর্মসূচি (১০০ কোটি টাকা)	২০২০-২১ অর্থবছর	১০০.০০ কোটি	১৯৩.৩৯ কোটি	৬৬৩২টি	
০৩	মৌচাষ উন্নয়ন ঋণ কর্মসূচি	২০১৯-২০ অর্থবছর	২.০০ কোটি	৩.৫০ কোটি	১২৭৩টি	শুধুমাত্র মৌচাষীদের জন্য
		মোট =	**১৩৪.২৬ কোটি**	**৩১১.৬৭ কোটি**	**১৫৪৯১টি**	

৭.১ বিসিকের নিজস্ব তহবিল (বিনিত) ঋণ কর্মসূচি

বিসিক ২০১৫-২০১৬ অর্থবছর হতে দেশে কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের (সিএমএসএমই) খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং সমাপ্তকৃত বিভিন্ন প্রকল্পের অর্জিত সুদ আয় দ্বারা বিসিক নিজস্ব তহবিল (বিনিত) ঋণ কর্মসূচি নামে একটি ঋণ কার্যক্রম চালু করে। উক্ত ঋণ কর্মসূচির প্রাথমিক তহবিল ১৫.০০ কোটি টাকার মাধ্যমে এ ঋণ কার্যক্রম শুরু করা হয়। বর্তমানে বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ প্রায় ১১৪.৭৮ কোটি টাকা এবং আদায়ের হার প্রায় ৮৮%। বিনিত ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা জন্য একটি স্বতন্ত্র নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত নীতিমালার আলোকে ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

ক্র.	শিরোনাম	বিতরণ ও আদায়	মন্তব্য
০১	প্রাথমিক মূল তহবিল	১৫.০০ কোটি (২০১৫-১৬ অর্থবছর)	৫০ হাজার হতে ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সর্বোচ্চ ০৫ বছর মেয়াদী বিতরণ করা হচ্ছে।
০২	আবর্তকসহ মোট বিতরণ	১১৪.৭৮ কোটি (জুন ২০২৪)	
০৩	মোট ঋণ প্রাপ্ত উদ্যোক্তার সংখ্যা	৭৫৮৬টি	
০৪	ক্রমপুঞ্জিত আদায়যোগ্য	৯৯.৪৭ কোটি	
০৫	ক্রমপুঞ্জিত আদায়কৃত	৮৭.৮২ কোটি	
০৬	বকেয়া টাকার পরিমাণ	১২.৯২ কোটি	
০৭	ক্রমপুঞ্জিত আদায়ের হার	৮৮%	
০৮	সার্ভিস চার্জ (ফ্লাট রেট)	৬% (পুরুষ), ৫% (মহিলা)	

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বিনিত ঋণের তথ্য

লক্ষ টাকায়

বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ	আদায়যোগ্য টাকার পরিমাণ	আদায়কৃত টাকার পরিমাণ	শিল্প ইউনিট সংখ্যা	কর্মসংস্থান		
				পুরুষ	নারী	মোট
১৭৩০.৪০	১৮৯৬.৩০	১৭৮৬.৭৪	৮২৭	১৭৪৮	১১০৩	২৮৫১

৭.২ আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজ ঋণ কর্মসূচি (১০০ কোটি টাকা)

নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) পরিস্থিতিতে পল্লী এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতকে লক্ষ্য করে গ্রামীণ এলাকায় ঋণদান কার্যক্রম সম্প্রসারণের নিমিত্ত বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয় হতে ২০২০-২১ অর্থবছরে বিসিকের অনুকূলে বিশেষ অনুদান বাবদ ১০০.০০ (একশত) কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। যা বিসিকের ৬৪টি জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে ইতিমধ্যে বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে হতে ১০০.০০ কোটি টাকা আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজ ঋণ কর্মসূচির আদায়কৃত টাকা হতে আবর্তক তহবিলের মাধ্যমে বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নিম্নে জুন ২০২৪ পর্যন্ত উক্ত ঋণ কার্যক্রমের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা হলো:

ক্র.	শিরোনাম	বিতরণ ও আদায় (কোটি টাকা)	মন্তব্য
০১	মোট বিতরণ	১০০.০০	২০২০-২০২২ অর্থবছরে প্রাথমিক তহবিল ১০০.০০ কোটি ৪% সার্ভিস চার্জে বিতরণ করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছর হতে বিনিত ঋণের আদলে আবর্তক তহবিল হিসেবে ৫ বছর মেয়াদে (৫০ হাজার থেকে ২০.০০ লক্ষ পর্যন্ত) বিতরণ করা হচ্ছে। সার্ভিস চার্জ ৬% (পুরুষ), ৫% (মহিলা)।
০২	আবর্তকসহ মোট বিতরণ (জুন ২০২৪)	১৯৩.৩৯	
০৩	বিতরণকৃত শিল্প ইউনিট সংখ্যা (আবর্তকসহ)	৬৬৩২টি	
০৪	আদায়যোগ্য অর্থের মোট পরিমাণ	১৩২.৬০	
০৫	আদায়কৃত অর্থের মোট পরিমাণ	১১১.০২	
০৬	বকেয়া টাকার পরিমাণ	২১.৫৭	
০৭	আদায়ের হার	৮৪%	

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ১০০.০০ কোটি আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজ ঋণ কর্মসূচির তথ্য

লক্ষ টাকায়

বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ	আদায়যোগ্য টাকার পরিমাণ	আদায়কৃত টাকার পরিমাণ	শিল্প ইউনিট সংখ্যা	কর্মসংস্থান		
				পুরুষ	নারী	মোট
৪১৯৮.০৫	৪৮৫৩.০০	৪০৮৯.০০	১২৯৭	৩৪০০	১১০০	৪৫০০

৭.৩ আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মৌচাষ উন্নয়ন কর্মসূচি

বিসিকের অধীনে জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মৌচাষ উন্নয়ন প্রকল্পটি ৩০ জুন ২০১৯ এ সমাপ্ত হয়। প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ায় অনুদান হিসেবে প্রাপ্ত ২.০০ কোটি টাকা নিয়ে এই ঋণ তহবিল গঠন করা হয়েছে। বিসিকের ৫০টি জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে আবর্তক তহবিল হিসেবে উক্ত ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। নিম্নে জুন ২০২৪ পর্যন্ত উক্ত ঋণ কার্যক্রমের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা হলো:

লক্ষ টাকায়

প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত তহবিল বিতরণকৃত	আবর্তক তহবিল হিসেবে বিতরণ	মোট বিতরণ	আদায় যোগ্য	আদায়কৃত	আদায়ের হার	ব্যাংক স্থিতি	ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা	কর্মসংস্থান সৃষ্টি
১৯৩.৭৭	১৫৬.৯৫	৩৫০.৭২	৩৫৪.০৮	২৬৩.১৫	৭৪%	১২৪.২৪	১২৭৩ জন	৩২১১ জন

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের মৌচাষ উন্নয়ন ঋণের তথ্য

লক্ষ টাকায়

বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ	আদায়যোগ্য টাকার পরিমাণ	আদায়কৃত টাকার পরিমাণ	শিল্প ইউনিট সংখ্যা	কর্মসংস্থান		
				পুরুষ	নারী	মোট
৫৩.১০	৩৯.৪৯	৩৫.৫০	৯২	১৫০	৪৫	১৯৫

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বিসিক জেলা কার্যালয়, নীলফামারী কর্তৃক উদ্যোক্তাদের অনুকূলে ঋণের চেক বিতরণের স্থিরচিত্র

মেলা আয়োজন ও অংশগ্রহণ

অষ্টম অধ্যায়

মেলা আয়োজন ও অংশগ্রহণ

বাংলাদেশের কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি (সিএমএসএমই) শিল্পখাতের উন্নয়নে উদ্যোক্তাদের পণ্যের প্রচার-প্রসার তথা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাজার সম্প্রসারণ ও নতুন বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে বিসিক কর্তৃক দেশব্যাপী মেলা, প্রদর্শনী ও ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মিলন আয়োজন করা হয়ে থাকে। প্রতি বছরের ন্যায় ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরেও বিসিকের উদ্যোগে ৩২টি মেলা আয়োজন করা হয়। আয়োজিত এসব মেলায় সিএমএসএমই খাতের উদ্যোক্তাগণ কর্তৃক ১৪৩২.৩৮ লক্ষ টাকার পণ্য বিক্রয় করা হয়। এছাড়াও দেশে ৮টি ও দেশের বাইরে ১৫টিসহ মোট ২৩টি মেলায় বিসিকের উদ্যোক্তারা অংশগ্রহণ করেন।

৮.১ বিসিক কর্তৃক আয়োজিত মেলা

ক্র.	মেলার নাম	মেলার তারিখ	আয়োজনকারী	মোট স্টল	মোট বিক্রয় (লক্ষ টাকায়)
০১	বিসিক উদ্যোক্তা মেলা-২০২৩	০১-০৫ অক্টোবর, ২০২৩	প্রধান কার্যালয়, বিসিক	৫০	২৭.৭৫
০২	বিসিক উদ্যোক্তা মেলা-২০২৩	০৩-০৭ ডিসেম্বর ২০২৩	প্রধান কার্যালয়, বিসিক	৫০	২৭.৪৫
০৩	বিসিক উদ্যোক্তা মেলা	০২-১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪	নেত্রকোণা	৪১	৫১.৫৪
০৪	বিসিক উদ্যোক্তা মেলা	০১-১০ মার্চ, ২০২৪	ফরিদপুর	৩৬	৪৮.৪৮
০৫	বিজয় মেলা-২০২৩	১০-১৯ ডিসেম্বর, ২০২৩	বিটিআই, উত্তরা	৫৩	৬২.১০
০৬	বিসিক উদ্যোক্তা মেলা	১১-২০ ডিসেম্বর, ২০২৩	চট্টগ্রাম	২৪	১৮.০৬
০৭	বিসিক উদ্যোক্তা মেলা-২০২৪	০১-১০ মার্চ, ২০২৪	রাজশাহী	৪০	৩৬.৪১
০৮	বিসিক উদ্যোক্তা মেলা-২০২৪	২৭ ফেব্রুয়ারি-০৪ মার্চ, ২০২৪	ময়মনসিংহ	৫০	৩৬.২৭
০৯	বিসিক উদ্যোক্তা মেলা-২০২৪	০১-১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪	বগুড়া	৫০	১১০
১০	বিসিক উদ্যোক্তা মেলা-২০২৪	০১-১০ মার্চ, ২০২৪	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৫০	২৭.৮৭
১১	বিসিক উদ্যোক্তা মেলা-২০২৪	২৯ ফেব্রুয়ারি-০৯ মার্চ, ২০২৪	মানিকগঞ্জ	৪০	৪৩.৪৫
১২	বিসিক উদ্যোক্তা মেলা-২০২৪	০৮-১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪	গোপালগঞ্জ	৪০	৫০
১৩	বিসিক উদ্যোক্তা মেলা-২০২৪	০৯-১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪	কুড়িগ্রাম	৪১	৪০.৫
১৪	বিসিক উদ্যোক্তা মেলা-২০২৪	১৯-২৮ জানুয়ারি, ২০২৪	পাবনা	৫০	৮৭.৬
১৫	বিসিক উদ্যোক্তা মেলা-২০২৪	০৯-১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪	বরিশাল	৪২	৯৮.৫৯
১৬	বিসিক উদ্যোক্তা মেলা-২০২৪	০৮-১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪	কুমিল্লা	৪৬	৬৭.৫৫
১৭	বিসিক উদ্যোক্তা মেলা-২০২৪	০৮-১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪	পটুয়াখালী	৫০	৭৫.১৪
১৮	বিসিক উদ্যোক্তা মেলা-২০২৪	১৮-২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪	বরগুনা	৫০	৩৫.৪
১৯	বিসিক উদ্যোক্তা মেলা-২০২৪	০১-১০ মার্চ, ২০২৪	যশোর	৪৩	৪৫.৭৫
২০	অমর একুশে মেলা ২০২৪	১৩-২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪	বিটিআই, উত্তরা	৪৬	১২.৩
২১	বিসিক উদ্যোক্তা মেলা-২০২৪	২৮ ফেব্রুয়ারি-০৮ মার্চ, ২০২৪	দিনাজপুর	৪৫	১০১.৬৯

ক্রম	মেলার নাম	মেলার তারিখ	আয়োজনকারী	মোট স্টল	মোট বিক্রয় (লক্ষ টাকায়)
২২	বিসিক উদ্যোক্তা মেলা-২০২৪	০১-১০ মার্চ, ২০২৪	নওগাঁ	৫০	৬৩.৯৭
২৩	বিসিক উদ্যোক্তা মেলা-২০২৪	০৩-০৭ মার্চ ২০২৪	প্রধান কার্যালয়, বিসিক	৫০	২৬.১৪
২৪	বিসিক উদ্যোক্তা মেলা-২০২৪	২৮ মে-০৬ জুন, ২০২৪	রংপুর	৫০	৩৬.১৮
২৫	জামদানি মেলা	৩০ মার্চ-০৩ এপ্রিল, ২০২৪	প্রধান কার্যালয়, বিসিক	৩০	১৮
২৬	বিসিক উদ্যোক্তা মেলা-২০২৪	৩১ মার্চ-০৪ এপ্রিল, ২০২৪	প্রধান কার্যালয়, বিসিক	৫০	২৩.২১
২৭	বিসিক উদ্যোক্তা মেলা-২০২৪	০৫-১৪ মে, ২০২৪	কুষ্টিয়া	৪৭	৪৯.১৩
২৮	বিসিক উদ্যোক্তা মেলা-২০২৪	২৮ মে-০৬ জুন, ২০২৪	বিটিআই, উত্তরা	৩১	১৫.৫২
২৯	বিসিক হস্ত ও কুটির শিল্প মেলা-২০২৪	২৭ মে-০৫ জুন, ২০২৪	প্রধান কার্যালয়, বিসিক	৫০	২২.৩২
৩০	বিসিক উদ্যোক্তা মেলা-২০২৪	০৩ -১২ জুন, ২০২৪	খুলনা	৩৭	৬.৫৯
৩১	বিসিক উদ্যোক্তা মেলা-২০২৪	০২-১১ জুন, ২০২৪	হবিগঞ্জ	৩৮	১৮.১৯
৩২	বিসিক উদ্যোক্তা মেলা-২০২৪	০১-১০ জুন, ২০২৪	টাঙ্গাইল	৪৩	৪৯.২৩

৮.২ বিসিকের বিভিন্ন কার্যালয় কর্তৃক মেলায় অংশগ্রহণের তথ্য

ক্রম	মেলার নাম	মেলার তারিখ	অংশগ্রহণকারী কার্যালয়	আয়োজনকারী
০১	শচীন মেলা- ২০২৩	৩০-৩১ অক্টোবর ২০২৩	বিসিক জেলা কার্যালয়, কুমিল্লা	জেলা প্রশাসন, কুমিল্লা
০২	তথ্য মেলা- ২০২৩	০৬-০৭ নভেম্বর ২০২৩	বিসিক জেলা কার্যালয়, মাদারীপুর	জেলা প্রশাসন, মাদারীপুর
০৩	২৮তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা-২০২৪	২১ জানুয়ারি-২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪	বিসিক প্রধান কার্যালয়	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো
০৪	বৈশাখী মেলা-১৪৩১	১২ এপ্রিল-১১ মে	বিসিক জেলা কার্যালয়, চাঁদপুর	জেলা প্রশাসন, চাঁদপুর
০৫	লোকজ মেলা-২০২৪	১৪-১৬ এপ্রিল ২০২৪	বিসিক জেলা কার্যালয়, মাগুরা	জেলা প্রশাসন, মাগুরা
০৬	বৈশাখী মেলা-১৪৩১	১৪-২০ এপ্রিল ২০২৪	বিসিক জেলা কার্যালয়, গাইবান্ধা	জেলা প্রশাসন, গাইবান্ধা
০৭	বৈশাখী মেলা-১৪৩১	১৪ এপ্রিল ২০২৪	বিসিক জেলা কার্যালয়, নোয়াখালী	জেলা প্রশাসন, নোয়াখালী
০৮	সুলতান মেলা	১৫-২৯ এপ্রিল ২০২৪	বিসিক জেলা কার্যালয়, নড়াইল	জেলা প্রশাসন, নড়াইল

৮.৩ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মেলায় উদ্যোক্তাদের পণ্য বিক্রয়/প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে শুল্কমুক্ত প্রবেশের সুপারিশ প্রদান

ক্রম	মেলার নাম	মেলার তারিখ	মেলা আয়োজনের স্থান
০১	1st Naihati Expo-2023	২২ জুলাই-২০ আগস্ট ২০২৩	নৈহাটি রেলগ্রাউন্ড , উত্তর চব্বিশ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
০২	India International Mega Trade Fair (IIMTF)	১৮ আগস্ট-২৮ আগস্ট ২০২৩	NSIC Ground, Okhla Industrial Estate, New Delhi, India.
০৩	1st Moulali Expo-2023	০৫ সেপ্টেম্বর- ০৪ অক্টোবর ২০২৩	রামলীলা ময়দান, মৌলালি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

ক্রম	মেলার নাম	মেলার তারিখ	মেলা আয়োজনের স্থান
০৪	11th Handicraft Fair-2023	০২-০৮ অক্টোবর ২০২৩	সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ,কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা, ভারত।
০৫	72nd Park Circus Beniapukur United Puja Mela-2023	০১-১৯ নভেম্বর ২০২৩	পার্ক সার্কাস ময়দান, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
০৬	28th International Guwahati Trade Fair-2023	০১-১৯ নভেম্বর ২০২৩	Betkuchi, Guwahati, Assam, India
০৭	ইন্দো-বাংলা নোয়াখালী উৎসব-২০২৩	০৮-১০ ডিসেম্বর ২০২৩	পূর্বাঞ্চল সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, কলকাতা, ভারত।
০৮	Aspiration-2023	১৪-২৩ ডিসেম্বর ২০২৩	৩ রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
০৯	11th Karigar Haat-2023	২০-২৬ ডিসেম্বর ২০২৩	সেন্ট্রাল পার্ক, গলফ গ্রিন, কলকাতা, ভারত।
১০	9th Lokonandan Utsab-2023	২৫-৩১ ডিসেম্বর ২০২৩	হালতু নন্দিবাগান মাঠ, কলকাতা, ভারত।
১১	Antorjatik Gosai Parab (International Baul-Fakir folk festival)	২৪-২৮ জানুয়ারি ২০২৪	আরামবাগ, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
১২	3rd Newtown Utsab O Mela 2024	১৯ জানুয়ারি- ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪	City Square Ground, Newtown, West Bengal, India.
১৩	২৫তম আজাহার ফকিরের অমর মেলা-২০২৪	১৯-২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪	নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
১৪	17th Howrah Utsab 2024	২২মে-২১জুন ২০২৪	শংকর মাঠ গ্রাউন্ড, রামরাজাতলা, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
১৫	35th Bidhannagar Rathyatra Utsab-O-Mela 2024	২৮ জুন- ১৪ জুলাই ২০২৪	সেন্ট্রাল পার্ক ফেয়ার গ্রাউন্ড করুণাময়ী, সল্ট লেক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ , ভারত।

৮.৪ ২৮তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় সংরক্ষিত স্টল ক্যাটাগরিতে বিসিকের ২য় পুরস্কার অর্জন

গত ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে ২৮তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় সংরক্ষিত স্টল ক্যাটাগরিতে বিসিক ২য় পুরস্কার অর্জন করে। মেলাতে প্রদর্শিত বিসিকের পণ্য (জামদানি, শীতলপাটি, শতরঞ্জি, চামড়া ও পাটজাত পণ্য, মধু ইত্যাদি) ও সেবার মান দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করেছে। মেলায় বিসিকের প্যাভিলিয়নে ১৩ লক্ষ ৮৮ হাজার ২০০ টাকার পণ্য বিক্রয় হয় এবং ৭ লক্ষ ৫০ হাজার ৭০০ টাকার পণ্য ক্রয়াদেশ (প্রি-অর্ডার) পাওয়া যায়।

২৮তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় বিসিকের দৃষ্টিনন্দন ও আকর্ষণীয় স্টল

৮.৫ কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশে পর্যটন শিল্পের গুরুত্ব বিষয়ক সেমিনার

গত ৫ জুন, ২০২৪ তারিখে রাজধানীর শৈলপ্রপাত মিলনায়তন, পর্যটন ভবন, আগারগাঁও-এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের সহযোগিতায় বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) এই সেমিনারের আয়োজন করে। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিসিকের তৎকালীন চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব সঞ্জয় কুমার ভৌমিক। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব কামরুন নাহার সিদ্দীকা, অতিরিক্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়। সেমিনারে বিসিক ও ট্যুরিজম বোর্ডের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, শিল্প ও পর্যটন সংস্থা, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উদ্যোক্তা, শিক্ষাবিদ ও নীতি-নির্ধারকগণ উপস্থিত ছিলেন।

আয়োজিত সেমিনারের স্থিরচিত্র

৮.৬ বিসিক জামদানি মেলা

জামদানি তাঁতশিল্পীদের উৎপাদিত পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রয়ে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) এবং বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের যৌথ উদ্যোগে ৩০ মার্চ ২০২৪ থেকে ০৩ এপ্রিল ২০২৪ পর্যন্ত ০৫ দিনব্যাপী 'জামদানি মেলা-২০২৪' নলিনীকান্ত ভট্টশালী আর্ট গ্যালারি, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে আয়োজন করা হয়।

বিসিক এবং জাতীয় জাদুঘরের যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে ৩০ মার্চ ২০২৪ থেকে ০৩ এপ্রিল ২০২৪ পর্যন্ত ০৫ দিনব্যাপী আয়োজিত 'জামদানি মেলা-২০২৪' উদ্বোধন করেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সিনিয়র সচিব

৮.৭ মতিঝিলস্থ নকশা কেন্দ্রে মৃৎশিল্প প্রদর্শনী কেন্দ্র

গত ৩০ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে দেশের ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্পের ব্যাপক প্রচার, প্রসার, উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে রাজধানীর মতিঝিলস্থ বিসিক ভবনের পটুয়া কামরুল হাসান প্রদর্শন কক্ষে মৃৎশিল্প প্রদর্শনীর শুভ উদ্বোধন করা হয়। প্রদর্শনীতে বিসিকের নকশা কেন্দ্র হতে উদ্ভাবিত মৃৎশিল্প এবং বিভিন্ন অঞ্চল হতে সংগৃহীত ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্পগুলোর মধ্যে সংরক্ষিত প্রায় ৫৪১টি শিল্পকর্ম প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে।

মতিঝিলস্থ বিসিক ভবনের পটুয়া কামরুল হাসান প্রদর্শন কক্ষে মৃৎশিল্প প্রদর্শনীর স্থিরচিত্র

৮.৮ কারুশিল্পী পুরস্কার ১৪৩০

কারুশিল্পীদের সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী দক্ষতার স্বীকৃতি স্বরূপ বিসিক কর্তৃক দেশের ১০ জনকে কারুশিল্পী পুরস্কার প্রদান করা হয়। তাঁদের মধ্যে ১ জনকে শ্রেষ্ঠ কারুশিল্পী হিসেবে 'কারুরত্ন' ও বাকি ৯ জনকে 'কারুগৌরব' পুরস্কার দেওয়া হয়।

কারুশিল্পীদের তৈরিকৃত কারু পণ্য

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নে বিসিক

নবম অধ্যায়

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নে বিসিক

২০১৫ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭০তম অধিবেশনে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট '২০৩০ এজেন্ডা' গৃহীত হয়। সারা বিশ্বের মানুষের শান্তি, সমৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে '২০৩০ এজেন্ডা' এমন একটি কর্মপরিকল্পনা, যা বিশ্ব শান্তি জোরদার করবে এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র্যসহ সকল প্রকার বৈষম্যের অবসান ঘটাবে। অতি দারিদ্র্যসহ সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান ঘটানোই এখন বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ। আর এটাই হলো টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আগামী প্রায় দেড় দশক বিশ্বের সকল দেশ এই অভীষ্টগুলো বাস্তবায়নের কাজ করবে, যার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে জনগণের সকল ধরনের দারিদ্র্যের অবসান ঘটানো সম্ভব হবে।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের ধারাবাহিকতায় জাতিসংঘ ঘোষিত 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)' অর্জনে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। ২০১৬ সাল থেকে শুরু হওয়া এই অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনে বাংলাদেশ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২১-২০২৫), টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও এর লক্ষ্যমাত্রাসমূহকে সমন্বিত করেছে। এগুলো বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক দায়িত্ব বণ্টনে রোডম্যাপ প্রণয়ন করেছে। এছাড়া টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও এর লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিরূপণের জন্য একটি ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামোও প্রস্তুত করা হয়েছে। ২০১৬ সাল হতে বিসিক সরকার কর্তৃক বণ্টনকৃত কার্যক্রম অর্থাৎ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও এর লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বাস্তবায়নের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। নিম্নে বিসিকের এসডিজি বাস্তবায়ন পরিকল্পনার বর্তমান বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নে দেওয়া হলো।

	এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা	**কর্মসূচিসমূহ**	**ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতির হার**
লিড হিসেবে	৯.২ অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের প্রবর্ধন এবং জাতীয় পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০৩০ সালের মধ্যে কর্মসংস্থান ও জিডিপিতে শিল্পখাতের অংশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে এই খাতের অবদান দ্বিগুণ করা।	১. অ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্টস (এপিআই) শিল্পপার্ক (জানুয়ারি ২০০৮-জুন ২০২১)	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।
		২. বিসিক শিল্পনগরী, চুয়াডাঙ্গা (জুলাই ২০১৪-জুন ২০২১)	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।
		৩. রাজশাহী বিসিক শিল্পনগরী-২ (জুলাই ২০১৪-ডিসেম্বর ২০২১)	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।
		৪. বিসিক শিল্পপার্ক, টাঙ্গাইল (জুলাই ২০১৫-জুন ২০২৫)	৭৬.০০%
		৫. নরসিংদী বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ (জুলাই ২০১৫-জুন ২০২২)	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।
		৬. বিসিক শিল্পনগরী, রাউজান (জুলাই ২০১৬-জুন ২০২৩)	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।
		৭. মাদারীপুর বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ (জুলাই ২০১৬-জুন ২০২১)	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।

	এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা	কর্মসূচিসমূহ	ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতির হার
		৮. বরিশাল বিসিক শিল্পনগরীর অনুন্নত এলাকা উন্নয়ন এবং উন্নত এলাকার অবকাঠামো মেরামত ও পুনর্নির্মাণ (জানুয়ারি ২০১৭-ডিসেম্বর ২০২২)	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।
		৯. বিসিক শিল্পপার্ক, সিরাজগঞ্জ (জুলাই ২০১০-জুন ২০২৪)	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।
		১০. বিসিক শিল্পনগরী, বরগুনা (জুলাই ২০১১-ডিসেম্বর ২০২০)	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।
		১১. জামালপুর বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ (জুলাই ২০১৯-ডিসেম্বর ২০২০)	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।
		১২. বিসিক শিল্পনগরী, শ্রীমঙ্গল (জুলাই ২০১২-জুন ২০১৯)	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।
		১৩. বিসিক শিল্পনগরী, ভৈরব (জুলাই ২০১২-জুন ২০২২)	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।
		১৪. বিসিক শিল্পনগরী, ঝালকাঠি (জুলাই ২০১৪-জুন ২০১৯)	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।
		১৫. ধামরাই বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ (জানুয়ারি ২০১৫-ডিসেম্বর ২০১৯)	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।
		১৬. গোপালগঞ্জ বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ (জুলাই ২০১০-জুন ২০২০)	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।
		১৭. বিসিক শিল্পনগরী, কুমারখালী, কুষ্টিয়া (জুলাই ২০১০-জুন ২০১৭)	প্রকল্পটি বাতিল করা হয়েছে।
		১৮. বিসিক খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পনগরী, ঠাকুরগাঁও (জুলাই ২০২১-জুন ২০২৬)	৪০.৯৬%
	৯.৩ বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ক্ষুদ্র শিল্প ও অন্যান্য ব্যবসায়িক উদ্যোগের অনুকূলে আর্থিক সেবা গ্রহণের সুযোগ বাড়ানো এবং স্বল্পসুদে ঋণদানসহ সমন্বিত মূল্যশৃঙ্খল ও বাজার ব্যবস্থায় এদের অঙ্গীকার করা।	বিনিত ঋণ কর্মসূচি	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে- লক্ষ্যমাত্রা: ২৪৩৬.০০ লক্ষ টাকা বিতরণকৃত : ১৭৩০.৪০ লক্ষ টাকা আদায়যোগ্য: ১৮৯৬.৩০ লক্ষ টাকা আদায়কৃত : ১৭৮৬.৭৪ লক্ষ টাকা আদায়ের হার : ৯৪%

	এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা	কর্মসূচিসমূহ	ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতির হার
	৯.৪ ২০৩০ সালের মধ্যে বিশেষ সকল দেশের নিজস্ব সামর্থ্য অনুযায়ী অবকাঠামোর উন্নয়নসহ (সংযোজন কাজের মাধ্যমে) শিল্পকারখানার ব্যাপক সংস্কার সম্পন্ন করা, যাতে সেগুলো বর্ধিত সম্পদ ব্যবহার দক্ষতা এবং পরিচ্ছন্ন ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ও শিল্পপণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ার অধিকতর ব্যবহারের মাধ্যমে টেকসই শিল্পায়ন ধারা প্রসারণ ঘটতে পারে।	১. চামড়া শিল্পনগরী, ঢাকা (জানুয়ারি ২০০৩-জুন ২০২১)	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।
		২. বিসিক কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, মুন্সিগঞ্জ (জুলাই ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২৫)	৬৬.০০%
		৩.বিসিক বৈদ্যুতিক পণ্য উৎপাদন ও হালকা প্রকৌশল শিল্পনগরী (জুলাই ২০১৬-জুন ২০২২)	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।
		৪. বিসিক প্লাস্টিক শিল্পনগরী (জুলাই ২০১৫-ডিসেম্বর ২০২৫)	৪৩.১৯%
		৫. বিসিক মুদ্রণ শিল্পনগরী (জানুয়ারি ২০১৬-জুন ২০২৭)	২৭.৫৪%
কো-লিড হিসেবে	৮.২ উচ্চ মূল্য সংযোজনী ও শ্রমঘন খাতগুলোতে বিশেষ গুরুত্বপ্রদানসহ বহুমুখিতা, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও উদ্ভাবনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতার উচ্চতর মান অর্জন।	১. বিসিকের ৪টি নৈপুণ্য বিকাশ কেন্দ্রের পুনর্নির্মাণ ও আধুনিকায়ন (জানুয়ারি ২০১৫-ডিসেম্বর ২০১৯)	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।
		২. শতরঞ্জি শিল্পের উন্নয়ন, রংপুর-২য় পর্যায় (জুলাই ২০১৬-জুন ২০২০)	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।
		৩. বিসিকের ৮টি শিল্পনগরী মেরামত ও পুনর্নির্মাণ (জানুয়ারি ২০২০-ডিসেম্বর ২০২৫)	৬১.২২%
		৪. তেজগাঁও-এ বিসিকের বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ (জুলাই ২০১৫-ডিসেম্বর ২০২০)	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।
এসোসিয়েট হিসেবে	১.২ জাতীয় সংজ্ঞানুযায়ী চিহ্নিত যে কোনো ধরনের দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাসকারী সকল বয়সের নারী, পুরুষ ও শিশুর সংখ্যা ২০৩০ সালের মধ্যে কমপক্ষে অর্ধেকে নামিয়ে আনা।	১. Poverty Reduction through Inclusive & Sustainable Markets (PRISM) (জানুয়ারি ২০১৫-ডিসেম্বর ২০২৪)	৭৪%
	২.২ ২০২৫ সালের মধ্যে অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সি খর্বকায় বিকাশরুদ্ধ শিশুবিষয়ক আন্তর্জাতিকভাবে সম্মত সকল অভীষ্ট অর্জন এবং কিশোরী, গর্ভবতী ও স্তনদায়ী নারী ও বয়স্ক জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা পূরণসহ ২০৩০ সালের মধ্যে সকল ধরনের অপুষ্টির অবসান।	১. আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মৌচাষ উন্নয়ন	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।
		২. সর্বজনীন আয়োডিনযুক্ত লবণ তৈরি কার্যক্রমের মাধ্যমে আয়োডিন ঘাটতি পূরণ-৩য় পর্যায় (জুলাই ২০১১-ডিসেম্বর ২০১৮)	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।

কতিপয় উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বিসিকের অর্জনসমূহ

দশম অধ্যায়

কতিপয় উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বিসিকের অর্জনসমূহ

১০.১ ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) পণ্য

জিআই হলো ভৌগোলিক নির্দেশক চিহ্ন যা কোনো পণ্যের একটি নির্দিষ্ট উৎপত্তিস্থলের কারণে এর খ্যাতি বা গুণাবলি নির্দেশ করতে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত জিআইতে উৎপত্তিস্থলের নাম (শহর, অঞ্চল বা দেশ) অন্তর্ভুক্ত থাকে। জিআই (GI)-এর পূর্ণরূপ হলো (Geographical Indication) ভৌগোলিক নির্দেশক। WIPO (World Intellectual Property Organization) হলো জিআই পণ্যের স্বীকৃতি দানকারী প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশের শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি) কর্তৃক জিআই পণ্য নিবন্ধনের কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

কোনো একটি দেশের মাটি, পানি, আবহাওয়া এবং ঐ জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি যদি কোনো একটি পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তাহলে সেটিকে ঐ দেশের ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। অর্থাৎ সেই পণ্য শুধু ঐ এলাকা ছাড়া অন্য কোথাও উৎপাদন করা সম্ভব নয়। কোনো পণ্য জিআই স্বীকৃতি পেলে পণ্যগুলো বিশ্বব্যাপী ব্র্যান্ডিং করা সহজ হয়। পণ্যগুলোর আলাদা কদর থাকে, ঐ অঞ্চল বাণিজ্যিকভাবে পণ্যটি উৎপাদন করার অধিকার এবং আইনি সুরক্ষা পায়। যেমন : ঢাকাই জামদানি একসময় শুধু ঢাকার কারিগররাই উৎপাদন করতে পারতেন। আর ঢাকার আবহাওয়াও এ জামদানি তৈরির জন্য উপযোগী ছিল। ফলে যুগের পর যুগ তারা এ জামদানি তৈরি করে এসেছে যা পৃথিবীজুড়ে স্বীকৃত।

জামদানি: বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো জিআই পণ্য হিসেবে ২০১৬ সালে স্বীকৃতি পেয়েছিল জামদানি। ফলে এ পণ্যে বাংলাদেশের মালিকানাস্বত্ব আইনগতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এরপর ২০১৭ সালে ইলিশ, ২০১৯ সালে খিরসাপাতি আম, ২০২০ সালে ঢাকাই মসলিন এবং ২০২১ সালে রাজশাহী সিল্ক, রংপুরের শতরঞ্জি, কালিজিরা চাল, দিনাজপুরের কাটারীভোগ চাল এবং নেত্রকোনার সাদামাটি মোট ৫টি পণ্যকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ২০২২ সালে নতুন নিবন্ধিত জিআই পণ্য হলো বাগদা চিংড়ি ও বাংলাদেশের ফজলি আম যা বাংলাদেশের দশম ও এগারোতম পণ্য হিসেবে জিআই সনদ লাভ করে। বাংলাদেশের জিআই পণ্যের নিবন্ধন ও সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার 'ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৩' প্রণয়ন করেছে।

শতরঞ্জি: বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পণ্য রংপুরের 'শতরঞ্জি' বাংলাদেশের ৭ম স্বীকৃতিপ্রাপ্ত জিআই পণ্য হিসেবে ২০২১ সালে নিবন্ধন সনদ লাভ করে। এতে এ সকল পণ্যে বাংলাদেশের মালিকানাস্বত্ব আইনগতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্বে ভবিষ্যতে শতরঞ্জির একচেটিয়া বাজার তৈরি হবে।

শীতলপাটি: পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি)-এর নির্দেশনা অনুযায়ী 'জিআই পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন-২০১৩'-এর আওতায় নিবন্ধনের লক্ষ্যে বিসিক কর্তৃক 'বাংলাদেশের শীতলপাটি' শিরোনামে একটি জার্নাল প্রস্তুতপূর্বক ডিপিডিটি বরাবর শীতলপাটির জি আই নিবন্ধনের আবেদন দাখিল করা হয়। গত ৩১ আগস্ট ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশের 'শীতলপাটি'-কে ১২তম ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (জিআই) হিসেবে নিবন্ধনের সনদ পেয়েছে বিসিক। দীর্ঘদিন ধরেই গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী শিল্প শীতলপাটির উদ্যোক্তাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে সহযোগিতা করে আসছিল বিসিক।

বিসিকের জিআই পণ্য হিসাবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত:-

জামদানি

শতরঞ্জি

শীতল পাটি

১০.২ চামড়া সংরক্ষণে বিসিকের কার্যক্রম

“জাতীয় সম্পদ চামড়া রক্ষা করবো আমরা" এই স্লোগানকে সামনে রেখে পবিত্র ঈদ উল আযহা ২০২৪ এ কোরবানিকৃত সকল পশুর চামড়া সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় লবণ স্বল্পমূল্যে সারাদেশে নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করার পাশাপাশি সঠিকভাবে চামড়া ছাড়ানো ও কাঁচা চামড়া সংরক্ষণ পদ্ধতি বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

পবিত্র ঈদুল-আজহা ২০২৪ উপলক্ষ্যে সঠিক উপায়ে কাঁচা চামড়া সংগ্রহ ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে বিসিক জেলা কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ নিম্নোক্ত কার্যক্রম পালন করেছেন:

১. পশুর হাটে প্রচার-প্রচারণা কার্যক্রমের অংশ হিসাবে ব্যানার প্রদর্শন ও লিফলেট বিতরণ করা হয়;
২. ঈদুল-আজহাকালীন কাঁচা চামড়া সংগ্রহ ও সংরক্ষণ সংশ্লিষ্ট সমস্যা সমাধানে উদ্যোক্তাদের সেবা প্রদানে ২৪ঘন্টা বিসিকের হটলাইন নম্বর চালু রাখা হয়;
৩. কুরবানির পশুর হাটসহ মাদ্রাসা ও এতিমখানায় বিনামূল্যে লবণ বিতরণ করা হয়;
৪. কুরবানি পরবর্তী সময়ে বিসিক চামড়া শিল্পনগরী, ঢাকাস্থ ট্যানারিসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন ও মহামান্য হাইকোর্টের ৪ দফা নির্দেশনা প্রতিপালন নিশ্চিতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের সাথে বিসিকের কর্মকর্তাগণ দেড় মাসব্যাপী রোস্টার ডিউটি পালন করেন;
৫. জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে বিসিক জেলা কার্যালয়ের উদ্যোগে সমন্বয় সভা আয়োজন করা হয়;
৬. লবণ মিল মালিক এবং চামড়া ব্যবসায়ী ও আড়তদারদের হালনাগাদ তালিকা প্রদান;
৭. বিসিক চামড়া শিল্পনগরীতে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরনের লক্ষ্যে সবার জেলা পুলিশের সাথে সভা আয়োজন;
৮. লবণ সরবরাহ নিশ্চিতকরণে লবণ মিল মালিকদের সাথে বিসিক চেয়ারম্যান মহোদয়ের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়;
৯. বিসিক চামড়া শিল্পনগরী, ঢাকায় অবস্থিত ট্যানারি এলাকায় নিরাপত্তা জোরদারকরণের লক্ষ্যে সার্বক্ষণিকভাবে ‘শিল্পাঞ্চল পুলিশ’ মোতায়েন করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অনুরোধ জ্ঞাপন করা হয়েছে।
১০. কুরবানিকালীন ঢাকা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ঢাকা জেলার ১৮টি পশুর হাটে স্থাপিত বুথে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণের সাথে বিসিকের ২২ জন কর্মকর্তা মোট ০৩দিন চামড়া সংগ্রহ ও সংরক্ষণ সংশ্লিষ্ট প্রচার প্রচারণাসহ তথ্য সেবা প্রদান করেন।

চামড়া সংরক্ষণ কার্যক্রমের স্থিরচিত্র

১১. বিসিক চেয়ারম্যান-এর সভাপতিত্বে বিসিক চামড়া শিল্পনগরী, ঢাকায় বিদ্যুৎ সংশ্লিষ্টজনদের নিয়ে অংশীজন সভা আয়োজনপূর্বক সার্বক্ষণিকভাবে Dedicated লাইনের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতের দ্বারা ট্যানারিসমূহের উৎপাদন ও তরল বর্জ্য পরিশোধনে লোড শেডিং-এর বিরূপ প্রভাব হ্রাস নিশ্চিত করা হয়।

১২. স্থানীয় পর্যায়ে পশুর চামড়া সংরক্ষণ ও ট্যানারিতে প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং চাহিদা অনুযায়ী লবণ সরবরাহ নিশ্চিত করতে বিসিক চেয়ারম্যান মহোদয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে কেন্দ্রীয় মনিটরিং কমিটি গঠন এবং কন্ট্রোল রুম স্থাপন করা হয়।

১৩. ঈদুল-আজহায় চামড়া সংগ্রহ ও সংরক্ষণ কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য আন্তরিক সহযোগিতা এবং দিকনির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে চেয়ারম্যান, বিসিক কর্তৃক সকল বিভাগীয় কমিশনার এবং সকল জেলার জেলা প্রশাসকগণকে ডিও লেটার প্রেরণ করা হয়।

১৪. সুষ্ঠু মনিটরিং ও কর্মপরিকল্পনা তৈরির লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে উপজেলাভিত্তিক কাঁচা চামড়া সংগ্রহ ও সংরক্ষণ সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী ও প্রতিষ্ঠানের তালিকা, মাদ্রাসা ও এতিমখানার সংখ্যা, বার্ষিক ও কুরবানিকালীন সংগৃহীত পশুর চামড়ার (গরু, মহিষ, ভেড়া) সংখ্যা প্রভৃতি তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

১০.৩ উদ্ভাবনী কার্যক্রম

সাল	উদ্ভাবনী ধারণা	প্রয়োগ কৌশল	উদ্ভাবনের ফলে সাধিত পরিবর্তন
১	২	৩	৪
২০২৩-২০২৪	Developing ‘Enterprise Resource Planning (ERP) software’ for Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation (BSCIC)	হিসাব ও অর্থ বিভাগের নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম অটোমেশন করা হবে ▪ বাজেট ব্যবস্থাপনা ▪ আর্থিক কার্যাবলী ▪ প্রভিডেন্ট ফান্ড ব্যবস্থাপনা ▪ ঋণ ব্যবস্থাপনা	ইআরপি সফটওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে বিসিকের আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম পরিচালনা সহজসাধ্য হবে ও স্বচ্ছতা লাভ করবে: ▪ বাজেটের সঠিক ও দ্রুত বরাদ্দপ্রাপ্তি নিশ্চিত করবে ▪ আর্থিক কার্যাবলী স্বচ্ছতার সাথে পরিচালিত হবে ▪ প্রভিডেন্ট ফান্ড এর অর্থ প্রদান ও গ্রহণ সহজসাধ্য হবে ▪ ঋণ ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং কার্যক্রম গতিশীলতা পাবে

১০.৪ গবেষণা কার্যক্রম

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) কর্তৃক ০২ (দুই)টি গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়েছে। যার একটি বিসিক প্রধান কার্যালয়ের ‘গবেষণা শাখা’ কর্তৃক সম্পন্ন হয় এবং অপরটি বিসিক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট (বিটিআই) এর ‘গবেষণা ও পরামর্শ দান অনুষদ’ কর্তৃক সম্পন্ন হয়।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বিসিক প্রধান কার্যালয়ের পরিকল্পনা ও গবেষণা বিভাগের গবেষণা শাখার জন্য **‘‘বাংলাদেশের চামড়া শিল্পের বর্তমান অবস্থা, চ্যালেঞ্জসমূহ ও উত্তরণের উপায়”** শীর্ষক গবেষণা কর্মটির খসড়া গবেষণা প্রতিবেদন বিসিক ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। এই গবেষণার মাধ্যমে চামড়া শিল্পের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে। চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের প্রক্রিয়াকরণ, উৎপাদন, এবং রপ্তানি বিষয়ক বিশদ তথ্য তুলে ধরা হবে। পাশাপাশি, চামড়া শিল্পের শ্রমিকদের কাজের পরিবেশ, স্বাস্থ্য ঝুঁকি, নিরাপত্তা, এবং তাদের অধিকার সম্পর্কেও বিস্তারিত তথ্য উঠে আসবে। গবেষণাটি কমপ্লায়েন্স অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলো সনাক্ত করবে এবং শিল্পের প্রধান প্রতিবন্ধকতাগুলো চিহ্নিত করবে। এসব বাধা অতিক্রম করে চামড়া শিল্পের উন্নয়নে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া উচিত, তা সম্পর্কেও অন্তর্দৃষ্টি পাওয়া যাবে। সার্বিকভাবে, এই গবেষণার তথ্য চামড়া শিল্প সম্পর্কিত নীতিমালা প্রণয়নে সহায়তা করবে।

এছাড়া বিসিক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট (বিটিআই) কর্তৃক **"স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে সিএমএসএমই খাতের ভূমিকা: প্রেক্ষিত চতুর্থ শিল্প বিপ্লব"** গবেষণা সম্পাদিত হয়। গবেষণাটিতে বাংলাদেশকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের অংশীদার করার লক্ষ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (SDG) অনুযায়ী প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ সাধন করার উদ্দেশ্যে একটি রোডম্যাপ তৈরি করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। কটেজ, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি (সিএমএসএমই) শিল্পখাতের অভূতপূর্ব উন্নয়নের মাধ্যমে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব দ্বারা আনীত অকল্পনীয় পরিবর্তনের মধ্যে কিভাবে বাংলাদেশ ঈর্ষনীয় সাফল্য অর্জন করতে পারে তা অনুসন্ধান করা ছিল গবেষণাটির প্রধান লক্ষ্য। গবেষণা কার্যক্রমে সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে সিএমএসএমই খাতের গুরুত্ব, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সাথে সামঞ্জস্যপুর্ণ প্রযুক্তিগত জ্ঞানের ঘাটতি এবং প্রতিবন্ধকতা নিরসনকল্পে প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য সুনির্দিষ্ট কৌশল অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়।

১০.৫ বিসিকের আর্থিক অনুদান তহবিল হতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আর্থিক অনুদান মঞ্জুর

বিসিকে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের আর্থিক কল্যাণের জন্য জুলাই ২০২৩ মাসে "বিসিকের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আর্থিক অনুদান নীতিমালা" অনুমোদিত ও প্রকাশিত হয়। উক্ত নীতিমালার আলোকে আর্থিক অনুদান তহবিল হতে ৫টি খাতে অনুদান মঞ্জুর করা হয়। নিম্নে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে মঞ্জুরকৃত অনুদানের খাত ও অনুদানের পরিমাণ উল্লেখ করা হলো :

ক) বিধবা ভাতা বাবদ অনুদান মঞ্জুর

বিসিকে কর্মরত অবস্থায় যে সকল পুরুষ কর্মকর্তা- কর্মচারী মৃত্যুবরণ করেন, তাদের বিধবা স্ত্রীকে পূর্বের নীতিমালা অনুযায়ী বিধবা ভাতা অনুদান মঞ্জুর করা হতো। কিন্তু নীতিমালায় ত্রুটি, তহবিল সঙ্কটসহ নানাবিধ কারণে দীর্ঘ প্রায় ১০ বছর অনুদান প্রদান প্রক্রিয়া বন্ধ থাকে। বিসিক বোর্ড শাখার উদ্যোগে জুলাই ২০২৩ মাসে নতুনভাবে প্রণীত "বিসিকের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আর্থিক অনুদান নীতিমালা" অনুমোদিত হলে অসহায় বিধবাদের অনুদান মঞ্জুরের পথ সুগম হয়। বিধবাগণ যেন ঘরে বসেই অনুদানের টাকা পান সে জন্য বোর্ড শাখার উদ্যোগে ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেম নগদের সাথে গত ০৬/০৬/২০২৪ খ্রি. তারিখ বিসিক একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে। উক্ত সমঝোতা স্মারকের ভিত্তিতে বিধবাগণ কর্তৃক প্রাপ্ত ভাতার টাকা ক্যাশ আউটকালীন একটি বিশেষ আর্থিক সুবিধাও প্রাপ্য হবেন। গত ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ৭২ জন বিধবা স্ত্রীকে প্রতি মাসে ১৫০০/- টাকা হারে অনুদান প্রদান করা হয়।

খ) মৃত ব্যক্তির দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বাবদ অনুদান মঞ্জুর

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বিসিকে কর্মরত যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী কিংবা তাদের উপর নির্ভরশীল পিতা/মাতা/সন্তান মৃত্যুবরণ করেছেন, সে সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারী /নমিনিকে মঞ্জুরিকৃত মোট অনুদানের পরিমাণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

ক্র.	বিবরণ	সংখ্যা	অনুদানের পরিমাণ	মঞ্জুরিকৃত অনুদান
১.	কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী কর্মকর্তা/ কর্মচারী	০৮ জন	৩০,০০০/- (জনপ্রতি)	২,৪০,০০০/-
২.	কর্মকর্তা/ কর্মচারীর উপর নির্ভরশীল মৃত পিতা/মাতা/সন্তান	১১ জন	১০,০০০/-(জনপ্রতি)	১,১০,০০০/-
সর্বমোট		**১৯জন**	**-**	**৩,৫০,০০০/-**

গ) বিসিকে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীর চিকিৎসা বাবদ অনুদান মঞ্জুর

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বিসিকে কর্মরত যে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী চিকিৎসা বাবদ আর্থিক অনুদান প্রাপ্ত হয়েছেন, তাদের সংখ্যা ও মঞ্জুরিকৃত মোট অনুদানের পরিমাণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

অনুদানের খাত	প্রাপ্যতার যোগ্যতা	আবেদনকারীর সংখ্যা	অনুদানের পরিমাণ (জনপ্রতি)	মোট
চিকিৎসা (নিজ ও পরিবার)	নিজ বা পরিবারের অসুস্থতা	১৮ জন	৫,০০০/-	৯০,০০০/-
		১৯ জন	১০,০০০/-	১,৯০,০০০/-
		০৪ জন	১৫,০০০/-	৬০,০০০/-
		২১ জন	২০,০০০/-	৪,২০,০০০/-
সর্বমোট		**৬২ জন**	-	**৭,৬০,০০০/-**

ঘ) আর্থিক সঙ্কটগ্রস্থ কর্মচারীর মেয়ের বিয়ে বাবদ অনুদান মঞ্জুর :

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বিসিকে কর্মরত আর্থিক সঙ্কটগ্রস্থ ১২জন কর্মচারীর মেয়ের বিয়ে বাবদ জনপ্রতি ২০,০০০/- করে সর্বমোট ২,৪০,০০০/- টাকা অনুদান মঞ্জুর করা হয়েছে।

ঙ) এসএসসি/সমমান, এইচএসসি/সমমান এবং স্নাতক/সমমানের পরীক্ষায় ফলাফলের ভিত্তিতে শিক্ষা/মেধাবৃত্তি মঞ্জুর :

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বিসিকে কর্মরত যে সকল কর্মকর্তা- কর্মচারীর সন্তানগণ শিক্ষা/মেধাবৃত্তি বাবদ আর্থিক অনুদান প্রাপ্ত হয়েছেন, তাদের সংখ্যা ও মঞ্জুরিকৃত মোট অনুদানের পরিমাণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

ক্র.	পরীক্ষার নাম	প্রাপ্ত জিপিএ	সংখ্যা	অনুদান (জনপ্রতি)	সর্বমোট অনুদানের পরিমাণ
০১.	এস.এস.সি/সমমান	এ প্লাস	২১জন	১২,০০০/-	২,৫২,০০০/-
		এ	২৩জন	৮,০০০/-	১,৮৪,০০০/-
০২.	এইচ.এস.সি/সমমান	এ প্লাস	১৩জন	১২,০০০/-	১,৫৬,০০০/-
		এ	১৬জন	৮,০০০/-	১,২৮,০০০/
০৩.	অনার্স/সমমান	৩.৫০ এবং তদুর্ধ্ব	১৪জন	২০,০০০/-	২,৮০,০০০/-
		সর্বমোট	**৮৭ জন**	-	**১০,০০,০০০/-**

১০.৬ জীবন বীমা কর্পোরেশনকে গোষ্ঠীবীমা চুক্তির প্রিমিয়াম প্রদান ও বীমা দাবীর অর্থ আদায়

বিসিকে কর্মরত অবস্থায় কোনো কর্মকর্তা/ কর্মচারী মৃত্যুবরণ করলে গোষ্ঠীবীমার আওতায় জীবন বীমা কর্পোরেশন থেকে মৃত কর্মকর্তা/ কর্মচারী কর্তৃক নির্ধারিত নমিনি এককালীন অর্থ প্রাপ্ত হন (সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ কর্মচারী র সর্বশেষ মূল বেতনের ২৪ গুণ)। এ লক্ষ্যে প্রতি অর্থবছরের ন্যায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরেও বিসিকের বোর্ড শাখা কর্তৃক জীবন বীমা কর্পোরেশনকে গোষ্ঠীবীমা চুক্তির অংশ হিসেবে বিসিকে কর্মরত মোট ১৪৯০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর নামের তালিকা ও তার ভিত্তিতে ৯.৫০ টাকা হারে ৭৯,৮৩,৭৩৯/- (উনআশি লক্ষ তিরাশি হাজার সাতশত উনচল্লিশ টাকা) প্রিমিয়াম প্রদান করা হয়। এছাড়া মৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বীমা দাবি হিসেবে জীবন বীমা কর্পোরেশন হতে ৮ জন মৃত কর্মকর্তা-কর্মচারীর পক্ষে ৪৪,৩১,৬০০/- (চুয়াল্লিশ লক্ষ একত্রিশ হাজার ছয়শত) টাকা আদায় করা হয়।

১০.৭ ২০২২-২৩ অর্থবছরে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের মধ্যে এপিএ'তে বিসিকের ৩য় স্থান অর্জন

২০২২-২৩ অর্থবছরে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের মধ্যে বিসিক এপিএ'তে ৩য় স্থান অর্জন করে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের এপিএ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বিসিক চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব) জনাব কামরুন নাহার সিদ্দীকা বিসিকের পক্ষে পুরস্কার গ্রহণ করেন।

১০.৮ বিসিক শুদ্ধাচার পুরস্কার-২০২৪ প্রদান

শুদ্ধাচার চর্চা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে সরকার ২০১২ সালে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করেছে। এই জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে ২০১৬ সালের জুলাই মাস হতে শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়নের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করা হয়। বিসিকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর হতে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কার্যক্রম চালু করা হয়। পরবর্তীকালে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনায় প্রথমবারের মতো সম্পাদিত কাজের বিপরীতে নম্বর প্রদান ও মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু করা হয়।

জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান (সংশোধন) নীতিমালা-২০২১ অনুযায়ী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে শুদ্ধাচার চর্চার প্রণোদনা হিসেবে শুদ্ধাচার বাছাই কমিটির মূল্যায়নের ভিত্তিতে ৪টি ক্যাটাগরিতে ৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী বিসিক শুদ্ধাচার পুরস্কার-২০২৪ এর জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। এরা হলেন জনাব মো: রেজাউল আলম সরকার, আঞ্চলিক পরিচালক, বিসিক, রাজশাহী; জনাব নাসরিন সুলতানা, উপ-ব্যবস্থাপক, বিপণন বিভাগ; জনাব দীপিকা রায়, উপপ্রধান মেডিকেল অফিসার, মেডিকেল শাখা; জনাব মো: সেলিম মিয়া, উচ্চমান সহকারী, পরিচালক (দক্ষতা ও প্রযুক্তি মহোদয়ের দপ্তর); জনাব পারভেজ হোসাইন, অফিস সহায়ক, চেয়ারম্যান মহোদয়ের দপ্তর এবং জনাব মো: আব্দুর রব, ফটোকপি অপারেটর, উপকরণ শাখা, সংযুক্ত: পরিচালক (প্রশাসন) মহোদয়ের দপ্তর, বিসিক, ঢাকা। **মনোনীত প্রত্যেককে একটি ক্রেস্ট, একটি সনদপত্র ও ০১ (এক) মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয়।**

বিসিকের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা
ও
চ্যালেঞ্জসমূহ

একাদশ অধ্যায়

বিসিকের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা ও চ্যালেঞ্জসমূহ

১১.১ পদ্মা সেতুকেন্দ্রিক বিসিকের টেকসই শিল্পায়নের উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা

১. ভূমিকা

পদ্মাসেতুর বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১ জেলার সাথে উত্তর, উত্তর-পূর্ব ও মধ্যাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থায় ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। পদ্মাসেতু নির্মাণের ফলে দেশের ২৯% এলাকা জুড়ে ৫ কোটি জনগণ প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হচ্ছেন। পদ্মা সেতু নির্মাণের ফলে আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে উন্নয়নের নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। কৃষকরা উৎপাদিত পচনশীল পণ্য সহজে ও ন্যায্যমূল্যে বাজারজাতকরণ করতে পারছেন। বিনিয়োগের নতুন ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে; গড়ে উঠছে নতুন নতুন শিল্প-কারখানা।

২. দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বিসিকের বিদ্যমান কার্যক্রম

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বর্তমানে বিসিকের ২১টি জেলা কার্যালয়, ২১টি শিল্পনগরী, ২টি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ২টি মৌচাষে কারিগরি সহায়তা প্রদান ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে।

৩. পদ্মাসেতু কেন্দ্রিক বিসিকের চলমান (৩টি) ও বাস্তবায়িত (১টি) প্রকল্প

৩.১ বিসিক কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, মুন্সীগঞ্জ

ঢাকা মহানগরীর বিশেষ করে পুরাতন ঢাকার কেমিক্যাল কারখানা ও গোডাউনসমূহ একটি পরিবেশ বান্ধব এবং অপেক্ষাকৃত কম জনবহুল স্থানে স্থানান্তর/স্থাপনের লক্ষ্যে সকল প্রকার অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা সম্বলিত একটি কেমিক্যাল পল্লি গড়ে তোলার লক্ষে মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলায় ১,৪৫,৪৮০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩০৮.৩৩ একর জমিতে “বিসিক কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, মুন্সিগঞ্জ (২য় সংশোধিত)' প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ছিলো ১১২২৫.০০ লক্ষ টাকা যার মধ্যে ১১১৪২.০৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। প্রকল্পের শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৮৯৩৩১.২৬লক্ষ টাকা। শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৬১.৪০% এভং ভৌত অগ্রগতি ৬৫% । প্রকল্পের ৩০৮.৩৩ একর জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের চলমান কাজের মধ্যে ভূমি উন্নয়ন কাজ ৭০% এবং বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ কাজ ৫৫% সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্রতক্ষ ১৪৮৩টি শিল্পপ্লটে শিল্প ইউনিট স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি হবে যার মাধ্যমে আনুমানিক ৫০,০০০ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৩.২ বিসিক প্লাস্টিক শিল্পনগরী, মুন্সীগঞ্জ :

মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলায় বিসিক প্লাস্টিক শিল্পনগরী, মুন্সিগঞ্জ (৩য় সংশোধিত) প্রকল্পটি ৫০৯০০.০০ লক্ষ টাকায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন মেয়াদ জুলাই ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত। প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের প্রশাসনিক আদেশ জারির জন্য মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ছিলো ৫৩.০০ লক্ষ টাকা যার মধ্যে ৫২.১০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়। প্রকল্পের শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২১৯৮২.৭০ লক্ষ টাকা। শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৪৩.১৯%। প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন না হওয়ায় কোন ভৌত অগ্রগতি নেই। প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন কাজের চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়েছে। শিল্পনগরীটি স্থাপিত হলে প্রত্যক্ষ ৩৯১টি প্লটে শিল্প কারখানা স্থাপিত হবে যার মাধ্যমে আনুমানিক ১৮,০০০ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৩.৩ বিসিক মুদ্রণ শিল্পনগরী, মুন্সীগঞ্জ :

ঢাকা ও অন্যান্য শহরে অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠা মুদ্রণ শিল্প কারখানাসমূহ একটি সুবিধাজনক পরিবেশবান্ধব স্থানে স্থানান্তরসহ শিল্প স্থাপনে যাবতীয় সহযোগিতা প্রদানের লক্ষে বিসিক মুদ্রণ শিল্পনগরী স্থাপন প্রকল্প, মুন্সিগঞ্জ (২য় সংশোধিত) প্রকল্পটি মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলায় ৪৪৮ কোটি ১৮ লক্ষ টাকায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নকাল জানুয়ারি ২০১৬- জুন ২০২৭। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ছিলো ৩১২৫.০০ লক্ষ টাকা যার মধ্যে ৩১১৯.৮৭ লক্ষ

টাকা ব্যয় করা হয়েছে। প্রকল্পের শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১২৩৪৩.৪৫ লক্ষ টাকা। শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৪৬.৬৬%। প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন কাজের দরপত্র আহব্বান করত NOA ইস্যু করা হয়েছে। প্রকল্পের জন্য চিঠি মোতাবেক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে শিল্পপ্লট স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি হবে যার মাধ্যমে আনুমানিক ৩০,০০০ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৩.৪ বরিশাল বিসিক শিল্পনগরীর অনুন্নত এলাকা উন্নয়ন এবং উন্নত এলাকার অবকাঠামো মেরামত ও পুনর্নির্মাণ

ক্রমবর্ধমান শিল্পায়নের পরিপ্রেক্ষিতে বিসিক বরশাল শিল্পনগরীর উন্নত এলাকার অবকাঠামো মেরামত ও পুনর্নির্মাণ এবং অনুন্নত এলাকা উন্নয়নের মাধ্যমে ১০০টি নতুন শিল্পপ্লট নির্মাণের লক্ষ্যে ৫৫১৮.১১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পটিতে ১০০ টি শিল্পপ্লটের সংস্থান রয়েছে যেখানে প্রত্যক্ষ আনুমানিক ১০০টি শিল্প ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে আনুমানিক ২,৫০০ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। শিল্পনগরীতে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন ও স্থানীয় মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হবে এবং দেশের সামগ্রিক জিডিপি প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে।

৪. পদ্মাসেতু কেন্দ্রিক বিসিকের প্রক্রিয়াধীন প্রকল্প

৪.১ বিসিক নগরকান্দা শিল্পপার্ক, ফরিদপুর :

বিসিক ফরিদপুর জেলার নগরকান্দায় ৫০ একর জায়গা নিয়ে একটি শিল্পপার্ক স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করছে। ইতোমধ্যে জেলা প্রশাসন, ফরিদপুর হতে জমিপ্রাপ্তির সম্মতিপত্র পাওয়া যায়। বিসিক জেলা কার্যালয়, ফরিদপুর হতে ৫০ একর জমির মৌজা ম্যাপ পাওয়া গেছে। প্রকল্পের লে-আউট, ড্রয়িং- ডিজাইন ও পূর্ত কাজের ব্যয় প্রাক্কলন সম্পন্নপূর্বক ডিপিপি প্রণয়ন করে গত ২৬-০৫-২০২৪ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে ১০-০৭-২০২৪ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয়ে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়।

৪.২ বিসিক ফাউন্ড্রি, অটোমোবাইল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, যশোর

ফাউন্ড্রি শিল্প, হালকা প্রকৌশল ও অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর অন্যতম বড়ো হাব হচ্ছে যশোর জেলা। এসব প্রতিষ্ঠান যাতে পরিবেশবান্ধব শিল্প এলাকায় গড়ে উঠতে পারে সেজন্য বিসিক যশোর জেলায় ৪১০.০৮ একর আয়তনের একটি শিল্পপার্ক স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পাদনের লক্ষ্যে ২১-০৩-২০২৪ তারিখ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পাদনের পর ডিপিপি শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ফাউন্ড্রি, অটোমোবাইল এবং হালকা প্রকৌশল শিল্প খাতে আনুমানিক ২ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৪.৩ বিসিক শিবচর শিল্পপার্ক, মাদারীপুর

৩৫০ একর জায়গায় প্রস্তাবিত শিল্পপার্কটি একটি মাল্টি-সেক্টরাল শিল্পপার্ক হিসেবে গড়ে উঠবে। পদ্মাসেতু চালু হওয়ায় মাদারীপুরের শিবচর উপজেলা বিনিয়োগকারীদের জন্য সবচেয়ে আকর্ষণীয় জায়গায় পরিণত হচ্ছে। এ বাস্তবতায় প্রকল্পের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় এবং প্রণীত ডিপিপি শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি ২৩-০৫-২০২২ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। এছাড়া জনবল অনুমোদনের প্রস্তাব ১৫-০৬-২০২২ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। প্রকল্পের অর্থায়নের ধরণ অনুমোদনের জন্য ১৭-১০-২০২৩ তারিখে সিনিয়র সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। জনবল ও অর্থায়নের প্রস্তাব অনুমোদনের পর ডিপিপি প্রক্রিয়াকরণ করা হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে আনুমানিক ১.৫০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৪.৪ বিসিক শিল্পপার্ক, নড়াইল

পদ্মাসেতুর ফলে ঢাকা থেকে নড়াইল যোগাযোগ অনেক সহজ হয়েছে। অধিকন্তু মংলা বন্দর চালু হওয়ায় বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে, দেশের রপ্তানি খাত সমৃদ্ধ হবে। এ বাস্তবতায় নড়াইল জেলায় ১০০ একর আয়তনের একটি শিল্পপার্ক স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে বিসিক। ডিপিপি প্রণয়ন করে ২৮-০৫-২০২৩ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক প্রকল্পটির সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদনের লক্ষ্যে ২১-০৩-২০২৪ তারিখ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। সম্ভাব্যতা সমীক্ষার খসড়া প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। খসড়া প্রতিবেদনের উপর ১৭-০৯-২০২৪ তারিখ পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর ডিপিপি পুনর্গঠন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে আনুমানিক ৫০ হাজার লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৪.৫ বিসিক শিল্পপার্ক, মাগুরা

পদ্মাসেতু চালু হওয়ায় দক্ষিণাঞ্চলের অন্যান্য জেলার মতো মাগুরা জেলার সাথে অন্যান্য জেলার যোগাযোগ সহজ হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে এ জেলায় অসংখ্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প কারখানা গড়ে উঠবে বলে আশা করা যায়। এ বিবেচনায় বিসিক ইতোমধ্যে ১০০ একর আয়তনের জায়গায় শিল্পপার্ক স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে প্রাথমিক ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়ছে। সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদনের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের কার্যক্রম চলমান। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে আনুমানিক ৫০ হাজার লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৪.৬ বিসিক শিল্পপার্ক, পিরোজপুর

দেশের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত পিরোজপুর জেলায় পরিবেশবান্ধব শিল্পায়নের লক্ষ্যে ৩০৯.৭৩ একর জায়গায় শিল্পপার্ক স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে শিল্পপার্ক স্থাপনে জেলা প্রশাসক হতে জমি প্রাপ্তির সম্মতিপত্র গ্রহণ করা হয়েছে। পিডব্লিউডি রেট শিডিউল-২০২২ অনুযায়ী নতুন করে ড্রয়িং, ডিজাইন এবং ব্যয় প্রাক্কলন করে ডিপিপি প্রণয়নের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে আনুমানিক ১.৫ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

৪.৭ বিসিক জাজিরা শিল্পপার্ক, শরীয়তপুর

বিসিক শিল্পপার্ক, জাজিরা, শরীয়তপুর স্থাপনের জন্য ৩০০ একর জমি চেয়ে বেজা বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলে বেজা থেকে জানানো হয় শরীয়তপুরে বেজার অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার কাজ সম্পন্ন হলে জায়গা বরাদ্দ দেয়া সম্ভব হবে।

এ সকল প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে এ অঞ্চলে হালকা প্রকৌশল শিল্প, খাদ্য ও খাদ্যজাত শিল্প, বস্ত্র শিল্প, বনজ শিল্প, পাট ও পাটজাত শিল্প, কাঁচ ও সিরামিক শিল্প, কাগজ, মুদ্রণ ও বোর্ড শিল্প, ট্যানারি, চামড়া, রাবার শিল্প, রসায়ন ও ঔষধ শিল্প, অটোমোবাইল শিল্প, সেবা খাত, বিবিধ শিল্প গড়ে উঠবে যেখানে প্রায় ১৪-১৫ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। অধিকন্তু বিসিকের প্রস্তাবিত মহাপরিকল্পনায় পদ্মাসেতুর দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে 'বিসিক ঝিনাইদহ শিল্পনগরী সম্প্রসারণ প্রকল্প, ঝিনাইদহ'; 'বিসিক ভাঙ্গা শিল্পপার্ক, ফরিদপুর'; 'বিসিক রাজারহাট চামড়া শিল্পপার্ক, যশোর'; 'বিসিক শিল্পপার্ক, বাগেরহাট'; 'বিসিক চরফ্যাশন শিল্পপার্ক, ভোলা' স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। এসকল প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনীতিসহ দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হবে।

৫. পদ্মাসেতুকেন্দ্রিক টেকসই শিল্পায়নের উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন কৌশল

পদ্মাসেতুকেন্দ্রিক টেকসই শিল্পায়নের উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য বটম আপ অ্যাপ্রোচ অনুসরণ করা হয়। এই অ্যাপ্রোচে মাঠ পর্যায়ের চাহিদার আলোকে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে ২১টি জেলা হতে সম্ভাব্য প্রকল্প গ্রহণের বিষয়ে প্রস্তাব আহ্বান করা হয়। আহ্বানের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন ও বিসিকের জেলা কার্যালয় হতে শিল্পনগরী স্থাপন, বিদ্যমান শিল্পনগরী সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ, দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন, খাদ্য ও কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপন, মধু প্রক্রিয়াজাত কেন্দ্র স্থাপন ইত্যাদি বিষয়ে নানাবিধ প্রস্তাবনা পাওয়া যায়। এসব প্রস্তাবনার সারাংশ তৈরি করে একাধিক সভা, সেমিনার ও কর্মশালায় উপস্থাপন করে স্টেকহোল্ডারদের মতামত গ্রহণ করা হয়।

৫.১ পদ্মাসেতু কেন্দ্রিক টেকসই শিল্পায়নের উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের ২১ জেলা হতে প্রাপ্ত প্রস্তাবের সারাংশ নিচে তুলে ধরা হলো।

ক্র. নং	কর্মপরিকল্পনার বিষয়	জেলা
১.	শিল্পনগরী স্থাপন/সম্প্রসারণ/আধুনিকীকরণ/ মনোটাইপ শিল্পপার্ক স্থাপন	১. মাগুরা; ২. বরগুনা; ৩. সাতক্ষীরা; ৪. ঝিনাইদহ; ৫. নড়াইল; ৬. পটুয়াখালী; ৭. গোপালগঞ্জ; ৮. ভোলা; ৯. পিরোজপুর; ১০. ফরিদপুর; ১১. যশোর; ১২. রাজবাড়ী; ১৩. বাগেরহাট; ১৪. ঝালকাঠি; ১৫. খুলনা; ১৬. শরীয়তপুর; ১৭. মাদারীপুর; ১৮. কুষ্টিয়া; ১৯. বরিশাল
২.	প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র ও সংরক্ষণাগার স্থাপন	১. মাগুরা (কৃষি, চামড়া); ২. সাতক্ষীরা (কৃষি, ফল); ৩. বরগুনা (মাছ, চামড়া); ৪. পটুয়াখালী (মাছ, চামড়া, কৃষি); ৫. গোপালগঞ্জ (মাছ, কৃষি); ৬. পিরোজপুর (মাছ, চামড়া); ৭. বরিশাল (মাছ, চামড়া, কৃষি); ৮. খুলনা (ফল, চিংড়ি, চামড়া); ৯. চুয়াডাঙ্গা (ফল, মাংস, চামড়া, কৃষি); ১০. মেহেরপুর (চামড়া); ১১. ভোলা (কৃষি); ১২. রাজবাড়ী (কৃষি); ১৩. কুষ্টিয়া (কৃষি)
৩.	মধু প্রক্রিয়াজাতকরণ, উৎপাদন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন	১. মাগুরা; ২. সাতক্ষীরা; ৩. পিরোজপুর; ৪. যশোর; ৫. শরীয়তপুর; ৬. মাদারীপুর
৪.	আধুনিক দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র ও ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন	১. মাগুরা; ২. বরগুনা; ৩. সাতক্ষীরা; ৪. ঝিনাইদহ; ৫. নড়াইল; ৬. পটুয়াখালী; ৭. গোপালগঞ্জ; ৮. ভোলা; ৯. পিরোজপুর; ১০. যশোর; ১১. মেহেরপুর; ১২. রাজবাড়ী; ১৩. বাগেরহাট; ১৪. ঝালকাঠি; ১৫. শরীয়তপুর; ১৬. খুলনা; ১৭. মাদারীপুর; ১৮. চুয়াডাঙ্গা; ১৯. কুষ্টিয়া
৫.	বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপন	১. নড়াইল; ২. মেহেরপুর; ৩. যশোর
৬.	‘বিসিক ব্যাংক’ স্থাপন	১. নড়াইল; ২. মেহেরপুর
৭.	বিভিন্ন শিল্পের উন্নয়নে উদ্যোগ গ্রহণ	১. বরগুনা (তাঁত, শিপ); ২. পটুয়াখালী (তাঁত, মৃৎ); ৩. খুলনা (লবণ); ৪. বরিশাল (শিপ); ৫. চুয়াডাঙ্গা (মৃৎ)
৮.	অগ্রাধিকার খাতভুক্ত শিল্পের (পাট, চামড়া ও হালকা প্রকৌশল) বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ	১. ফরিদপুর; ২. ঝালকাঠি; ৩. শরীয়তপুর; ৪. মাদারীপুর
৯.	উপজেলা সার্ভিস সেন্টার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ	১. ফরিদপুর; ২. রাজবাড়ী; ৩. ঝালকাঠি; ৪. শরীয়তপুর; ৫. মাদারীপুর
১০.	পর্যটনশিল্পের প্রসার	১. বরগুনা; ২. পটুয়াখালী; ৩. গোপালগঞ্জ; ৪. ভোলা; ৫. বাগেরহাট; ৬. মাদারীপুর; ৭. কুষ্টিয়া

৫.২ বিসিক প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত কর্মশালা

পদ্মাসেতু কেন্দ্রিক টেকসই শিল্পায়নের উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে সিনিয়র সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় মহোদয়ের উপস্থিতিতে অংশীজনের অংশগ্রহণে ৬ই ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে বিসিক প্রধান কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকাতে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

৬. পদ্মাসেতু কেন্দ্রিক বিসিকের টেকসই শিল্পায়নের উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা

৬.১.০ নতুন শিল্পনগরী/শিল্পপার্ক স্থাপন

২০৪১ সাল নাগাদ দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১টি জেলায় ৩টি ফেজে কৃষিভিত্তিক ৪টি, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিংভিত্তিক ২টি, চামড়াভিত্তিক ১টি এবং মাল্টি-সেক্টরাল ২১টিসহ মোট ২৮টি পরিবেশবান্ধব শিল্পনগরী/শিল্পপার্ক স্থাপন করা হবে। এ সব শিল্পনগরী/শিল্পপার্কে আধুনিক শিল্প কমপ্ল্যায়েন্স অনুসরণপূর্বক ETP/ CETP, ডাম্পিং ইয়ার্ড, লেক/রিজার্ভার, প্রশাসনিক ভবন, মসজিদ, ডে-কেয়ার সেন্টার, মালিক সমিতির অফিস, শ্রমিকদের জন্য বিশ্রাম ছাউনি ইত্যাদির সংস্থান রাখা হবে।

৬.১.১. ফেজ-১

পদ্মাসেতু কেন্দ্রিক বিসিকের টেকসই শিল্পায়নের উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনার ১ম ফেজে অর্থাৎ ২০২৩-২০৩০ সালের মধ্যে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ৮টি জেলায় ৮টি শিল্পপার্ক স্থাপন করা হবে। যে সব এলাকায় বিসিকের কোনো শিল্পনগরী নেই বা বিদ্যমান শিল্পনগরীতে বরাদ্দযোগ্য কোনো শিল্পপ্লট খালি নেই কিংবা বর্তমানে উদ্যোক্তাদের পর্যাপ্ত চাহিদা রয়েছে সে সব এলাকায় শিল্পনগরী/শিল্পপার্ক স্থাপনকে ১ম ফেজে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২০২৩-২০২৫ সালের মধ্যে এসব প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন ও প্রক্রিয়াকরণ এবং ২০২৪-২০২৬ সালের মধ্যে ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। এ সম্পর্কিত কর্মপরিকল্পনা নিম্নে ছক আকারে উপস্থাপন করা হলো :

ক্রম	প্রকল্পের নাম	ডিপিপি প্রণয়ন ও প্রক্রিয়াকরণ	ডিপিপি অনুমোদন	বাস্তবায়নকাল	বাস্তবায়নকারী
১	বিসিক ফাউন্ড্রি, অটোমোবাইল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, যশোর	২০২৩-২০২৪	২০২৪	২০২৪-২০২৭	পরিকল্পনা বিভাগ, প্রকল্প বিভাগ এবং পুরকৌশল বিভাগ, বিসিক
২.	বিসিক শিল্পপার্ক, নড়াইল	২০২৩-২০২৪	২০২৪	২০২৪-২০২৭	
৩.	বিসিক শিল্পপার্ক, মাগুরা	২০২৪-২৫	২০২৫	২০২৬-২০২৯	
৪.	বিসিক নগরকান্দা শিল্পপার্ক, ফরিদপুর	২০২৪-২৫	২০২৬	২০২৭-২০৩০	
৫.	বিসিক শিল্পপার্ক, শিবচর, মাদারীপুর	২০২৪-২৫	২০২৬	২০২৭-২০৩০	
৬.	বিসিক শিল্পপার্ক, পিরোজপুর	২০২৪-২৫	২০২৬	২০২৭-২০৩০	
৭.	বিসিক জাজিরা শিল্পপার্ক, শরীয়তপুর	২০২৪-২৫	২০২৬	২০২৭-২০৩০	
৮.	বিসিক কুমারখালী শিল্পপার্ক, কুষ্টিয়া	২০২৪-২৫	২০২৬	২০২৭-২০৩০	

৬.১.২. ফেজ-২

পদ্মাসেতু কেন্দ্রিক বিসিকের টেকসই শিল্পায়নের উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনার ২য় ফেজে অর্থাৎ ২০৩০-২০৩৫ সালের মধ্যে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ৮টি জেলায় ৮টি শিল্পপার্ক স্থাপন করা হবে। যে সব এলাকায় বিসিকের বিদ্যমান শিল্পনগরীতে বরাদ্দযোগ্য ২/১টি শিল্পপ্লট খালি রয়েছে কিন্তু নিকট ভবিষ্যতে উদ্যোক্তাদের চাহিদা বৃদ্ধির সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে সে সব এলাকায় শিল্পনগরী/শিল্পপার্ক স্থাপনকে ২য় ফেজে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২০২৭-২০৩০ সালের মধ্যে এসব প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন ও প্রক্রিয়াকরণ এবং ২০২৯-২০৩১ সালের মধ্যে ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। এ সম্পর্কিত কর্মপরিকল্পনা নিম্নে ছক আকারে উপস্থাপন করা হলো :

ক্রম	প্রকল্পের নাম	ডিপিপি প্রণয়ন ও প্রক্রিয়াকরণ	ডিপিপি অনুমোদন	বাস্তবায়নকাল	বাস্তবায়নকারী
১.	বিসিক মাল্টি-সেক্টরাল শিল্পপার্ক, খুলনা	২০২৭-২৮	২০২৯	২০৩০-২০৩৩	পরিকল্পনা বিভাগ, প্রকল্প বিভাগ এবং পুরকৌশল বিভাগ, বিসিক
২.	বিসিক চামড়া শিল্পনগরী, রাজারহাট, যশোর	২০২৭-২৮	২০২৯	২০৩০-২০৩৩	
৩.	বিসিক শিল্পপার্ক, ঝিনাইদহ	২০২৭-২৮	২০২৯	২০৩০-২০৩৩	
৪.	বিসিক কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পপার্ক, মেহেরপুর	২০২৭-২৮	২০২৯	২০৩০-২০৩৩	
৫.	বিসিক ভেড়ামারা শিল্পপার্ক, কুষ্টিয়া	২০২৮-২৯	২০৩০	২০৩১-২০৩৪	
৬.	বিসিক খাদ্য, কৃষি ও মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পপার্ক, পটুয়াখালী	২০২৯-৩০	২০৩১	২০৩২-২০৩৫	
৭.	বিসিক শিল্পপার্ক, রাজবাড়ী	২০২৯-৩০	২০৩১	২০৩২-২০৩৫	
৮.	বিসিক কালকিনি শিল্পপার্ক, মাদারীপুর	২০২৯-৩০	২০৩১	২০৩২-২০৩৫	

৬.১.৩. ফেজ-৩

পদ্মাসেতু কেন্দ্রিক বিসিকের টেকসই শিল্পায়নের উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনার ৩য় ফেজে অর্থাৎ ২০৩৫-২০৪১ সালের মধ্যে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ৮টি জেলায় ৮টি শিল্পপার্ক স্থাপন করা হবে। যে সব এলাকায় নিকট অতীতে বিসিকের শিল্পনগরী স্থাপিত হয়েছে, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বরাদ্দযোগ্য শিল্পপ্লট খালি রয়েছে কিন্তু ভবিষ্যতে উদ্যোক্তাদের চাহিদা বৃদ্ধির সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে সে সব এলাকায় শিল্পনগরী/শিল্পপার্ক স্থাপনকে ৩য় ফেজে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২০৩২-২০৩৬ সালের মধ্যে এসব প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন ও প্রক্রিয়াকরণ এবং ২০৩৪-২০৩৭ সালের মধ্যে ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। এ সম্পর্কিত কর্মপরিকল্পনা নিম্নে ছক আকারে উপস্থাপন করা হলো :

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	ডিপিপি প্রণয়ন ও প্রক্রিয়াকরণ	ডিপিপি অনুমোদন	বাস্তবায়নকাল	বাস্তবায়নকারী
১.	বিসিক হালকা প্রকৌশল শিল্পপার্ক, বরিশাল	২০৩২-৩৩	২০৩৪	২০৩৫-২০৩৮	পরিকল্পনা বিভাগ, প্রকল্প বিভাগ এবং পুরকৌশল বিভাগ, বিসিক
২.	বিসিক ভাঙ্গা শিল্পপার্ক, ফরিদপুর	২০৩২-৩৩	২০৩৪	২০৩৫-২০৩৮	
৩.	বিসিক কৃষি ও মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পপার্ক, বরগুনা	২০৩৩-৩৪	২০৩৫	২০৩৬-২০৩৯	
৪.	বিসিক শিল্পপার্ক, ভোলা	২০৩৪-৩৫	২০৩৬	২০৩৭-২০৪০	
৫.	বিসিক মাল্টি-সেক্টরাল শিল্পপার্ক, ঝালকাঠি	২০৩৫-৩৬	২০৩৭	২০৩৮-২০৪১	
৬.	বিসিক শিল্পপার্ক, বাগেরহাট	২০৩৫-৩৬	২০৩৭	২০৩৮-২০৪১	
৭.	বিসিক কৃষিজাত পণ্য ও ফল প্রক্রিয়াকরণ শিল্পপার্ক, সাতক্ষীরা	২০৩৫-৩৬	২০৩৭	২০৩৮-২০৪১	
৮.	বিসিক শিল্পপার্ক, চুয়াডাঙ্গা	২০৩৫-৩৬	২০৩৭	২০৩৮-২০৪১	

- সংশ্লিষ্ট এলাকায় মতবিনিময় সভা আয়োজন করে স্থানীয় চাহিদা নিরূপণ করা হবে এবং সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদনপূর্বক প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।

৬.৩.২. দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন

পদ্মাসেতুর দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১টি জেলার মধ্যে বর্তমানে গোপালগঞ্জ ও বরিশালে বিসিকের দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র রয়েছে। ২০৪১ সাল নাগাদ অবশিষ্ট ১৯টি জেলায় ৩টি ফেজে পৃথক ৩টি প্রকল্পের আওতায় মোট ১৯টি দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের ১ম ফেজে অর্থাৎ ২০২৩-২০৩০ সালের মধ্যে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ৭টি জেলায় (যশোর, পটুয়াখালী, কুষ্টিয়া, খুলনা, ফরিদপুর, বাগেরহাট, বরগুনা) ৭টি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। ২য় ফেজে অর্থাৎ ২০৩০-২০৩৫ সালের মধ্যে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ৬টি জেলায় (মাগুরা, ভোলা, ঝিনাইদহ, পিরোজপুর, রাজবাড়ি, শরীয়তপুর) ৬টি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। ৩য় ফেজে অর্থাৎ ২০৩৫-২০৪১ সালের মধ্যে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ৬টি জেলায় (চুয়াডাঙ্গা, নড়াইল, মাদারীপুর, ঝালকাঠি, সাতক্ষীরা, মেহেরপুর) ৬টি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

৬.৩.৩. বিদ্যমান দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র পুনর্নির্মাণ ও মেরামত

পদ্মাসেতুর দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১টি জেলার মধ্যে বর্তমানে গোপালগঞ্জ ও বরিশালে বিসিকের দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র রয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংস্কারের অভাবে এ দুটি দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্রের কার্যকারিতা লোপ পাচ্ছে। ২০২৪-২০২৮ সালের মধ্যে এগুলো পুনর্নির্মাণ ও মেরামত সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।

৬.৩.৪. বিভাগীয় পর্যায়ে বিসিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন

বিসিকের একটিমাত্র প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট রয়েছে। বিভাগীয় পর্যায়ে বিসিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এর আওতায় পদ্মাসেতুর দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২টি বিভাগে (খুলনা ও বরিশাল) বিসিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হবে।

৬.৪. আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মৌচাষ উন্নয়ন

বিসিক মধু উৎপাদন করে খাদ্যের পুষ্টিমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মধু শর্করাজাতীয় খাদ্য হলেও এতে বিভিন্ন প্রকার ভিটামিন, এনজাইম ও খনিজ পদার্থ থাকে। বিসিক ৬টি জেলায় মৌমাছি পালন কর্মসূচি-কাম উৎপাদন কেন্দ্রের মাধ্যমে মৌচাষি/মৌচাষে আগ্রহী উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। ফলে আধুনিক পদ্ধতিতে মৌচাষির সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে এবং গুণগত মানসম্পন্ন মধু উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাশাপাশি মৌমাছির মাধ্যমে সফল পরাগায়নের ফলে ফসলের উৎপাদনও বৃদ্ধি পাচ্ছে। উল্লেখ্য, মৌমাছি পালনের গুরুত্ব বিবেচনা করে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মৌচাষ উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত সময়ে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পের মাধ্যমে ৬,০০০ জন উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান, ৫টি মধুমেলার আয়োজন, ৭টি সেমিনার ও ১০০টি মৌ-খামারকে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে। দেশে গুণগত মানসম্পন্ন মধু আহরণের জন্য এ প্রকল্পের আওতায় ঢাকার ধামরাইতে একটি মধু প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় 'আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মৌচাষ উন্নয়ন (১ম পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ৩টি জেলায় (মাগুরা, সাতক্ষীরা, ফরিদপুর) মধু উৎপাদন কেন্দ্র ও ২টি জেলায় (সাতক্ষীরা, ফরিদপুর) মধু প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্ট স্থাপন করা হবে।

পদ্মাসেতুর সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১টি জেলায় পরিবেশবান্ধব শিল্পায়ন ও মানবসম্পদ উন্নয়নের সমন্বিত এ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বিসিক। প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হলে এ অঞ্চলে টেকসই শিল্পায়ন হবে, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আসবে, আনুমানিক ৫০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে, গ্রামীণ কৃষিনির্ভর অর্থনীতি শিল্পনির্ভর অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হবে, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে উঠবে, দারিদ্র্য বিমোচন হবে এবং সর্বোপরি এ অঞ্চলের পরিবেশ সুরক্ষিত থাকবে। পদ্মাসেতুকে ঘিরে যে বিশাল কর্মযজ্ঞ সৃষ্টির বিপুল সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, তা যেন কোনোভাবেই পরিবেশ-প্রতিবেশে বিরূপ প্রভাব না ফেলে সেদিকে মনোযোগ প্রদানকরত বিসিকের প্রস্তাবিত কর্মসূচি বাস্তবায়নে কার্যকর সহযোগিতা প্রত্যাশিত।

১১.২ বিসিকের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

- পরিবেশবান্ধব নতুন শিল্পনগরী/শিল্পপার্ক স্থাপন;
- শিল্পনগরীর অবরাদ্দকৃত প্লট ১০০% বরাদ্দকরণ;
- রুগ্ন/বন্ধ শিল্প ইউনিট চালুকরণ;
- দেশের সকল জেলায় দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র এবং বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপন;
- মামলাসমূহের দ্রুত নিষ্পত্তিকরণে কার্যক্রম জোরদারকরণ;
- অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণে আরও জোরদার পদক্ষেপ গ্রহণ;
- Effluent Treatment Plant (ETP) স্থাপনযোগ্য শিল্প ইউনিটসমূহে শতভাগ ইটিপি স্থাপন;
- সিইটিপিকে কার্যকরকরণের মাধ্যমে Leather Working Group (LWG) সার্টিফিকেটের যোগ্যতা অর্জন;
- আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মৌচাষ উন্নয়ন;
- বিসিকের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ;
- MIS Database System যথাসময়ে চালুকরণ।

১১.৩ বিসিকের চ্যালেঞ্জসমূহ

- শিল্পনগরীর অবরাদ্দকৃত প্লটসমূহের ১০০% বরাদ্দ প্রদান;
- রুগ্ন/বন্ধ শিল্প ইউনিটসমূহ চালুকরণ;
- মামলাসমূহের দ্রুত নিষ্পত্তিকরণ;
- নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন;
- Effluent treatment plant (ETP) স্থাপনযোগ্য শিল্প ইউনিটসমূহে শতভাগ ইটিপি স্থাপন;
- বিসিকের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- সিইটিপিকে কার্যকরকরণের মাধ্যমে Leather Working Group (LWG) সার্টিফিকেটের যোগ্যতা অর্জন;
- MIS Database System যথাসময়ে চালুকরণ ।

১১.৪ সুপারিশসমূহ

- যথাসময়ে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে আরএডিপির বাজেট বরাদ্দ দেয়া হলে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের ভৌত অগ্রগতি অর্জন ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হবে ;
- শিল্প মন্ত্রণালয় এবং শিল্প, বাণিজ্য ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক যথাসময় ত্রিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হলে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি দ্রুততর হবে।

১১.৫ উপসংহার

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শিল্প খাতের ভূমিকা অপরিসীম। দেশব্যাপী টেকসই, পরিবেশবান্ধব, দেশীয় শিল্পের প্রসার, শ্রমঘন ও রপ্তানিমুখী শিল্পের উন্নয়ন, ঋণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে বিনিয়োগ ত্বরান্বিতকরণ, দক্ষ জনশক্তি উদ্যোক্তা তৈরি, কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি এবং গ্রামীণ হস্তশিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশ, রপ্তানিমুখী ও আমদানি শিল্পের প্রসার ও পরিকল্পিত শিল্পায়নের মাধ্যমে ব্যাপকহারে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে বেকারত্ব দূরীকরণ ও দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিসিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশে বিসিকের ৮২টি শিল্পনগরীতে প্রত্যক্ষভাবে প্রায় ৮.২৫ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। গত ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে মোট ২০৫৭১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করার পাশাপাশি বিসিকের সহায়তায় দেশের ৬৩ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ ২৪ লক্ষ ৩৭ হাজার ৮৯০ মে.টন লবণ উৎপাদিত হয়েছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান ৩৭.৯৫% উন্নীত হয়েছে। তন্মধ্যে মাইক্রো, ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্পখাতের অবদান ১১.৯৬%। এ সময়ে বিসিকের শিল্পনগরীসমূহ থেকে সরকারকে প্রদত্ত শুল্ক, কর, ভ্যাট ইত্যাদি বাবদ ৪,৪২৮.৬৭ কোটি টাকা প্রদান করা হয়। সবুজ শিল্পায়নকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত জাতীয় শিল্পনীতি ২০২২ সহ খাতভিত্তিক শিল্পের বিভিন্ন আইন, বিধিমালা ও নীতিমালার আলোকে বিসিক পরিকল্পিত শিল্পায়নের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিসিকের বার্ষিক উন্নয়নের এই দলিল, বিভিন্ন অগ্রগতি ও অর্জন সাফল্যের প্রতিচ্ছবি হিসেবে বিবেচিত হবে এবং বিসিকের ভবিষ্যৎ কর্মপ্রয়াসকে আরও গতিশীল করবে।

বিসিক পরিচালনা পর্ষদ

	নাম : জনাব আশরাফ উদ্দীন আহাম্মদ খান পদবি : চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)	ফোন (অফিস): +৮৮০২২২২২৪১৫৮৫ ই-মেইল : chairman@bscic.gov.bd
	নাম : জনাব মোঃ আহসান কবীর পদবি : পরিচালক (শিল্প উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ) এবং পরিচালক (পরিকল্পনা ও গবেষণা) (অতিরিক্ত দায়িত্ব) (অতিরিক্ত সচিব)	মোবাইল : +৮৮০১৭১৫১৬৯৫৭৯ ফোন (অফিস): +৮৮০২২৩৩১৪০৩৭ ই-মেইল : dirpne@bscic.gov.bd dirplanning@bscic.gov.bd
	নাম : জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন বিশ্বাস পদবি : পরিচালক (অর্থ) (যুগ্মসচিব)	মোবাইল : +৮৮০১৭১৫৬৯০৮১৮ ফোন (অফিস) : +৮৮০২৪১০২৪৯৭১ ই-মেইল : dirfinance@bscic.gov.bd
	নাম : জনাব শ্যামলী নবী পদবি : পরিচালক (প্রশাসন) (যুগ্মসচিব)	মোবাইল : +৮৮০১৮১৯১৩৬০৯৪ ফোন (অফিস) : +৮৮০২৪১০২৪৯৭৫ ই-মেইল : diradmin@bscic.gov.bd
	নাম : জনাব কাজী মাহবুবুর রশিদ পদবি : পরিচালক (দক্ষতা ও প্রযুক্তি) (উপসচিব)	মোবাইল : +৮৮০১৭১৬২২৬৮৮৪ ফোন (অফিস) : +৮৮০২২৩৩১৪০৩৫ ই-মেইল : dirtechnology@bscic.gov.bd
	নাম : জনাব মোঃ আবদুল মতিন পদবি : পরিচালক (প্রকৌশল ও প্রকল্প বাস্তবায়ন) (উপসচিব)	মোবাইল : +৮৮০১৭১০২২৮৩৬৯ ফোন (অফিস): +৮৮০২৪১০২৪৯৭৪ ই-মেইল : dirproject@bscic.gov.bd
	নাম : জনাব খন্দকার মুঃ মুশফিকুর রহমান পদবি : পরিচালক (বিপণন, নকশা ও কারুশিল্প) (উপসচিব)	মোবাইল : +৮৮০১৭১২১৩৯৯৩২ ফোন (অফিস): +৮৮০২৪১০২৪৯৭৪ ই-মেইল : dirmarketing@bscic.gov.bd